পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব

দ্বিতীয় খণ্ড

মেরুতত্ত্ব

অর্থাৎ

মেরু, সুমেরু ও মহামেরু তত্ত্ব

শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত
ও
প্রকাশিত

কলিকাতা।
২৪ নং মিডিলরোড, ইটালি, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত

১৩২১ সাল, ৫৬৪৪০ সৃষ্টাব্দ

মূল্য ১।০ বাঁধাই ১৷৵০ আনা

ভারতবর্ষতত্ত্ব, (৪) মিশরতত্ত্ব, (৫) ইউরোপতত্ত্ব। এবারে মেরুতত্ত্ব প্রকাশিত হইল।

জীবনীশক্তি, কঠোর পরিশ্রমে, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, নৌকাও পরপারের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, তাই এবার আমার একখানি ফটো এতৎসহ উপহার দিলাম। যদি জীবিত থাকি, তৃতীয় খণ্ড লইয়া আবার উপস্থিত হইব।

প্রথম খণ্ড ঋণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম, এবারে দ্বিতীয় খণ্ডও ঋণ করিয়াই প্রকাশ করিলাম। বাসগৃহাদি ডবল বাঁধা পড়িল। ইতিহাস অধিক বিক্রয় হয় না। মাতৃভাষার সেবার জন্য ঋণ করিলাম, যদি শোধ করিতে না পারি, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ তাহা শোধ করিবেন।

১৩২১। ১৫ আষাঢ়।
১৯১৪। ২৯ জুন।
৫৬৪৪০ সৃষ্টাব্দ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।
মালোপাড়া-রাজসাহী।

সূচী পত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৪	তাঁহার নয় পুত্রকে দিয়া	কাটা
২৮	১৮	৪৭৭৭১	৪৭৭৫০
”	”	৬৭৫৬	৬৭৭৭
৩০	১৫	আদমের জন্ম হইতে	কাটা
”	”	“পুত্র জন্ম” পরে	“হইতে জলপ্লাবন” বসিবে।
৩১	১৫	মেগাস্থেনিসের উক্তি ও ম্যাক্‌সভঙ্কারে মত অনুসারে	কাটা
৭৪	২	দ্যৌ মাতা	দ্যৌ পিতা
”	২	পৃথিবী পিতার	পৃথিবী মাতার
৭৫	১৭	*	(১৩) মেরু প্রদেশের অবস্থান *
”	১০ ফুটনোটে	*	*বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।২০
১১২	১৪	১৩০১	৩১০১
১৫৫	১৩	বৃত্তের	বৃত্রের

উপক্রমণিকা

দেশের যথার্থ ইতিহাস উদ্ধারের একটা বাতাস বঙ্গদেশে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। আর্য্যগণের ইতিহাস লিখিবার অভ্যাস ছিল না, তাই আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাই না। মুসলমানের ভারতবর্ষ জয় পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী (কল্যব্দ ৪৩০১) পর্য্যন্ত এদেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অদ্য হইতে ৭০০ বৎসর পূর্ব্বের, আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাই না। ইতিহাস সকল দেশেই আছে, নাই কেবল আমাদের দেশে। স্মরণাতীত কাল হইতে যে দেশ পৃথিবীর মধ্যে সভ্য বলিয়া পরিগণিত, সেই দেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই, আর সেদিনকার সভ্যদেশের ইতিহাস আছে, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্নামের কথা। কিন্তু উপায় নাই, এ অখ্যাতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়া লইতেই হইয়াছে।

যে দেশ যখন হইতে সভ্য হইয়াছে, তখন হইতেই সে দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রকৃত ইতিহাস না থাকায়, একজন অনায়াসে বলিতে পারেন, আমরা এ পর্য্যন্ত সভ্য হইতে পারি নাই। তা বলুন, কিন্তু আমরা আবার যে সমস্ত উপাদান দিতে পারি, সে সমস্ত উপাদান অন্যত্র পাওয়া যায় না। সভ্য হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা কি ছিলেন, তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি, তাঁহারা তাহা পারেন না।

সকল দেশের পূর্ব্বে যে দেশ সভ্য, সেই দেশের লোক ইতিহাস লিখিতে জানিত না, একথা কি সম্ভব হয়? পৃথিবীর মধ্যে যে বেদ অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, আর নাই বলিয়া

সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে, সেই বেদ যে দেশের অমূল্য ধন, সে দেশের ইতিহাস নাই—যাহারা সেই অমূল্য ধনে ধনি, তাহারা ইতিহাস লিখিতে জানিত না, একথা কি সম্ভব ?

যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে ইতিহাসের উল্লেখ দেখা যায়—

"স যথা আর্দ্রৈন্ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্তি এবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি।" (বৃহদা ২।৪।১০ ও শতপথ ১৪।৬।১১৬)।

আর্দ্রকাষ্ঠে উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই মহান্ ভূতের নিশ্বাস হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান হইয়াছে—এই সমস্তই ইহার নিঃশ্বাস।

বৃহদারণ্যক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"নিশ্বসিতমিব নিশ্বসিতম্। যথা অপ্রযত্নেনৈব পুরুষো নিঃশ্বাসো ভবতেব্যং বা।"

"নিঃশ্বাসের মত অর্থাৎ বিনাযত্নে পুরুষ হইতে উৎপন্ন।"

অতএব বিনাযত্নে পুরুষ অর্থাৎ বিরাট সমাজ হইতে যাহা আপনি উৎপন্ন হয়, কেহ চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম করে না—ঘটনা ঘটিল, ইতিহাস পুরাণরূপে সেই ঘটনা স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিল, চেষ্টা করিয়া নাটক নভেলের ন্যায় কোন ঘটনা কল্পনা করিতে হইল না, সমাজ-পুরুষের বিরাট দেহের ঘটনা হইতে সংগৃহীত হইল। তাই লেখা আছে, বিনাযত্নে যাহা পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ইতিহাস ও পুরাণ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের মতে—সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাম বেদম্।” (উ ৭।১।১)। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদসমূহের মধ্যে পঞ্চম বেদ।

শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

ইতিহাস ইত্যুর্ব্বশী পুরুরবসোঃ সংবাদাদিরুর্বশীহাপ্সরা
ইত্যাদি ব্রাহ্মণমেব পুরাণ মসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি। ২। ৪। ১০

উর্ব্বশী পুরুরবার কথপোকথনাদি স্বরূপ [illegible] নাম ইতিহাস এবং “সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল” ইত্যাদি সৃষ্টি প্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ।

সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে লিখিয়াছেন—

দেবাস্থরাঃ সংযত্তা আসন্নিত্যাদয় ইতিহাসাঃ। ইদং বা অগ্রেনৈব কিঞ্চিদাসীদিত্যাদিকং জগতঃ [illegible] সর্গপ্রতিপাদকং বাক্য-জাতং পুরাণম্। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণোপক্রম)।

দেবাস্থরের যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদির নাম ইতিহাস। আর অগ্রে এই অসৎ ছিল, আর কিছু ছিল না, ইত্যাদি জগতের প্রথম অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিবরণের নাম পুরাণ।

মহাভারত মতে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-সম্বন্ধে উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে।

বিষ্ণুপুরাণের টীকায় (৩।৪।১০) শ্রীধরস্বামী এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আর্ষ্যাদি বহু ব্যাখ্যানং দেবর্ষি চরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাস মিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুত ধর্ম্মযুক্॥

ঋষি প্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষি চরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।

উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্যগণ ইতিহাসের বিষয় বহুদিন হইতেই অবগত ছিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ইতিহাস গেল কোথায়? এখন আমরা ইতিহাস নামে কোন গ্রন্থ পাইনা, পাই কেবল পুরাণ। অতএব ইতিহাস কি হইল?

বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণিচ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্॥

সর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃ সৃষ্টি, লয়, দেব ও পিতৃগণের বংশাবলী, মন্বন্তর সকল এবং বংশানুচরিত বর্ণনা, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ।

অতএব দেখা যাইতেছে পরবর্ত্তীকালে ইতিহাস পুরাণ মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি চৈবহি।
আখ্যানানীতিহাসাশ্চ পুরাণানি খিলানিচ॥৩।২৩২

শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ, আখ্যানাবলী, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিল সমূহ শুনাইতে হইবে।

এখন আমরা পুরাণ পাই, ইতিহাস পাই না। মহাভারতে আদিপর্ব্বে শৌনকঋষি বলিতেছেন—

পুরাণে হি কথা দিব্যা আদিবংশাশ্চ ধীমতাম্।

কথান্তেহি পুরাস্মাভিঃ শ্রুতপূর্ব্ব পিতুস্তবঃ ॥১।৫।২

পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছি।”

অতএব ইতিহাস যে পুরাণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং ইতিহাসে যে কেবল রাজাদিগের বংশবৃত্তান্ত থাকিত না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ সাধারণের বংশবৃত্তান্তও থাকিত, তাহা জানা যাইতেছে। সুতরাং এখন পুরাণ হইতে ইতিহাস পৃথক্ করিতে হইবে। ইতিহাস লোপ পাইবার কারণও এই পুরাণ সমূহ। সমস্ত পুরাণই প্রশ্নোত্তরক্রমে রচিত হইয়াছে। সুতরাং যে বিষয়ের প্রশ্ন হইয়াছে, পুরাণে কেবল তাহারই উত্তর পাওয়া যায়। ইতিহাস সম্বন্ধে, যে প্রশ্ন হয় নাই, তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এভাবে অনেক ইতিহাস নষ্ট হইয়াছে। সে সমস্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে শাস্ত্রসাগর মন্থন করা আবশ্যক।

প্রথমে আমরা দেখিব, এখন ইতিহাস কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? “ইতিহাস জাতীয় বিবর্ত্তের বিশদ বিবরণ। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই জাতি। এই জন্যই ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচরিত নহে; এই জন্যই একজনকে লইয়া ইতিহাস হয় না, সাধারণকে লইয়া হয়; এই জন্যই প্রধানতঃ প্রজাই ইতিহাসের বিষয়,—রাজা ক্বচিৎ। সিরাজুদ্দৌলা অত্যাচারী ছিলেন কি না, আরঙ্গজেব স্বয়ং মদ্যপান করিতেন কি না—ইহার অপেক্ষা সিরাজুদ্দৌলার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে মদ্যপান প্রচলিত ছিল কি না—এই সকল প্রশ্নের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক। সাধারণতঃ প্রজাই

ইতিহাসের বিষয়। তবে যেখানে রাজার নিয়োগে প্রজার সাহিত্যে বা সম্পদে কোন নূতন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, যেখানে রাজার শাসন-নীতির ফলে, প্রজার জাতীয় জীবনে উন্নতির বা অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে, যেখানে রাজার আজ্ঞায়, প্রজার বাণিজ্য সম্বন্ধে বা প্রজা-সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সেখানে রাজার শাসননীতি সমালোচ্য—সুতরাং রাজা ইতিহাসের বিষয়। আরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের অনুকূল পবন না পাইলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় উন্নতির তরণী বেগে অগ্রসর হইতে পারিত কি না সন্দেহ—ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত কি না, বলা যায় না; সুতরাং আরঙ্গজেবের শাসননীতি ইতিহাসের বিষয়—আরঙ্গজেব ইতিহাসের বিষয়ীভূত।" *

এখন আমরা বুঝিলাম ইতিহাস কি? দেখা যাউক এই ইতিহাস কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়?

বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের মত। তাঁহাদের মূল মন্ত্র এই—

(১) কোন চিহ্ন, তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ।

(২) সমকালের গ্রন্থ। তাহা আবার সেই সময়ের অক্ষরে হওয়া চাই। কারণ সাত নকলে আসল খাস্ত হয়।

(৩) পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত যে প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

(৪) যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য এবং যে জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল তাহাই ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য।

---

* সাহিত্য ১৩০৬। ১৫৪ পৃষ্ঠা।

ইহার বাহিরে যিনি যাইবেন, তাঁহার আলোচনা বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান-সম্মত হইবে না। সুতরাং এই নিয়মে বাধ্য হইয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন চিহ্ন বা তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা যায় বটে, কিন্তু মৌর্য্য সম্রাট রাজা অশোকের পূর্ব্বের কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া অশোকের সময় হইতে পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ব্বকালের ইতিহাস উদ্ধারের আশা নাই।

আবার তাম্রশাসন ও শিলালিপির দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করার আশাও অতি কম, কারণ এক তাম্রশাসনের বিভিন্ন পাঠ দেখা যায়। কেহ একরূপ পাঠ করেন, কেহ অন্যরূপ পাঠ করেন। অনেক শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তাম্রশাসন পাঠ করা কঠিন। কোন অক্ষর স্পষ্ট করিয়া উৎকীর্ণ হয় নাই, কি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার পাঠ উদ্ধার এক একজন এক একরূপ করিয়া থাকেন। আবার অর্থ সম্বন্ধেও বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। একজন একরূপ অর্থ করিলেন, আর একজন আর একরূপ অর্থ করিলেন। উভয়েই আপনাপন অর্থ ঠিক রাখিবার জন্য অবশ্য চেষ্টা করিবেন, সুতরাং মতভেদ ঘটিল। মতভেদ হইলেই প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া গেল না বুঝিতে হইবে। একজন যে শ্লোকবলে একজনকে রাজা করিলেন, আর একজন সেই শ্লোকের বলেই তাঁহাকে সামান্য লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। একজন এক শ্লোকের অর্থ করিয়া একজনকে জীবিত রাখিলেন, আর একজন সেই শ্লোক দ্বারাই তাহাকে মৃত প্রমাণ করিলেন। তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতি নিজ নিজ কীর্ত্তি, সুতরাং নিজের নিন্দা কোন তাম্রশাসনে কেহ স্পষ্ট করিয়া লিখে

না। এইজন্য তাহাতে পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। এমন একটা শব্দ লিখিত থাকে, যাহা দ্বারা পরাজয় বুঝা যায়। কাজেই সেই শ্লোক পড়িয়া কেহ বুঝেন রাজা জয়ী হইয়াছিলেন, কেহ বুঝেন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শ্লোক তাম্রশাসনে অনেক থাকে। তদ্ব্যতিত অনেক তাম্রশাসন জাল সাব্যস্ত হইয়াছে। মদনপালের তাম্রশাসনের সহিত তৎসমসাময়িক সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এতই অনৈক্য দেখা যায় যে, একটা বিশ্বাস করিলে অপরটি ত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং তাম্রশাসনাদির উপর নির্ভর করিয়া বিশুদ্ধ ইতিহাস লিখিবার আশাই বা কোথায়? সম সাময়িক পুথির উপরেই বা নির্ভর করা যায় কৈ? সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাম্রশাসন, শিলালিপি, সমসাময়িক গ্রন্থ, পরবর্ত্তী প্রবল জনশ্রুতিমূলক গ্রন্থে প্রাপ্ত অবিরোধী ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ ব্যতিত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই।

কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—

"যিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন না, জানিবার জন্য চেষ্টাও করেন না, তিনি অক্ষর পাঠে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিলেও, পাঠোদ্ধারে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। যিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, অথচ অক্ষর পাঠে অনভ্যস্ত, তিনি ব্যাখ্যা সৌকর্য্যের লালসায় মনঃকল্পিত পাঠ যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। তাহা আরও প্রবল কারণ। আমরা সকলেই অল্পাধিক মাত্রায় চিরাগত সংস্কারের পক্ষপাতী, জনশ্রুতির ক্রীতদাস; বংশমর্য্যাদার ও সম্প্রদায় মর্য্যাদার পৃষ্ঠপোষক। প্রাচীন লিপি হইতে আমাদের সংস্কারের অনুরূপ অর্থের সন্ধান করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাচীন লিপিতে কি আছে, নির্লিপ্তভাবে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা তাহাকে

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মনের মত করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই কষ্ট কল্পনার শরণাপন্ন হইয়া পড়ি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এইসকল সংস্কারের অতীত। তজ্জন্য তাঁহারা অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন, নির্লিপ্তভাবে পাঠোদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যাসাধন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ ঘটিলেও, তাহার সঙ্গে অন্য কিছুরই সম্পর্ক থাকে না;—ভ্রম স্বীকার করিতেও ইতস্ততঃ ঘটে না *।"

ইনি আমাদের দেশের ঐতিহাসিকের এইরূপ চিত্র দিয়াছেন—

"একে অনুসন্ধানকারীর সংখ্যা অল্প; তাহাতে আবার পেশাদারের সংখ্যাই অধিক। যাহারা পেশাদার নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আপন অহমিকার অথবা স্বার্থের চরিতার্থতা সাধনের জন্যই অধিক লালায়িত। এই সকল কারণে, প্রত্নবিদ্যার অনুশীলনে অপরিহার্য্য অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহারা বেতন লইয়া কাজ করে, অথবা দেশের লোকের নিকট চাঁদা কুড়াইয়া কাজ চালায়, তাহাদিগের পক্ষে মনিবের মনোরঞ্জনের লালসা, আত্মপ্রাধান্য সংস্থাপনের লালসা, এবং যে কোন উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লালসা বড় স্বাভাবিক। তাহারা বিজ্ঞাপন চায়, চাটুকার চায়, যশের ডঙ্কা বাজাইবার জন্য লোক ভাড়া করে; যাহারা একটু চতুর, তাহারা চেলা সংগ্রহ করিয়া, তাহার সাহায্যে আপন অভিমত প্রচারিত করিতে থাকে। এই সকল লোক চাকরী বা ব্যবসাটা বজায় রাখিবার জন্যই প্রাণপণ করে। ভুল করিলে, ভুল স্বীকার করে না; ভুল দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ না হইয়া উত্যক্ত হইয়া উঠে। প্রত্নবিদ্যার যাহা হয় হউক, আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা পাইলেই ইহারা কৃতকৃতার্থ হয়; এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভুল

* সাহিত্য ১৩১৯।৬৯৫ পৃষ্ঠা।

করিলেও, বিজ্ঞতার আড়ম্বরে ভুল গুলিকে চাপা দিয়া রাখিতে চায়। *"

এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। আমাদের দেশে এক্ষণে অভিজ্ঞতার আদর নাই। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ দেখিলেই লোকে প্রথমে লেখকের নাম দেখে। প্রসিদ্ধ নাম দেখিলেই তি... পড়িবার কষ্টটুকু স্বীকার করেন, অপরিচিত নাম দেখিলে সে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে নিতান্তই নারাজ হন। আবার যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা নহে। মাসিক পত্রিকা তাঁহাদের এই প্রসিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। এই সমস্ত মাসিক পত্রিকা তাঁহাদের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রতিবাদ প্রকাশ করেন না। তাহার দুইটী কারণ আছে—(১) লেখক অসন্তুষ্ট হইয়া আর প্রবন্ধ দিবেন না এই ভয়, (২) মূল প্রবন্ধ ও প্রতিবাদ মধ্যে কোনটা ঠিক, তাহা সম্পাদকগণ বুঝিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর আবার এত নির্ভর করেন যে, প্রতিবাদ পাইলে বাস্তবিকই অসন্তুষ্ট হন। ইহাঁদের আর এক দোষ, ইহাঁরা অন্যের লেখা বড় গ্রাহ্য করেন না। আপন মনে লিখিয়া চলিয়াছেন, এদিক ওদিক দৃষ্টি করা প্রয়োজন বোধ করেন না। এই জন্যই ১৩১৮ বঙ্গাব্দে আমার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব," প্রকাশিত হইলেও এখনও ঐতিহাসিকগণ লিখেন, "আর্য্যগণ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন না"।

যে সকল ঐতিহাসিকের ভাণ্ডারে অনেক তত্ত্ব সঞ্চিত থাকে এবং যাঁহারা পরিশ্রমে কাতর নহেন, তাঁহারা প্রতিবাদ পাইলে সন্তুষ্ট হন, কারণ বাদ প্রতিবাদে সত্য নির্ণীত হয়। যিনি প্রতিবাদ দেখিয়া লজ্জিত বা ক্রুদ্ধ হন, তাঁহার প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

---

* সাহিত্য ১০১১।৬৯৩ পৃষ্ঠা।

আমরা জানি কোন কোন পত্রিকা সম্পাদক প্রতিবাদটী মূল প্রবন্ধ-লেখকের নিকট পাঠাইয়া দেন, তিনি অনুমতি করিলে তবে প্রকাশ করেন। কিন্তু এরূপ অনুমতি এদেশে বড়ই দুর্লভ।

এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশের লোকের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার হওয়া কঠিন। অনেক লেখক আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকে ইতিহাসক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা না পড়িয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরাণাদি শাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। অথচ পুরাণই এখন আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান ভাণ্ডার। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহাঁরা স্বাভাবিক চক্ষে কিছু দেখেন না, কারণ তাহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, তত পরিশ্রম করিয়া ঐতিহাসিক হইয়া এদেশে কিছু লাভ নাই, তাই তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে কাতর। তাই তাঁহারা অনুবাদকরূপে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এতদিন কেহ প্রতিবাদ করিত না, তাই তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়াছেন এবং তাহাই ইতিহাস বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। এখন আর সে দিন নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে পরিশ্রম করিয়া ইতিহাস লিখিতে কেহ কেহ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন যা তা লিখিয়া ইতিহাসের নামে চালান বড় সহজ নহে। এখন যিনি পরিশ্রম না করিয়া কেবল অনুবাদ করিয়া ঐতিহাসিক নাম পাড়াইতে যাইবেন, তাঁহাকেই ঠকিতে হইবে। তিনি প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিবেন না।

আমরা দেখিলাম, তাম্রশাসন শিলালিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাম্রশাসন, শিলালিপি, স্থায়ী চিহ্ন, সমসাময়িক গ্রন্থ, বা তৎপরে রচিত অবিরোধী গ্রন্থ প্রভৃতির সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অবিচারে

সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে পরিত্যাগ করিলে প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান পাইবার উপায় থাকে না। পরিত্যাগ করিতে করিতে শেষে দেখা যায়, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর কিছুই নাই, সুতরাং তখন নিজের অক্ষমতা স্বীকার করা ব্যতিত অন্য উপায় থাকে না।

একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—

"এখন এমন একটা সময় আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। খোদিত লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, লক্ষ্মণ সেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থ সমূহ হইতে এবং "দান সাগর" ও 'অদ্ভুৎ সাগর' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১ শকে বল্লাল সেন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও ১০৯১ শকে তিনি দান সাগর রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যু হইতে পারে না। এক পক্ষে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক খোদিত লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি ও অপর পক্ষে খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি কুলশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষের গ্রন্থ। কুলশাস্ত্রের প্রমাণ গুলি অদ্যাপি ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য হয় নাই, কিন্তু 'দান সাগর' বা 'অদ্ভুত সাগরের' বচন গুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা বঙ্গ দেশের সমস্ত দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। যদি সত্য সত্যই রাজা বল্লাল সেন এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া তাহার পরে আধুনিক নাগরী বা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থদ্বয় লিখিত হইয়াছে। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্টশত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে

এই গ্রন্থ কতবার লিখিত হইয়া তবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করাই অসম্ভব। বল্লাল সেন এতদ্দেশে আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা। আভিজ্যাত্যের অনুরোধে এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সভ্য সমাজে কৃত্রিম বংশপত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। সেই আভিজাত্যাভিমান রক্ষা করিবার জন্য এতদ্দেশীয় ধনিগণ কতশত কুলশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে উল্লিখিত কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য, কোন ব্রাহ্মণ হয়ত 'অদ্ভুত সাগর' ও 'দান সাগরে' মানবাচক শ্লোক কয়টি রচনা করিয়া যোগ করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ সমূহের অনুলিপি নানাদেশে নীত হইয়াছে ও তাহা হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, একখানি গ্রন্থে উক্ত শ্লোক গুলি নাই, তখন সে গুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতিত আর কিছু বলা চলে না। 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' ব্যতিত 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' এইরূপ মানবাচক কয়েকটি শ্লোক আছে, কিন্তু সে গুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি কেহ কোন দিন সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামপাল' চরিতের ন্যায় অথবা মহীপাল দেব, নয়পাল দেব, বিগ্রহপাল দেব, রামপাল দেব বা হরিবর্ম্ম দেবের রাজ্য কালে লিখিত 'অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাস ক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহিত হইবে। কোন স্থান অন্ধকার থাকিলে আলোকের আবশ্যক হয়, কিন্তু স্বতঃ আলোকিত ক্ষেত্রে আলোক আনিলে তাহা ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ অক্ষরতত্ত্ব বা মুদ্রাতত্ত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে, তাহা গ্রাহ্য হইবার আশা থাকে না। বাল্যস্মৃতিজড়িত বল্লাল সেন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিলে তাহা সহজে গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না।

চিরশ্রুতনামা 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থদ্বয়ে কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিলে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে। বংশগত আভিজাত্যাভিমান আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে। যদি কোন স্বদেশীয়, উক্ত গ্রহদ্বয়ের কোন অংশকে পরবর্ত্তীকালের রচিত বলিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া মনে হয়। জীবনের [illegible] সত্যের অনুসন্ধান নেত্রপথ হইতে অপসৃত হয়, সুতরাং জাত্যাভিমানজড়িত ঘটনার বিশ্লেষণ, বিদেশীয়ের হস্তেই অর্পণ করা বাঞ্ছনীয়।" *

ইনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কের শত শত স্বর্ণ মুদ্রা বঙ্গদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলিতে 'শশাঙ্ক' এবং কতকগুলিতে 'নরেন্দ্র গুপ্ত' নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন যে 'হর্ষচরিতের' একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে শশাঙ্কের স্থলে "নরেন্দ্র গুপ্ত" নাম দেখিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি মগধের গুপ্তবংশ সম্ভূত। মগধের গুপ্তরাজবংশের কোনও খোদিত লিপিতে অদ্যাপি শশাঙ্কের বা নরেন্দ্রগুপ্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই।" †

এই লেখক মহাশয় লক্ষ্মণসেনের সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরেও বহু বৎসর লক্ষ্মণ সেন জীবিত ছিলেন। নিজের অক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া, প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলিকে অতল জলধিজলে ডুবাইয়া দিয়াছেন। ভাবেন নাই যে একখানা হস্তলিখিত পুথিতে যদি কোন শ্লোক না থাকে, আর সেই শ্লোক যদি শত শত হস্ত-লিখিত পুথিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, হয়ত সেই লেখকটি খেয়ালের বসে শ্লোকটি বাদ দিয়াছেন—ভাবেন নাই, যে রামচরিতের উপর জোর

---

* প্রবাসী ১৩১৯। ১ খণ্ড। ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

† প্রবাসী ১৩১৯। ২ খণ্ড। ৬৬ পৃষ্ঠা।

দিয়া সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রকে ত্যাগযোগ্য বলিয়াছেন, সেই রামচরিতই ত্যাগযোগ্য, কারণ ঠিক সমসাময়িক তাম্রশাসন সহ তাহার মিল নাই— ভাবেন নাই যে, বুলার সাহেবের নিকট যে একখানি হস্তলিখিত পুথিতে "নরেন্দ্র গুপ্ত" লিখিত শুনিয়া, শশাঙ্ককেই নরেন্দ্র গুপ্ত করিয়াছেন, সেই পুথিতে লেখক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ নামটি লিখিতে পারে, সুতরাং শত শত পুথিই ঠিক হইতে পারে, এক খানি পুথি ঠিক নাও হইতে পারে। এইরূপ লেখক দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হওয়া সুদূরপরাহত। ইহাঁরা বরং প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ। ইহাঁরা পরিশ্রম করিয়া, পাকা জহুরির ন্যায় রত্ন চিনিয়া বাহির করিতে নারাজ, অথচ পাকা জহুরী বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব। তাই এইরূপ লোকের দ্বারা ইতিহাস নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

অশোক হইতে পরবর্ত্তী ইতিহাস লিখিতে বহু তাম্রশাসন ও গিরি-লিপির সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎপূর্ব্ব ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ ব্যতীত সাহায্য পাইবার আর উপায় নাই। কিন্তু কতকগুলি লেখক স্থির করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আইসেন নাই, সুতরাং সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রই যতদিনের মনে করা যায় তাহা নহে। এই শ্রেণীর লেখকই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থগুলিকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। পরিশ্রম করিয়া ঐ শাস্ত্র গ্রন্থগুলি আলোচনা না করাতেই, তাঁহারা এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ইহাঁদের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের আশা একেবারেই নাই। ইহাঁরা বলেন রাম যে ছিল তাহার প্রমাণ কি? পুরাণের প্রমাণ দেখাইলে ইহাঁরা গ্রাহ্য করেন না, চান মিশরের মত পেপাইরাসের প্রমাণ। কিন্তু ইহাঁরা বুঝেন না যে, ভারত ভারত এবং মিশর মিশর। যেখানে যেমন প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেখানে তদবলম্বনেই ইতিহাস

লিখিতে হইবে। আজকাল অনেকেরই ধারণা "রামায়ণ আধুনিক গ্রন্থ।" কিন্তু বাল্মিকী এই রামায়ণের সমসাময়িক রচয়িতা। প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র ছিলেন, সেই সময় বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তবে আমরা সে সংস্করণ পাই না, যাহা পাই তাহা অতি আধুনিক সংস্করণ। কিন্তু তাই বলিয়া যে বাল্মিকীর [illegible]ায়ণে কিছুই নাই, ইহা অতি অসঙ্গত কথা। ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত কোন কথা দ্বারা অতি সহজে বাল্মিকী ও রামের সময় নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এ দেশের কয়জন ঐতিহাসিক ভূতত্ত্বের আলোচনা করেন?

আমি জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, বেদ, পুরাণ, বাইবল, কোরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে এই পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে যাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছি, তাহা লইতেছি, যাহা ত্যাগযোগ্য, তাহা ত্যাগ করিতেছি। পরিত্যাগেরও একটা নিয়ম আছে। ৺বঙ্কিমবাবু "কৃষ্ণ চরিতে" লিখিয়াছেন—(১) "যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। (২) যাহা অতি প্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব। (৩) যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্যপ্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।"

আমিও তাহাই করিতেছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি—"ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখি নাই। প্রত্যেক বিষয় প্রমাণ সহ লিখিয়াছি। সৃষ্টি হইতে প্রাচীনকালের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছি; রূপকটী শুনিতে যেমন অসম্ভব বোধ হয়, উহার প্রকৃত তত্ত্ব শুনিতে তেমনি সম্ভব বোধ হইবে। বিদেশী বিচারের আদর্শ অন্ধবিশ্বাসে গ্রহণ করি নাই, দূরেও পরিত্যাগ

করি নাই বা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহার বিচারও করি নাই। নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া যথাসম্ভব প্রমাণ সহ সকল বিষয় লিখিয়াছি।”

অতি প্রাচীনকালে ভারতে পূর্ণমাত্রায় বিজ্ঞানালোচনা হইত। তখন লাপ্লাস, কো[illegible] নিউটন প্রভৃতির ন্যায় লোকের অভাব ছিল না। কালধর্ম্মে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যদিগের সেই বিজ্ঞান-জ্ঞান অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে সেই অন্ধকার অপসারিত হওয়ায়, সেই প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচ্য অজ্ঞানান্ধকার সমাচ্ছন্ন জ্ঞানের মহিমা কিরূপে স্বীয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে পারিতেছে, তাহার পরিচয়, যথাসাধ্য এই পুস্তকের পত্রে পত্রেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহার বিচার ভার নিরপেক্ষ পাঠকের হস্তে। লিখিত প্রমাণ, গৌণ প্রমাণ মধ্যে গণ্য। অশোকের পূর্ব্বে মুখ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং গৌণ প্রমাণ লইয়াই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

পৃথিবীর একটা সময়ের ইতিহাস একেবারেই নাই। আমি সেই সময়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক ভাবে যতদূর আলোচনা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের স্পর্দ্ধা রাখি না, তবে যাঁহারা এই পথে পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি, এই আশাতেই এত পরিশ্রম করিয়া প্রথম সোপান স্বরূপ প্রাগ্ ঐতিহাসিককালের এই “পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব” লিখিলাম। ইহাদ্বারা যদি ঐতিহাসিকগণ কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী ঐতিহাসিক, বুঝেন না বলিয়া, এ সব

দেখিতেই চান না। একটী বাঙ্গালীও বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না, আমি কি করিতেছি এবং ইহাতে কত পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—

"আমাদের ইতিহাসের সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কখনও হইবে কিনা, তাহারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা [illegible] অনেক প্রমাণ হয়ত চির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; অনেক প্রমাণ হয়ত সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, চিরকাল বা দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত থাকিবে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে? সকল দেশের সম্বন্ধেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। তথাপি সকল দেশেই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক রচনা কদাচ চিরসমাপ্তি লাভ করিতে পারে না। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন তথ্য আবিস্কৃত হইয়া, তাহাকে নূতন মর্য্যাদায় বিভূষিত করে। ইতিহাসের অবস্থাও সেইরূপ। যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ততদূর ইতিহাস রচিত হইবে:—কালে নূতন প্রমাণের আবিষ্কার সাধিত হইলে, ইতিহাস সংশোধিত হইবে;—প্রয়োজন হইলে পরিবর্ত্তিত হইবে—যাহা সত্য, তাহাই বিজয়লাভ করিবে *।"

আমিও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এই উপক্রমণিকা শেষ করিলাম। কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার ভ্রম দেখাইলে, আমি তাহা ধন্যবাদ সহকারে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিব। বাদ প্রতিবাদ ব্যতিত সত্য নির্ণয় হয় না।

এইখণ্ডে আর্য্যদের উত্তর মেরুতে আদিবাস, হিমশিলাপাতে ঐ প্রদেশ নষ্ট, সুমেরু প্রদেশে আর্য্যদের আগমন, জলপ্লাবন এবং মহামেরুতে আর্য্যগণের আগমন, প্রমাণ সহ লিখিয়াছি, এবং সৃষ্টাব্দ ও খৃষ্টাব্দদ্বারা সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি।

---

* সাহিত্য ১৩২১। বৈশাখ।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

মেরুতত্ত্ব

১। সূচনা

প্রভাতের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর আবার প্রভাত আসিতেছে—দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন আসিতেছে—এমনি করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, অয়নের পর অয়ন, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না—রাখিয়া যাইতেছে শুধু স্মৃতি। প্রকৃতিদেবী পৃথিবীর গর্ভে ও পৃথিবীর উপরে সেই স্মৃতিচিহ্ন—কোনটী লুকাইয়া—কোনটী অঙ্কিত করিয়া রাখিতেছে; পৃথিবী নীরবে তাহা বহন করিতেছে; মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বহন করিতেই থাকিবে। মানুষও সেই স্মৃতির বিষয় যাহা দেখিয়াছে—যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছে এবং এখনও রাখিতেছে। প্রকৃতি-রক্ষিত স্মৃতি নষ্ট হইবার নহে, রহিয়া গিয়াছে, যখন খুঁজিবে তখনই পাইবে। মানুষের রক্ষিত স্মৃতি চিরস্থায়ী নহে—কোনটী আছে—কোনটী বা লোপ

পাইয়াছে। যেটী লোপ পাইয়াছে, আমরা তাহা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হই—ছিল বলিয়া বড়াই করি মাত্র। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ ভূগর্ভ খনন করিয়া, দুর্গম গিরিকাননে ভ্রমণ করিয়া, জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী-রক্ষিত সেই গুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার করিতেছে। আলস্যপরায়ণ পুরুষ "**নাই**", "**উদ্ধার হইতে পারে না**" ইত্যাদি বলিয়া তাহা হাঁসিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, বুক ফুলাইয়া, হাত ঘুরাইয়া বলে, "**ছিল, এখন নাই**।"

অতি প্রাচীনকালে **আর্য্যগণ** কোথায় বাস করিতেন—তাঁহাদের **আদিবাস** কোথায় ছিল? এই কথার মীমাংসা করিতে বসিয়া কত জন কত কথা বলিতেছেন, কত তর্ক তুলিতেছেন, কত স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার যিনি আলস্যপরায়ণ, তিনি "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" বলিয়া সে সমস্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন অসম্ভব—কেহ বলিতেছেন বিশ্বাসযোগ্য নহে—কেহ বলিতেছেন "এই তোমার সমস্ত যুক্তি ফুৎকারে উড়াইয়া দিলাম," ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহারা সকলেই সকলকে ভ্রান্ত মনে করেন।

আর্য্যগণের আদিবাস কোথায় ছিল, কোন স্থান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন, **ভারতবর্ষই** তাঁহাদের আদিবাসক্ষেত্র। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকল পণ্ডিতের মতেই **বেদ** পৃথিবীর **আদিগ্রন্থ**। ভারতবর্ষই তাহার উৎপত্তি-স্থান। অতএব আর্য্যগণের বাসস্থান অন্যত্র অন্বেষণের আবশ্যক কি? প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই পরিচয়-চিহ্ন ভাষা ও পুরুষ-পারম্পারিক পরিচয়। আর্য্য হিন্দুজাতির সেই ভাষা ও পুরুষ-পারম্পারিক পরিচয় ভারত ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যে কোনও জাতি কখনও উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ

করিয়াছে, দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও তাহাদের আদি বাসস্থানের এবং ভাষা-ভাবের কোনও না কোন নিদর্শন আছেই আছে। ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য যে জাতির প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, বিদেশে গিয়া উন্নতি লাভ করায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, তাঁহাদের স্বদেশের মুখই উজ্জল হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সুসভ্য আর্য্য হিন্দুগণ, জন্মভূমির স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হইয়া, বিদেশে গিয়া বিদেশের সহিত মিশিয়া যাইবেন—ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। একটী উন্নতিশীল জাতি আপনাদের সংখ্যাধিক্য হেতু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিদেশে চলিয়া গেল—তাহাদের আদি বাসস্থানে তাহাদের পরিচয়-চিহ্নরূপে একটি প্রাণীও বিদ্যমান রহিল না—পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা বড়ই বিচিত্র ও অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান "আর্য্যাবর্ত্তের" অস্তিত্ব-পরিচয় যখন একমাত্র এই ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্র প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেই যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যখন তাঁহাদেরই বংশধর বলিয়া পুরুষানুক্রমিক পরিচয় দিতে পারিতেছেন, তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন কোথায় আর তাঁহাদের আদি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে?

ভারতীয় আর্য্য হিন্দুগণ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমায়, পাণ্ডিত্য-প্রভায়, জগৎ উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। এ সত্য স্বীকার করিলে মধ্য এসিয়া বা উত্তরমেরু হইতে আর্য্যগণের আগমনের সকল যুক্তিই ফুৎকারে উড়িয়া যায়। ঋগ্বেদোল্লিখিত নদ-নদী বা নগর-জনপদাদির বিষয় তাঁহাদের গোচরীভূত ছিল বলিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থে তৎসমুদয় স্থান পাইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থে কোনও নদ-নদী বা জনপদের নাম উল্লেখ

আছে বলিয়া, সেই নদ-নদী বা জনপদে তাঁহারা বাস করিতেন, ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে? উত্তরমেরু-প্রদেশে ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন হইয়া থাকে—এ তথ্য তাঁহারা অবগত ছিলেন। সেই অবগতির হেতুই তাঁহারা যে সেই দেশের আদিম অধিবাসী হইবেন—ইহাও কোনক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন উত্তরমেরু বাসের অযোগ্য হওয়ায় আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আসেন—নৈসর্গিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলেও সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পৃথিবীর আহ্নিকগতি ও বার্ষিক গতির বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন, মেরু প্রদেশে কখনই অত্যধিক উত্তাপবৃদ্ধি অর্থাৎ সূর্য্যের প্রখর কিরণ-বিস্তার সম্ভবপর নহে। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর গতির বিষয় যেরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই যে মেরুপ্রদেশে সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে শৈত্যাধিক্যের হ্রাস ঘটিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয় না। সূর্য্যের প্রখররশ্মি প্রধানতঃ বিষুব-সান্নিধ্যেই নিপতিত হয়। বিষুবরেখা হইতে উত্তরে দক্ষিণে যে প্রদেশ যতদূরে অবস্থিত, তত্তৎ প্রদেশে তদনুরূপ সূর্য্যোত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও শৈত্যাধিক্য হওয়া সম্ভবপর। মেরুদেশে ক্বচিৎ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া থাকে। পৃথিবীর গতি পূর্ব্বাপর সমভাবেই বিদ্যমান আছে—যদি মানিয়া লই, তাহা হইলে মেরুপ্রদেশে কখনও যে চির-বসন্ত বিরাজমান ছিল এবং সেখানে কখনও যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জনগণ বাস করিতেন—তাহা কোন মতেই সপ্রমাণ হয় না। যদি কেহ আপনার মত-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর গত্যন্তর নির্দ্দেশ করেন—অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্ত্তন পূর্ব্ব-পশ্চিমে না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে হইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন—সে এক স্বতন্ত্র কথা (!)। বেদাদি গ্রন্থে মেরুপ্রদেশের যে বর্ণনাভাষ দৃষ্ট হয়, এতকাল

পরে এখনও সে প্রদেশের সেই অবস্থাই দেখিতে পাই। তখনও যাহা ছিল, এখনও যদি তাহাই রহিল, এতকালেও যদি কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তবে কি প্রমাণে মেরুপ্রদেশের অন্য অবস্থা ছিল, স্বীকার করিয়া লইতে পারি? বেদে অত্যধিক শৈত্যের বর্ণনা নাই, শৈত্যাদির যেরূপ উল্লেখ আছে, শরৎ ও হেমন্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও শীতের উল্লেখ আছে বলিয়াই যদি উত্তর মেরু-বাস-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে, বেদে যে যে ঋতুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই সেই ঋতুপ্রধান স্থানেই তো আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? বেদাদিগ্রন্থে মেরু-প্রদেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ শৈত্যাধিক্য এবং ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন মেরুপ্রদেশে যখন আজিও বিদ্যমান, তখন সম অবস্থাসত্ত্বেও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার তাহাদের কি হেতুবাদ ছিল? জেন্দ-আবেস্তার উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হইলেও প্রতিপন্ন হয়—পারসীকগণের কোনও আদি পুরুষ উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিতেন। কিন্তু তাহাতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, আর্য্য হিন্দুদিগের আদি পুরুষগণ সেই মেরুপ্রদেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান **ভারতবর্ষেই** ছিল। *

কেহ কেহ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন (১) আর্য্যগণ প্রথমে মধ্য এসিয়ায় কাস্পীয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থিত **ইরাণ** রাজ্যে বাস করিতেন, পরে তথা হইতে ক্রমে পৃথিবীময় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদেরই একদল ভারতবর্ষে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, হিমালয়ের পদ-প্রান্তে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করিয়াছিলেন। (২) জর্ম্মাণীর অন্তর্গত **পোলাণ্ড** দেশে অথবা **স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া** দেশে আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল। (৩) **মঙ্গোলিয়া** প্রদেশে আর্য্যগণের আদি বাসস্থান ছিল। (৪) **মিটানি** প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছেন। (৫) প্রাচীনতম **মিশরই** মানবের আদি জন্মভূমি। (৬) **উত্তর-মেরু** আর্য্যগণের আদি বাসভূমি। "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্বে" আমরা এই মত সমর্থন করিয়াছি *।

এখনকার মত উত্তর-মেরু প্রদেশ চিরদিন তুষারাবৃত ছিল না। এখনকার মত তখন সে এক অজানা দেশ ছিল না। এখনকার মত দিগন্তব্যাপী তুষার-ক্ষেত্রও ছিল না। তুষার-ক্ষেত্রের চারিদিকে এখনকার মত আকাশ ঠেকিয়া থাকা বোধ হইত না। এখনকার মত তখন তাহা মানুষের অগম্য ছিল না। এখনকার মত তখন সেখানে যাইতে হইলে জীবন উৎসর্গ করিতেও হইত না। এখনকার মত তখন জ্ঞানপিপাসু নাবিকগণকে ঐ বিপদসঙ্কুল তুষারাবৃত সমুদ্রে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দিবস-রজনী হতাশপূর্ণ হৃদয়ে অতিবাহিত করিতে হয় নাই।

আজ শৈত্যাধিক্যে যে স্থানের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, এমন একদিন ছিল, যখন ঐ স্থান এত উত্তপ্ত ছিল যে জল পর্য্যন্ত ছিল না। পরে ক্রমে জল হইয়াছিল—ক্রমে আবার স্থল হইয়াছিল। এখন যেমন **শৈত্যাধিক্যে** মানুষ যাইতে পারে না, তখন তেমনি **উত্তাপাধিক্যে** ঐ স্থান মানুষের অগম্য এবং বাসের অযোগ্য ছিল। ক্রমে ঐ উত্তপ্ত স্থানের উত্তাপ কম হইয়া জীব-বাসের যোগ্য হইয়াছিল। তখনও উত্তাপের অভাব ছিল না। ক্রমে ঐ উত্তাপ

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়। ১১ পৃষ্ঠা।
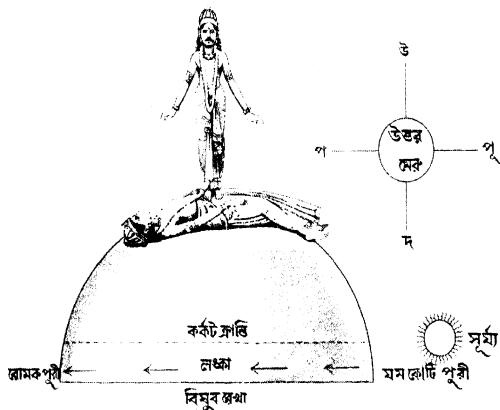
সূর্য্যের গতি প্রদর্শক

১নং চিত্র।

উত্তর মেরু। নাভিপদ্ম। উত্তর-গোলার্দ্ধ।

India Press, Calcutta.

হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল—মানুষ-বাসের যোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তখনও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—বসন্তের কথাই তখন ছিল না। যখন **প্রথম মানুষ** বাস করিতে লাগিল, তখনও পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে তাহাদের দেহ **কাল** হইয়া গিয়াছিল।

এখন যেমন সূর্য্যদেব স্বীয় প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা ঐ তুষারাবৃত প্রদেশকে কিঞ্চিন্মাত্রও উত্তপ্ত করিতে পারেন না—তখন কিন্তু তিনিও স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতে ক্রটী করেন নাই। তাই নিম্নে পৃথিবীর উত্তাপ, উপরে সূর্য্যের প্রচণ্ড রশ্মি, মানুষের দেহ পোড়াইয়া **কৃষ্ণবর্ণ** করিত।

চিরদিন কখন সমান যায় না। কালবশে পৃথিবীর সে উত্তাপ কমিয়া গিয়াছিল। একসময় তথায় চিরবসন্ত বিরাজ করিত। কালে সে অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া আমাদের দেশের মত **শীত** দেখা দিয়াছিল। ক্রমে সেই শীতের প্রাদুর্ভাব এত হইয়াছিল যে, মানুষ সেখানে থাকিতে পারে নাই, দক্ষিণে **পলাইয়া** আসিয়াছে। যেখানে একদিন **উত্তাপে** মানুষ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল, এখন সেখানে এস্কিমোজাতীয় মানবগণ **শৈত্যাধিক্যে** মলিনবর্ণ হইয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন মেরুপ্রদেশ সৃষ্টির আদি হইতেই এইরূপ তুষারাবৃত আছে, এখনকার মতই চিরদিন তথায় মানুষ যাইতে পারিত না, গেলেও প্রাণ হারাইত, তাঁহারা ঐ স্থানের ভূমি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, জননী পৃথিবী সে সময়ের যে চিহ্ন তাহা সযত্নে স্বীয় দেহে স্তরে স্তরে রক্ষা করিয়াছেন। সাধ্য থাকে, যাঁহার ইচ্ছা তিনি দেখিয়া লইতে পারেন। সাধ্য না থাকে, পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্‌-গণের মত বিশ্বাস করুন, পড়িয়া দেখুন, তাঁহারা অকাতরে পরিশ্রম করিয়া ঐ সমস্ত লুক্কায়িত রত্ন বাহির করিয়া কি আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্বে" পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আলোচনা করিয়া যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই মেরুপ্রদেশের অবস্থা পূর্ব্বাপর সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রেও সে প্রমাণের অভাব নাই, তাহাও দেখা গিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে ঐ **মেরুপ্রদেশেই আদিমনুষ্যের জন্ম** হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণমতে প্রথম অসুরগণ (কৃষ্ণ, রক্ত ও পীতবর্ণ মানুষ), দ্বিতীয় (শ্বেতবর্ণ) দেবগণ (উত্তরমেরু-প্রদেশে), তৃতীয় (শ্বেতবর্ণ) পিতৃগণ (সুমেরু-প্রদেশে), চতুর্থ (শ্বেতবর্ণ) মনুষ্য (আর্য্যাবর্ত্তে) সৃষ্ট হইয়াছে। *

২। আদি মানব।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্বে আমরা দেখিয়াছি সৃষ্টির প্রথম হইতে প্রধানতঃ **দুই শ্রেণীর জীব** দেখিতে পাওয়া যায়—

(১) ক। **আবরণ-শূন্য** কীট।
খ। **কঠিন-আবরণ** যুক্ত শম্বুকাদি।

(২) ক। **আঁইসশূন্য** মৎস্য।
খ। **আঁইসযুক্ত** মৎস্য।

(৩) ক। **শল্কশূন্য** সরিসৃপ।
খ। **শল্কযুক্ত** সরিসৃপ।

(৪) ক। **পালকশূন্য** পাখী। যথা বাদুড়।
খ। **পালকযুক্ত** পাখী।

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৮ অধ্যায়।

(৫) ক। **বিরললোমা** স্তন্যপায়ী যথা—মহিষ, হস্তী, গণ্ডার, শূকর।

খ। লোমশ স্তন্যপায়ী। যথা—গো, লোমশ হস্তী ও লোমশ গণ্ডার।

(৬) ক। **বিরললোমা** নরসিংহ।

খ। **লোমশ** বানর।

সুতরাং বানর হইতে মানুষ হয় নাই। বানর ও মানুষ এক সময়ে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। **আবরণ-শূন্য** জীবের উচ্চতর সংস্করণ **বিরললোমা নরসিংহ** বা মানুষের আদিপুরুষ এবং **কঠিন-আবরণ**যুক্ত জীবের উচ্চতর সংস্করণ বানর বা বনমানুষের আদি পুরুষ। জননী পৃথিবী এই উভয় জাতীয় জীবেরই চিহ্ন নিজ দেহে স্তরে স্তরে রক্ষা করিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

আর্য্যগণ অতি প্রাচীন কালেই এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে যথাক্রমে **কৃমি, মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর,** তৎপরে ধার্ম্মিক **মনুষ্য** জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথমে তির্য্যকস্রোতা কৃমি, মৎস্য, কূর্ম্মাদি সরিসৃপ, তৎপরে ক্রমে উর্দ্ধস্রোতা পক্ষী, অর্ব্বাকস্রোতা পশু, অনুগ্রহসৃষ্টি নর (নরসিংহ) ও বানর, অবশেষে কৌমার-সৃষ্টি ধার্ম্মিক মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে।

৩৮০৯৩ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ১৬৪৩৪ অব্দ হইতে ৪০২০৯ সৃষ্টাব্দ বা ১৪৩১৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত মঘা গর্ভান্তর্যুগ প্রথমার্দ্ধের কাল। এই সময়ে মানুষের আদিপুরুষ **নরসিংহ** জন্মিয়াছে।

৪২৩২৬ সৃষ্টাব্দ বা ১২২০১ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত মঘা গর্ভা

দ্বিতীয়ার্দ্ধের কাল। এই সময় নরসিংহ-মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নত মূর্ত্তিই প্রথম মনুষ্য-মূর্ত্তি। এই সমস্ত **মানুষ কৃষ্ণবর্ণ**।

৪৪৪৪২ সৃষ্টাব্দ বা ১০০৮৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ প্রথমার্দ্ধের কাল। এই সময় কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের বর্ণ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার অর্থাৎ **তাম্র** বা **রক্তবর্ণ** হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ মানুষ দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে।

৪৬৫৫৮ সৃষ্টাব্দ বা ৭৯৬৯ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বফল্গুনী গর্ভান্তর্যুগ দ্বিতীয়ার্দ্ধের কাল। ক্রমশঃ শীত অধিক হওয়ায় এই সময় মনুষ্যের বর্ণ আরও পরিষ্কার হইয়াছে। রক্তবর্ণ ক্রমে পরিষ্কার হইয়া **পীতবর্ণের** একজাতীয় মনুষ্য দেখা দিয়াছে। রক্তবর্ণ মানব দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে।

৪৮৬৭৪ সৃষ্টাব্দ বা ৫৮৫২ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তরফল্গুনী-গর্ভান্তর্যুগ প্রথমার্দ্ধের কাল। এই সময় **শ্বেতবর্ণ** মানব সৃষ্ট হইয়াছে। পীতজাতীয় মানব দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে।

প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম **ব্রহ্মা**। ৪৭৩৭৩ সৃষ্টাব্দ বা ৭১৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মেরুপ্রদেশে ইঁহার জন্ম হইয়াছে। ইনিই পৌরাণিক মতের কৌমার-সৃষ্টি নামক নবম সর্গের অন্তর্গত প্রথম সৃষ্টি।* সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৪৭৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র, দেব ও দৈত্যসকল সৃষ্ট হইয়াছে। সভ্য মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরে।†

---

* (স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতং॥ ৬)

শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থ—যিনি প্রথমতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ কৌমার নামক সৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন।

† পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-তত্ত্ব, ৯৯ পৃষ্ঠা।

বৃহ অতি-মন্ বুঝা অর্থে অতিবুদ্ধিমান্ যিনি, তাঁহার নাম ব্রহ্মা। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যিনি অর্থাৎ প্রধান অর্থেও ব্রহ্মা নাম * হইতে পারে। ইহাঁর আর এক নাম স্বয়ম্ভু। ভগবান নারায়ণের নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে ইহাঁর এক নাম পদ্মযোনি। †

অতীত কল্পের অবসানে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অতি ভয়ানক একার্ণবপ্রায় হইয়াছিল, তৎকালে দেবতা বা ঋষিগণ কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। কেবল পুরুষোত্তম **নারায়ণ** দেব সেই নির্জ্জন উপদ্রব-শূন্য অর্ণব মধ্যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। ‡ বাইবলে লিখিত আছে, পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের **আত্মা** জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। § "ঈশ্বরের আত্মার জলের উপর অবস্থিত" বলিলে সঙ্গে সঙ্গে একটা মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়, নতুবা জলের উপর ভাসিবে কি? সুতরাং এই আত্মা মূর্ত্তি বিশিষ্ট। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের সেই আত্মা বা মূর্ত্তি পুরুষ বা নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। নারা জল—অয়ন স্থান। জলই যাঁহার স্থান তিনিই নারায়ণ। সেই পুরুষ বা নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি

---

* "বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা" বায়ুপুরাণ ৫ অঃ ৪২ শ্লোক।

† "পদ্মং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য।"

‡ অতীত কল্পাবসানে তমোভূতম্ জগত্রয়ম্।
আসীদেকার্ণবং ঘোরং ন দেবাদ্যা ন চর্ষয়ঃ ॥ ৬
তত্রো নারায়ণো দেবো নির্জ্জনে নিরুপপ্লবে।
আশ্রিত্য শেষশয়নং সুষ্বাপ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭। ৯ অঃ কূর্ম্মপুরাণ পূঃ ভাঃ

§ The earth was without form and void; and darkness was upon the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters." Gen. 1. 2, 26, 27; Ch. 5. 1; Ch. 9. 6; 1 Corinth. 11. 7; Eph. Ch. 4. 24.; Col. Ch. 3. 10; James Ch. 3. 9.

হইয়াছে। বাইবলের বহু স্থানেই লিখিত আছে, "ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।"

"কোন সময়ে, সুপ্ত ভগবান নারায়ণের নাভিতে লীলার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট আশ্চর্য্যময় ত্রৈলোক্যের সারভূত বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত হইয়াছিল। বিষ্ণুর এই নাভিপদ্ম শত যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। কনকাণ্ডজ ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বনে সেইস্থানে প্রবেশ করতঃ পদ্মেই স্বীয়রূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন।" * বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পদ্মের আবির্ভাব। এই মেরু গিরি ঐ পদ্মের কর্ণিকা স্থানীয়। যিনি জগৎ প্রভু, যিনি প্রজাপতি, যিনি ঈশান, যিনি দেব দেব চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তিনিই ঐ পদ্মে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে নাভি হইতে জীব জন্মিতে পারে না, সুতরাং ইহা একটি রূপক গল্প। প্রকৃত তত্ত্বটী ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। বায়ুপুরাণে আরও লিখিত আছে, "বহু অন্তরদ্বীপ ও বিবিধ শৈল কাননাদি পরিবৃত এই বিস্তৃত পৃথিবী, পদ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে বিখ্যাত ব্রহ্মলোক হইতে দেব, অসুর ও মনুষ্য লোক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ত্রিলোক নামে খ্যাত। চন্দ্র ও সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত গন্ধ, বর্ণ, রস, শব্দ ও স্পর্শগুণান্বিত যাহা জগৎ নামে কথিত হয়, তাহার নাম লোকপদ্ম। শ্রুতি এই জগৎকে পদ্মই বলিয়াছেন। সমস্ত

---

* কদাচিৎ তস্য সুপ্তস্য লীলার্থং দিবামদ্ভুতম্।
ত্রৈলোক্যসারং বিমলং নাভ্যাং পঙ্কজমুদ্ভবৌ ॥ ১০
শতযোজন বিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যসন্নিভম্
দিব্যগন্ধময়ং পুণ্যং কর্ণিকাকেশরান্বিতম্ ॥ ১১
তত যোগবলেনাসৌ প্রবিশ্য কনকাণ্ডজঃ।
উজ্জহারাত্মনো রূপং পুষ্করাচ্চতুরাননঃ ॥ ২৮। ৯ অঃ কূর্ম্মপুরাণ পূঃ ভাঃ।
অব্যক্তাৎ পৃথিবিপদ্মং মেরুপর্ব্বতকর্ণিকম্। ৩৭ ॥
তস্মিন্ পদ্মেসমুৎপন্নো দেব দেবোশ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্রজাপতি পতির্ব্রহ্মা ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২॥৩৪ অঃ বায়ু পুরাণ।

পুরাণে এইরূপ ক্রমই নিশ্চিত। * প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীই পদ্ম এবং **উত্তরমেরুই** পৃথিবীর নাভি, এই উত্তরমেরুতেই ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্ম-বৃত্তান্ত-রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। মেরু-প্রদেশের নাম কি ?

বিশ্বামিত্র ঋষি **অগ্নি**দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা তোমাকে পৃথিবীর নাভিদেশে **ইলার** পদের উপরে অর্থাৎ স্থানে স্থাপন করিতেছি।" † ঐতরেয় ব্রাহ্মণমতে "উত্তর বেদিই ইলার পদ বা স্থান, এবং এই স্থানই পৃথিবীর নাভি।" ‡ অতএব পৃথিবীর নাভি উত্তর বেদি বা উত্তর মেরুপ্রদেশের নাম যে বৈদিক কালে **ইলা** ছিল এবং পরে ইলা-বৃত বর্ষ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইলাবৃত বর্ষই নাভিপদ্ম।

ঋগ্বেদে উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন "পৃথিবীর পরমস্থান কোথায় ? পৃথিবীর **নাভি** কোথায় ?" § আবার তিনিই উত্তরে বলিয়াছেন, "এই বেদিই পৃথিবীর পরম স্থান, এই যজ্ঞ-ভূমিই পৃথিবীর নাভি।" ¶ তিনি আরও বলিয়াছেন, "আদিত্যের দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট চক্র স্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে, উহা কখনই জরা-

---

* তদেষা সান্তরাদ্বপা সশৈল বনকাননা।
পদ্মেতাভিহিতা কৃৎস্না পৃথিবী বহু বিস্তরা ॥ ৮৭
সব্রহ্মসদনং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
ত্রিলোকমিতি বিখ্যাতং যৎসর্ব্বৈর্ব্যবহার্য্যতে ॥ ৮৮
চন্দ্রাদিত্যাবতপ্তং যত্তজ্জগৎ পরিগীয়তে।
গন্ধবর্ণরসোপেতং শব্দস্পর্শ গুণান্বিতম্ ॥ ৮৯
তং লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যভিধীয়তে।
এষ সর্ব্ব পুরাণেষু ক্রমঃ সুপরিনিশ্চিতঃ ॥ ৯০ । ৪১ অধ্যায়।

† ইলায়াস্তাপদে বয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ। ৩।২৯।৪ ঋক। (ঋগ্বেদ)।

‡ এতদ্বা ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী নাভিঃ।

§ পৃচ্ছামি ত্বা পরমং তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ। ১।১৬৪।৩৪ ঋক

¶ ইয়ং বেদি পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ। ১।১৬৪।৩৫ ঋক

গ্রস্ত হয় না। এই চক্রে পুত্ররূপ ৭২০ মিথুন বাস করে।" * সায়ন-মতে ৭২০ মিথুন অর্থ ৩৬০ দিবা ও ৩৬০ রাত্রি। কিন্তু দিবা ও রাত্রি পৃথকভাবে মিথুন হইতে পারে না। দিবারাত্রিকে একসঙ্গে এক মিথুন বলা যাইতে পারে। সুতরাং এখানে ৭২০ মিথুন অর্থ ৭২০ অহোরাত্রি। ৭২০ অহোরাত্রিতে আমাদের ২ বৎসর হয়। অতএব এই চক্র যে একটী, দিবসগণনা-চক্র, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ৭২০ দিন গণনার প্রয়োজন কি? ৩৬০ দিন গণনা করিলেই ত এক বৎসর গণনা হয়, এবং চক্রটী যতবার ঘুরে তত বৎসর গণনাও সহজ হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে ইহা আমাদের দিন-গণনা-চক্র নহে। চক্রটি স্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে। আমাদের ৬ মাসে স্বর্গের একদিন এবং ৬ মাসে একরাত্রি অর্থাৎ আমাদের এক বৎসরে স্বর্গবাসীদিগের এক দিবারাত্রি বা মিথুন হয়। সুতরাং স্বর্গের এক অহোরাত্রি বা মিথুন গণনা করিলে আমাদের এক বৎসর গণনা করা হয়। ৭২০ মিথুনে আমাদের ৭২০ বৎসর গণনা করা হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই চক্র স্বর্গের অর্থাৎ মেরুপ্রদেশের ৭২০ মিথুন গণনাচক্র। † পৃথিবী এই চক্রের নাভি-পদ্ম স্বরূপ এবং উত্তরমেরুই পদ্মের কর্ণিকা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে—ব্রহ্মলোক হইতে আগত একজন ঋষি বলিতেছেন, "দেবগণ! আমি দেখিয়া আসিলাম, ব্রহ্মলোকে সূর্য্য উদিত হইলে আর অস্ত যায় না, আবার অস্ত গেলেও উদিত হয় না।" ‡

---

* দ্বাদশারং ন হি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।
আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১।১৬৪।১১ ঋক

† পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্ব, ২১ পৃষ্ঠা।

‡ ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "দেবতাদের এক **অহ** অর্থাৎ দিন আমাদের এক বৎসর।" * মনু বলিয়াছেন—"সূর্য্যের যে ছয় মাস কাল উত্তরায়ণ, উহা দেবগণের একদিন এবং যে ছয় মাস দক্ষিণায়ন, সেই ছয় মাস কাল রাত্রি।" † দেবতার এই এক অহোরাত্রিতে মানুষের এক বৎসর হয়। অতএব ব্রহ্মলোক এমন স্থানে অবস্থিত, যথায় ছয় মাসে একদিন এবং ছয় মাসে একরাত্রি হয়। মেরুপ্রদেশ ব্যতীত এমন স্থান আর নাই। অতএব **উত্তরমেরুই ব্রহ্মলোক।** সূর্য্য-সিদ্ধান্তেও লিখিত আছে—"সেই প্রভু অর্থাৎ সূর্য্য জগৎ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতঃ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বসাইয়া স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করিতেছে। এই ব্রহ্মাই লোক পিতামহ ব্রহ্মা।" ‡ ব্রহ্মা যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাস করিতেছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মলোক। তাহাই **আদি** স্বর্গ। §

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে উত্তরদিকে বানরসৈন্য পাঠাইবার সময় তাহাদিগকে বলিয়াছিল—হে বানরসত্তমগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী হেমময় সুমহান্ **সোমগিরি** দর্শন করিবে। সেই স্থান সূর্য্যসঞ্চারবিহীন

দেবাঃ তেনাহং সন্তোন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি। ২
নহ বৈ অস্মৈ উদেতি ন নিম্লোচতি শকৃৎ দিবা
এব অস্মৈ ভবতি যঃ এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।"

* একং বা এতদ্দেবানামহঃ যৎ সংবৎসরঃ।

† দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃস্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ মনু ১।৬৭ শ্লোক।

‡ সোঽহঙ্কারং জগৎ সৃষ্টৈ ব্রহ্মাণ মসৃজৎ প্রভুঃ॥ ২০
তস্মৈ বেদান্ বরান্ দত্ত্বা সর্ব্বলোকপিতামহং।
প্রতিষ্ঠাপ্যাণ্ডমধ্যেঽথ স্বয়ং পর্য্যেতি ভাবয়ন্॥ ২১ (১২ অধ্যায়)।

§ তপসা সুসমৃদ্ধস্য আদি স্বর্গাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
ওঙ্কারপূর্ব্বা গায়ত্রী নির্জ্জগাম ততো মুখাৎ॥ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত।

হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয়, যেন প্রভাকরপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোমপর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষি-পরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। * সুতরাং মেরুপ্রদেশ যে **ব্রহ্মলোক** তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আর ও প্রমাণ আছে। অগ্নি এই মেরুপ্রদেশেই প্রথম উৎপাদিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন—"অগ্নি প্রথম **ইলাবৃত** বর্ষেই প্রজ্জলিত হইয়াছিল।" † ত্রিত ঋষি বলিয়াছেন—"পৃথিবীর নাভি ইলাবৃত বর্ষে **অগ্নি** জন্মিয়াছে।" ‡ ভরদ্বাজ ঋষি বলিয়াছেন—"অথর্ব্বা ঋষি পৃথিবীর শিরোবৎ পুষ্কর (পদ্মের বীজকোষ অর্থাৎ মেরু) প্রদেশে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন।" § দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন, "অগ্নি পরম ব্যোমে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ¶ বশিষ্ঠ ঋষিও ‡‡ ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৎসপ্রী ঋষি বলিয়াছেন, "দিব্ প্রদেশে প্রথম

---

* তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥ ৫৩
স তু দেশো বিসূর্য্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্য লক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়ং তপতেব বিবস্বতা॥ ৫৪
ভগবান তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষি পরিবারিতঃ॥ ৫৫। ৪৩ সর্গ। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

† অগ্নি প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ। ২। ১০। ১ ঋক

‡ অগ্নি পৃথিব্যা নাভা ইলায়াস্পদে জাতঃ। ১০। ১। ৬

§ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত ।মুর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ (৬। ১৬। ১৩ ঋক) তমুত্বাদধ্যঙ্ ঋষিঃ পুত্র ঈধে অথর্বণঃ। (৬। ১৬। ১৪ ঋক), তমু ত্বা পাথ্যো বৃষা সমীধে (৬। ১৬। ১৫ ঋক)।

¶ "স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি।" ১। ১৪৩। ২ ঋক।

‡‡ "স জায়মান পরমে ব্যোমন্।" ৭। ৫। ৭ ঋক।

অগ্নি জন্মিয়াছিল।" ‖ অত্রিপুত্র প্রতিভানু ঋষি বলিয়াছেন, "সকলের প্রিয়ধাম বৃহৎ সদন দিব্‌কে নমস্কার করি।" ** "বৃহৎ সদন দিব" উত্তরমেরু প্রদেশ। অগ্নির এক নাম মাতরিশ্বা। মাতরি আকাশ শ্বা বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আকাশে যে বৃদ্ধি পায়। এখানে আকাশ অর্থ পৃথিবীর ঊর্দ্ধ প্রদেশ অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ, যেখানে অগ্নির প্রথম জন্ম। অতএব দিব্, ইলা, পুষ্কর, পরম ব্যোম ও আকাশ একই স্থানের নাম। সেই স্থান উত্তরমেরু বা ইলাবৃত বর্ষ। দিব্ শব্দ হইতেই "দেবলোক" নাম হইয়াছে। ††

যেখানে মানুষ সেইখানেই অগ্নি প্রয়োজনানুসারে উৎপাদিত হয়। মেরুপ্রদেশে প্রথম অগ্নি উৎপাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু ঋষির সাক্ষ্যবাক্য আমরা উপরে লিখিলাম। সুতরাং উত্তরমেরুই যে আদি মানবের জন্মভূমি এবং ভূতভাবন * অর্থাৎ ভূত-সমূহ বা জীব সকলের অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আদি উৎপত্তি-স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই স্থানেই আদি আর্য্যমানব ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাস করিতেন।

বাইবলে এই মেরুপ্রদেশ আদন্ (আদ্ প্রথম—অন্ বিদ্যমান থাকা অর্থাৎ প্রথম মনুষ্য যেখানে বিদ্যমান ছিলেন বা যে স্থান প্রথম বাসযোগ্য হইয়াছিল) বা আদেন বলে। † এখানে ৬ মাসে একদিন এবং ৬মাসে একরাত্রি হয়। এই স্থান স্বর্গে অবস্থিত বলিয়া কথিত।

‖ "দিস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিঃ।" ১০। ৪৫। ১ ঋক।

** "নমো দিবে বৃহতে সদনায় প্রিয়ায় ধাম্নে।"

†† "স এব পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোক উদাহৃত।" বায়ু ২৪। ৮৫ শ্লোক।

* স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ। ৫৬। ৬৪ অঃ বায়ু পুরাণ।

† His Eden land was Ilabarta, it was therfore at the pole. Dr. Warren, The Paradise found, page 151.

জেন্দ-আবেস্তা নামক পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ অতি প্রাচীন। ইহাতে **ঐর্য্যন্‌বয়েজো** নামক একটা স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ ঐর্য্যন বয়েজো বা আর্য্যবসতি বা আর্য্যব্রজও মেরুপ্রদেশের নামান্তর। আবেস্তা মতে এখানে বৎসরে একবার সূর্য্যোদয় হয়।

অতএব সকল প্রাচীন শাস্ত্র অনুসারেই মেরুপ্রদেশ মানব-বাসের আদিস্থান। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও স্থির করিয়াছেন মেরুপ্রদেশই প্রথম বাসোপযোগী হইয়াছে। গ্রীকভাষায় ইহার নাম মেরস পর্ব্বত (Mount Meros), মিশরের ভাষায় Mer, আসিরীয় ভাষায় মেরুখ (Merukh) বলে। (Dr. Warren's Paradise Found, P. 236),

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপনার দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে স্ত্রী এবং অর্দ্ধাংশে পুরুষ হইলেন। * এই স্ত্রীর নাম গায়ত্রী দেবী। † বাইবলে লিখিত আছে, "সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাভিভূত করিয়া তিনি তাহার একখানি পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার হইয়াছে; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। ইহার নাম **নারী** হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। পরে আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা রাখিলেন।" ‡

---

* দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩২। ১ অঃ মনু।

† "দেহার্দ্ধসম্ভূতা গায়ত্রী" মৎস্যপুরাণ ৪। ২৪ শ্লোক।

‡ And the Lord God said, It is not good that the man should be alone, I will make him an helpmate for

নর-নারীর সৃষ্টির বিষয় ধর্ম্ম-পুস্তকে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক এত দিন কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। বিবাহ-পদ্ধতি ছিল না। পশ্বাদির ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার ছিল। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং মানুষ সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত না। ব্রহ্মা স্ত্রীলোকের এই স্বেচ্ছা-বিহার কতকটা সংযত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোককে কিয়ৎপরিমাণে পুরুষের অধীন করিয়াছিলেন। এই সময় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে, বিবাহিত না হইলেও একত্রে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সংসার-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে স্ত্রী, পুরুষের সাহায্য করিত, পুরুষ স্ত্রীর সাহায্য করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া এক হইয়াছিল অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল—উভয়ে মিলিয়া সমাজরূপ ব্রহ্মার বৃহৎ অর্থাৎ প্রধান পরিচালক হইয়াছিল। তাহাই শাস্ত্রে রূপকে বর্ণিত হইয়াছে। বাইবল ও কোরাণ মতে ইহারাই আদম এবং ইভা বা হাবা। আদ্ অর্থ প্রথম—অম্ অর্থ আগমন করা। যিনি প্রথম আসিয়াছিলেন বা সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই আদম বলে। ইঁহাদের সন্তান-সন্ততিই **আদমী** নামে খ্যাত। ব্রহ্মা ও আদম একই ব্যক্তি এবং আদি আর্য্য মানব।

স্বয়ম্ভুব বা **মনস** নামে এক বিরাট পুরুষ স্বয়ম্ভুর ঔরসে গায়ত্রী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে,

---

him. 18. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept ; and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. 21. And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman and brought her unto the man. 22. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh ; she shall be called woman, because she was taken out of man. 23. Gen 2. And Adam called his wife's name Eve ; because she was the mother of all living.20. Gen. 3.

"মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে "মনস" নামে এক সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা পরম দেবতা আছেন, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।" *

ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, ভব, অত্রি ও বশিষ্ঠ এবং স্বায়ম্ভুব নামে স্বয়ম্ভুবের বা মনস দেবের পুত্র (ব্রহ্মার পৌত্র বা *মানসপুত্র) এবং শতরূপা নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। মানস অর্থ "মন" হইতে জাত নহে—মনস্ হইতে জাত বা মনসের পুত্র। এজন্য* ইহাঁরাই প্রথম **মনস্য**, মনুষ্য বা মানুষ।

৪৭৬১৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৯১০ খৃঃ পূঃ অব্দে **স্বায়ম্ভুব** মনু মেরুপ্রদেশের মনু হইয়াছিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তাঁহার নাম মনু (মন্ অর্থ বুঝা)। কোন প্রদেশের সর্ব্ব প্রথম রাজাকেও মনু বলে। তিনিই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। শতরূপার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপাই প্রথম বিবাহিত দম্পতি। স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের বৈধ সন্তান-সন্ততিই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত এবং সভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই জন্যই স্বায়ম্ভুব মনুকে মানবজাতির আদিপুরুষ এবং তাঁহার পিতামহ ব্রহ্মাকে সর্ব্বলোক-পিতামহ বলে। মনু হইতে মানব নাম হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু ৪৭৬৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৮৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।

বাইবলে লিখিত আছে, আদমের ১৩০ বৎসর বয়সে শেথ নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল। "**স্বয়ম্ভুব**" নাম আদি ভাষার নহে, ইহা সংস্কৃত শব্দ। সুতরাং স্বয়ম্ভুব শব্দ **শেথ** শব্দেরই অনুরূপ ছিল। শেথ ও স্বয়ম্ভুব একই ব্যক্তি।

———

* মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮২ অধ্যায়।

৩। বর্ষ-বিভাগ

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং প্রসূতি নামে এক কন্যা ছিল। দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হইয়াছিল। *প্রসূতির গর্ভে দক্ষের কতকগুলি কন্যা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে ভৃগু ঋষির সহিত খ্যাতি-নাম্নী* * কন্যার, মরীচি ঋষির সহিত সম্ভূতির, অঙ্গিরা ঋষির সহিত স্মৃতির, পুলস্ত্য ঋষির সহিত প্রীতির, পুলহ ঋষির সহিত ক্ষমার, ক্রতু ঋষির সহিত সন্নীতির, অত্রি ঋষির সহিত অনসূয়ার, বশিষ্ঠের সহিত উর্জ্জার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারাই পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে।

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস এবং রৈবত নামে আর চারিজন, স্বায়ম্ভুবের পরে মনু ‡ হইয়াছিলেন, ইঁহারা **প্রিয়ব্রতের পুত্র**। পৃথিবীর চারিটি স্বতন্ত্র প্রদেশে ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। **স্বারোচিষ** জম্বুদ্বীপের মনু † হইয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয় মনু। ইঁহার অপর নাম আগ্নীধ্র।

---

* খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নিতিশ্চানুসূয়া চ উর্জ্জা * * তথা ॥ ২৩
ভৃগুর্ভবোমরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্ষিবরস্তথা ॥ ২৪
অত্রির্বশিষ্ঠো * * *
খ্যাতাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম ॥ ২৫। ৭। ১ অংশ বিষ্ণুপুরাণ

‡ স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়াহ্যেতে চত্বারোমনবোস্তথা ॥ ২৫। ১। ২ অংশ বিষ্ণুপুরাণ

† অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদময়ো গিরিঃ।
ভূগোল মধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥ ৩৪। ১২ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।
ভূগোল মধ্যস্থিত উভয় মেরু হইতেই নানা রত্ন সমন্বিত স্বর্ণময় পর্ব্বত নির্গত

জর্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইটালী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি লইয়া এক দ্বীপ এই সময় ছিল, প্রিয়ব্রত-পুত্র **ঔত্তমি** ঐ দ্বীপের মনু হইয়-ছিলেন। ইনি তৃতীয় মনু।

আফ্রিকা মহাদেশে প্রিয়ব্রত-পুত্র **তামস**, মনু হইয়াছিলেন। ইঁহাকে তমাহু (Tamahu) বলে। ইনি চতুর্থ মনু ‡।

এসিয়া মাইনর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ লইয়া আর একটী দ্বীপ ছিল। এখানে প্রিয়ব্রত-পুত্র **রৈবত**, মনু হইয়াছিলেন। ইনি পঞ্চম মনু।

এই চারি মনুর মধ্যে ঔত্তমি মনুর বংশ **হিমশিলা**-বিপ্লবে ধ্বংস হইয়াছিল। স্বারোচিষ (আগ্নীধ্র), তামস ও রৈবত মনুর বংশ **জলপ্লাবনে**,ধ্বংস হইয়াছিল।

অধ্যাপক ম্যাক্‌স্ ডঙ্কার বলিয়াছেন—"স্পেতাম্বাস বা ডাইওনিসাস নামক রাজা ৬৭১৭ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজত্ব করিতেন।" * মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন, "বেক্কস্ হইতে আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।" † প্রিয়ব্রতেরই গ্রীক উচ্চারণ **স্পেতাম্বাস**। বেক্কস ও ডাইওনিসাস একই ব্যক্তি। * *

এই গণনানুসারে (৬৪৫১ + ৩২৬) ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত বেক্কসের বা দক্ষেসের বা আগ্নীধ্রের রাজত্বকাল ধরা যাইতে পারে। ৬৮৩১ হইতে ৬৭৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর প্রিয়ব্রত মেরুপ্রদেশে

হইয়াছে। জাম্বুনদ অর্থ স্বর্ণ। জম্বুনদীজাত স্বর্ণ। এই নদীর উভয় পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা বায়ু ও সূর্য্যকিরণে বিপাচিত হইয়া স্বর্ণরূপে পরিণত হয় বলিয়া স্বর্ণের এক নাম জাম্বুনদ। জম্বু নদী হইতেই এই দ্বীপের নাম জম্বু দ্বীপ হইয়াছে।

‡ বিশ্বকোষ, মিশর শব্দ।

* Max Dunker's History of Antiquity. Vol. IV.

(পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠা)

† Magasthences' Ancient India, P. 115.

* * মেগাস্থেনিস ১৬৭ পৃষ্ঠা।
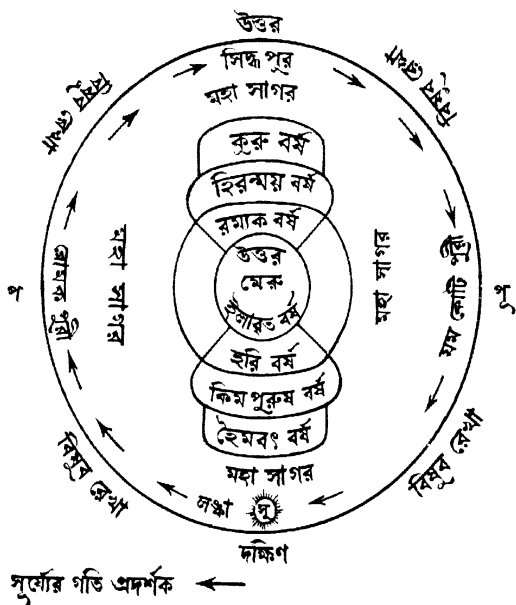
২নং চিত্র। উত্তর গোলার্দ্ধ।

মেরুপ্রদেশে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া দেখিলে

এইরূপ দেখিবেন।

India Press, Calcutta.

রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র স্বারোচিষ মনু নাম গ্রহণ করিয়া জম্বুদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। তখন মেরুপ্রদেশস্থ রাজ্যই জম্বুদ্বীপ * নামে কথিত হইত। অন্য ছয় দ্বীপ নাম তখনও হয় নাই।"

* পুরাণে জম্বু অর্থ জাম ফল। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—(১) জম্ ভক্ষণ করা+ব সিন্ধু অর্থাৎ যে সিন্ধুকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ পর্ব্বত। (২) জ্ জয় করা+অম্বু জল অর্থাৎ যে জলকে (সমুদ্রকে) জয় করে অর্থাৎ পর্ব্বত। (৩) জ্ জাত+অম্বু জল অর্থাৎ যে জল হইতে জাত বা জলের নীচে হইতে উত্থিত হয়, যথা পর্ব্বত। এই তিন অর্থেই জম্বু শব্দে পর্ব্বত বুঝায়। জাপানী ভাষায় জম্ অর্থ পর্ব্বত। এই জম্বু (মেরু) পর্ব্বত হইতেই তৎপ্রদেশের নাম জম্বুদ্বীপ হইয়াছে।

রাজা আগ্নীধ্র মেরুপ্রদেশ ও তদন্তর্গত অন্যান্য প্রদেশ অর্থাৎ জম্বুদ্বীপকে, হিমবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃতবর্ষ, রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়-বর্ষ কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুমালবর্ষ এই নয়টি বর্ষে বিভক্ত করিয়া তাঁহার নয় পুত্রকে দিয়াছিলেন। নয়টি পর্ব্বতোপরি এই নয়টি বর্ষ বা বিভাগ ছিল। (২নং চিত্র)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—"জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে, লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পী, দধি, দুগ্ধ এবং জল এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত। তাহার মধ্যস্থলে সুবর্ণ পর্ব্বত মেরু অবস্থিত। এই সুবর্ণ পর্ব্বত এই পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষরূপে সংস্থিত। মেরুর দক্ষিণ দিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ, তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে রম্যক তৎপরে হিরণ্ময়, তৎপরে ভারতবর্ষের ন্যায় উত্তর কুরুবর্ষ। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, ইহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। তাহারই

মধ্যে সুবর্ণপর্ব্বত মেরু অবস্থিত। মেরু সমস্ত দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত। মেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী।" *

বায়ু পুরাণে লিখিত আছে—এই হৈমবৎ বর্ষ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। ইহার পরে হেমকূট পর্ব্বতে কিম্পুরুষবর্ষ, তদুত্তরে নিষধ পর্ব্বতে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপ্রদেশেই ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতের পর নীল পর্ব্বতে রম্যকবর্ষ, তদুত্তরে শ্বেতপর্ব্বতে হিরণ্ময়বর্ষ। হিরণ্ময় বর্ষের পর শৃঙ্গবান পর্ব্বতে কুরুবর্ষ। দক্ষিণোত্তরের বর্ষদ্বয় ধনুকাকারে অবস্থিত। মেরুপ্রদেশস্থিত ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে তিনটি বর্ষ ও দক্ষিণে তিনটি বর্ষ।" †

---

* জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলীশ্চাপরে দ্বিজ।
কুশ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫
এতে দ্বীপা সমুদ্রৈস্তু সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধ জলৈঃ সমম্ ॥ ৬
জম্বুদ্বীপো সমস্তানামেতেষাং মধ্য সংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কণক পর্ব্বতঃ ॥ ৭
পদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯
ভারতং প্রথমং বনং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥ ১২
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্মৈ বানু হিরণ্ময়ং।
উত্তরাকুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥ ১৩।
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্মধ্যে ইলাবৃতম্ ॥ ২৩। ২।২ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ ॥ ২০। ৮। ২ অংশ বিষ্ণুপুরাণ
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণ প্রাগুতাদিবি ॥ ২৯। ২। ২ অংশ বিষ্ণুপুরাণ

† ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারত নাম বিশ্রুতম্।
হেমকুটং পরং তস্মান্নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ২৮
নৈষধং হেমকুটস্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে।
হরিবর্ষাৎ'পরঞ্চৈব মেরোশ্চ তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯
ইলাবৃত পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্।
রম্যাৎ পরতরং শ্বেতম্ বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ম্ ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে—পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে উভয় মেরুপ্রদেশেই স্বর্ণময় রত্নবহুল পর্ব্বত উত্থিত হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশ অর্থাৎ উত্তরমেরুতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও মহর্ষিগণ বাস করেন এবং নিম্নপ্রদেশে অর্থাৎ দক্ষিণমেরুতে অসুরেরা, বাস করে। উভয় মেরুর মধ্যে মহাসমুদ্র, মেখলার ন্যায় চারিদিকে অবস্থিত হইয়া দেবাসুর ক্রমে ভূমি বিভাগ করিয়াছে। উভয় মেরুর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বাদি দিকক্রমে চারিটি দেব-নির্ম্মিতা পুরী আছে। পূর্ব্ব ভূবৃত্তপাদে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি-পুরী, দক্ষিণে ভারতবর্ষে লঙ্কাপুরী, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে রোমকপুরী, উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী অবস্থিত। ভূবৃত্তের প্রত্যেক চতুর্থাংশে পরস্পরের অন্তরে এই নগরী চতুষ্টয় অবস্থিত। তাহাদিগের নিকট হইতে তুল্য উত্তরে দেবাধিষ্ঠিত মেরুপ্রদেশ অবস্থিত। বিষুবস্থিত রবি ঐ চারিটি নগরের উপর দিয়া যায়। তাই এই নগর-গুলিতে বিষুবছায়া পড়ে না, অক্ষোন্নতিও নাই। উভয় মেরু অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই ঊর্দ্ধাকাশে দুইটি ধ্রুবনক্ষত্র আছে। নিরক্ষদেশ হইতে দুই ধ্রুবই ক্ষিতিজরেখায় দেখা যাইবে, ধ্রুবদ্বয় ক্ষিতিজ গোলে অবস্থিত; এজন্য তথাকার লম্বাংশ নব্বই এবং মেরুর অক্ষাংশ নব্বই।"* অতএব ভদ্রাশ্ববর্ষ, হিমবর্ষ, কেতুমালবর্ষ এবং কুরুবর্ষ

হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরুস্মৃতম্ ॥ ৩০
ধনুঃ সংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বেবর্ষে দক্ষিণোত্তরে।
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি মধ্যমং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১। ৩৪ অধ্যায়।

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বূনদময়ো গিরিঃ।
ভূগোলমধ্যগো মেরুরুভয়ত্র বিনির্গতঃ। ৩৪
উপরিষ্টাৎ স্থিতাস্তস্য সেন্দ্রাদেব মহর্ষয়ঃ।
অধস্তাদসুরাস্তদ্বৎ দ্বিষন্তোঽন্যোন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৫
ততঃ সমন্তাৎ পরিধিঃ ক্রমেণায়ং মহার্ণবঃ।
মেখলেঽবস্থিতো ধাত্র্যা দেবাসুরবিভাগকৃৎ ॥ ৩৬

এই চারিস্থান হইতেই উত্তরমেরু ৯০ অংশ দূরে অবস্থিত। **উত্তর-মেরু** বা ইলাবৃত বর্ষ কোথায়, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। (২ নং চিত্র)

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—"ভদ্রাশ্ব অর্থাৎ যমকোটির উর্দ্ধাকাশে যখন **সূর্য্য** থাকে তখন ভারতে (লঙ্কায়) উদয়, কেতুমালে অর্থাৎ রোমকে মধ্যরাত্রি এবং কুরুতে অর্থাৎ সিদ্ধপুরে তখন তাহার অস্ত হয়। আবার ভারত বা লঙ্কায় মধ্যাকাশে সূর্য্য আসিলে ভারত, কেতুমাল, কুরু এবং ভদ্রাশ্ববর্ষে যথাক্রমে মধ্যাহ্ন, উদয়, মধ্যরাত্রি এবং অস্ত হইয়া থাকে।" *

উত্তরমেরুর নিকট কুরুবর্ষ হইলে এরূপ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ভারত ও কুরুবর্ষ পরস্পর বিপরীত দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিষুব-

---

সমন্তান্মেরুমধ্যাত্তু তুল্যভাগেষু তোয়ধেঃ।
দ্বীপেষু দিক্ষু পূর্ব্বাদিনগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ॥ ৩৭
ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটিতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥ ৩৮
যাম্যায়াং ভারতবর্ষে লঙ্কা তস্মিন্ মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৯
উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা॥ ৪০
ভূবৃত্ত পাদ বিবরাস্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্টিতাঃ।
তাভ্যশ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ॥ ৪১
তাসামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে॥ ৪২
মেরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥ ৪৩
অতো নাক্ষোচ্ছয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজস্থয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশাস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥ ৪৪। ১২ অধ্যায়।

* ভদ্রাশ্বোপরিগঃ কুর্য্যাৎ ভারতেতুদয়ং রবিঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালেতু কুরাবস্তময়স্তদা॥ ৭০
ভারতাদিষু বর্ষেষু তদ্বদেব পরিভ্রমন্।
মধ্যোদয়ার্দ্ধরাত্র্যস্ত কালাৎ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥ ৭১। ১২ অধ্যায়

রেখার উপর দিয়া সমসূত্রে থাকা আবশ্যক। তদ্রূপ ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালবর্ষও পরস্পর বিপরীত দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিষুবরেখার উপর দিয়া সমসূত্রে থাকা উচিত। আছে ও তাহাই।*

বিষুবরেখার উত্তরাংশে পৃথিবীকে দুইভাগে ছেদন করিলে বিষুবরেখাসহ দক্ষিণ গোলার্দ্ধের উপরিভাগে কোন **দর্শক** দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, তিনি তাঁহার উত্তরে সিদ্ধপুর, দক্ষিণে লঙ্কা, পূর্ব্বদিকে যমকোটিপুরী এবং পশ্চিমে রোমকপুরী, বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত দেখিবেন। এখন দুইভাগ একত্র করিলে দেখিবেন, উত্তরমেরু ঠিক মধ্যস্থলে এই চারি প্রদেশের সমান **উত্তরে** অবস্থিত। অন্য কোন স্থান হইতে এরূপ দেখা যায় না। এইভাবে উত্তরমেরুতে গিয়া দর্শক দেখিবেন সূর্য্য যথাক্রমে যমকোটিপুরী, লঙ্কা, রোমকপুরী এবং সিদ্ধপুরের উর্দ্ধ দিয়া ঘুরিতেছে। উত্তরমেরু প্রদেশের দক্ষিণে সাইবেরিয়ার উত্তরে যে উত্তর কুরুবর্ষ, ভারতবর্ষ ও তথাতে এক সঙ্গেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয়। সুতরাং এ উত্তর কুরুবর্ষ সে উত্তর কুরুবর্ষ নহে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উত্তরমেরু প্রদেশে বাস না থাকিলে, বিষুবরেখার উপরে উত্তর কুরুবর্ষ হইতেই পারে না। অতএব **আদি মানবের মেরুপ্রদেশে বাসের ইহা একটি অকাট্য-প্রমাণ।** (২নং চিত্র)

সূর্য্যসিদ্ধান্ত জ্যোতিষগ্রন্থ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং প্রামাণিক। পৃথিবীতে এমন আর কোন স্থান নাই, যেখানে দর্শক দণ্ডায়মান হইলে সূর্য্যের ঐরূপ গতি দেখা যায়। ভাস্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন—পুরাণবিদেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই (মেরুপর্ব্বত) **ব্রহ্মার জন্মভূমি** এবং ইহা পৃথিবীর নাভিপদ্মস্থ কর্ণিকা অর্থাৎ বীজ-

* অন্যেঽপি সমসূত্রস্থা মন্যন্তেঽধঃ পরস্পরং।
ভদ্রাশ্ব কেতুমালস্থা লঙ্কাসিদ্ধ পুরাশ্রিতাঃ॥ ৫২। ১২ অধ্যায়।

কোষস্বরূপ।" * পৃথিবীর নাভি বলিলে উত্তরমেরু প্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থান বুঝায় না। আল্টাই পার্ব্বত্য প্রদেশ পৃথিবীর নাভি হইতে পারে না। এসিয়ার নাভিও বলা যায় না। উত্তরে উত্তরমেরু, দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত, এই সীমা মধ্যে আল্টাই পর্ব্বতকে নাভি বলা যাইতে পারে। সুতরাং যদি কেহ সাইবেরিয়ার দক্ষিণস্থ **আলটাই পর্ব্বতকে** পৃথিবীর নাভি বা মেরু প্রদেশ বলিতে চান তবে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন। বাস্তবিক ঐ প্রদেশকে মেরুপ্রদেশ বলা যায় না। উহার প্রাচীন নাম **সুমেরু** প্রদেশ। যথাস্থানে সুমেরু প্রদেশের বিষয় লিখিত হইবে।

অতএব স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত ও তৎপুত্র আগ্নীধ্র, এই উত্তরমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "**আদি মানব**" লোকপিতামহ **ব্রহ্মা** এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মেরু শব্দের অর্থ (মি ক্ষিপ্ত, রম্ ক্রীড়া করা অর্থাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া যেখানে ক্রীড়া করে) দ্বারাও আর্য্যদিগের তথায় প্রথম বাস বুঝা যায়। সুতরাং আদি মানবের লীলা-ভূমি এই **উত্তরমেরু** প্রদেশ। এই স্থানই যে **আদন**, এই স্থানই যে **ঐর্যন বয়েজো**, † তাহা বোধ হয় এখন সকলেই **হৃদয়ঙ্গম** করিতে পারিবেন।

আগ্নীধ্র ৪৭৭৭১ সৃষ্টাব্দ বা ৬৭৫৬ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই মেরু প্রদেশে (ইলাবৃত বর্ষে) রাজত্ব করিয়াছেন।

---

* দ্রুহিণ জন্ম কুপদ্মজ কর্ণিকা ইতি চ পুরাণবিদোঽমুমবর্ণয়ন্ ॥ ৩১ ভুবন-কোষ।

† The first of the good lands and countries which I, Ahura, Mazda created, was the Airyana Vaego, by the good river Daitya. Vendidad. Farg. 1-3.

৪। কাল গণনা।

গ্রীসদেশে পার্থিব সংবৎ (Mundane Era) নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে। খৃঃ পূঃ ৫৫৯৮ অব্দ হইতে এই বৎসর গণনা আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীকগণ ভারতবর্ষবাসী আর্য্যদিগের বংশজাত একটি শাখা বিশেষ। সুতরাং এই অব্দের মূল ভারতবর্ষে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম খণ্ডে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্বে দেখাইয়াছি ১১৩২৫ খৃঃ পূঃ হইতে ব্রহ্মচক্রে ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতি অনুসারে অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছে।

বাইবলে লিখিত আছে, ঈশ্বর ষষ্ঠ দিবসে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন সকলেই মনে করেন এই ছয়দিন বুঝি আমাদের ২৪ ঘণ্টার দিন। কিন্তু তাহা নহে। বাইবলে লিখিত আছে—প্রভুর নিকট একদিন এক সহস্র বৎসরের সমান। * অতএব প্রতিদিনের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর ধরিলে ৫ দিনে ৫০০০ বৎসর হয়। ১১৩২৫ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০০ বৎসর বাদ দিলে ৬৩২৫ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। অতএব বুঝা গেল বাইবল মতে খৃঃ পূঃ ৬৩২৫ হইতে মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এতদনুসারে খৃঃ পূঃ ৬৩২৫ অব্দে আদমের জন্ম ধরা যাইতে পারে।

জলপ্লাবন একটি প্রধান ঘটনা। ইহার পূর্ব্বেই সভ্যমানুষ সৃষ্ট হইয়াছে। নোহের সময় মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল। আদম হইতে নোহ পর্য্যন্ত বংশাবলী ও জীবিতকাল এইরূপ লিখিত আছে। †

---

* One day is with the Lord as a thousand years, and a thousand year as one day. (II. Peter, 3. 8.)

† Bible. Gen. ch. 5. 3-32.

	নাম	প্রথম পুত্র জন্ম পর্য্যন্ত কাল।	তৎপরে মৃত্যু পর্য্যন্ত কাল।	সম্পূর্ণ জীবিত কাল।
১।	আদম	১৩০	৮০০	৯৩০
২।	শেথ	১০৫	৮০৭	৯১২
৩।	ইনোস	৯০	৮১৫	৯০৫
৪।	কৈনন	৭০	৮৪০	৯১০
৫।	মহল্লেল	৬৫	৮৩০	৮৯৫
৬।	যেরদ	১৬২	৮০০	৯৬২
৭।	ইনোক	৬৫	৩০০	৩৬৫
৮।	মথুশেলেহ	১৮৭	৭৮২	৯৬৯
৯।	লেমেক	১৮২	৫৯৫	৭৭৭
১০।	নোহ	৫০০	৪৫০	৯৫০
		১৫৫৬	৭০১৯	৮৫৭৫

নোহের ৬০০ বৎসর বয়সের সময় জলপ্লাবন * হইয়াছিল, সুতরাং আদমের জন্ম হইতে নোহের পুত্র জন্ম পর্য্যন্ত ১৫৫৬+১০০ বৎসর এই ১৬৫৬ বৎসর পরে জলপ্লাবন হওয়া জানা যাইতেছে। মানুষের বয়স ৯০০ বা ১০০০ বৎসর হইতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রেও মানুষের বয়স ৯০০ বা ১০০০ বৎসর, বা তদপেক্ষা অধিক পরমায়ু লিখিত আছে। বাইবলের প্রমাণে অবশ্যই তাহা সমর্থিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিতে গেলে বয়সের এই পরিমাণ গ্রহণ করা যায় না। অতএব আদম হইতে নোহ পর্য্যন্ত কেবল এই ১০ জন রাজাই নহে, আরও রাজা ছিলেন। মুসা আদি পুস্তক প্রভৃতি প্রথম পাঁচখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৪৫১ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। † সুতরাং খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ

* Bible. Gen. ch. 7-6.

† Bible Deut. ch. 34. 5.

শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে তিনি এই পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সময় তিনি সমস্ত নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না। তাই যে কয়টি নাম পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকের বয়স অধিক ধরিয়া মিল করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই এরূপ হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে সে প্রমাণের অভাব নাই।

আদম হইতে মহা জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ১৬৫৬ বৎসর, আদমের জন্ম সময়, পূর্ব্বপ্রাপ্ত ৬৩২৫ খৃঃ পূঃ মধ্যে বাদ দিলে ৪৬৬৯ খৃঃ পূঃ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই গণনানুসারে ৪৬৬৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জলপ্লাবন হইয়াছে, ধরা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সভ্যজগতে যত প্রকার অব্দ গণনা আছে, তন্মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যুগগণনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদ্ব্যতীত সমস্ত সভ্যজগতের মধ্যে গ্রীকদিগের অব্দ গণনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ তে অবশ্যই কোন একটা বিখ্যাত ঘটনা হইয়া থাকিবে। সেই ঘটনা ধরিয়া ঐ অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

মেগাস্থেনিসের উক্তি ও ম্যাক্স ডঙ্কারের মত অনুসারে আমরা স্পেতাম্বাস বা প্রিয়ব্রতের কাল ৬৭৮১ খৃঃ পূঃ পাইয়াছি। সুতরাং আদম যে ৬৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়।

মহাজলপ্লাবন আসিয়া মহাদেশের একটি প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা হইতে গ্রীকগণের অব্দ গণনারম্ভ ধরিলে ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃতে মহাজলপ্লাবন ধরিতে হয়। তাহা হইলে ৫৫৯৮ সহ আদম হইতে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ১৬৫৬ যোগ দিলে ৭২৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে আদম বা ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে, ধরিতে হয়। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বারম্ভকাল ৬৯১০ খৃঃ পূঃ পাওয়া গিয়াছে। স্বায়ম্ভুবের পিতা মনস্ (বিরাট,)

তৎপিতা ব্রহ্মা, সুতরাং দুই পুরুষে ৭২৫৪ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৩১০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ৩৪৪ বৎসর হইতে পারে না। এজন্য আমরা নোহের পুত্র জন্ম পর্য্যন্ত ৫০০ বৎসরই ধরিলাম, জলপ্লাবন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ১০০ বৎসর বাদ দিলাম। আমরা যথাস্থানে দেখাইব, মহাজলপ্লাবনের পর নোহ প্রায় ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

১০০ বৎসর বাদ দিলে আদম হইতে নোহ পর্য্যন্ত ১৫৫৬বৎসর পাওয়া যাইতেছে। ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃতে জলপ্লাবন ধরিলে তৎসহ আদম হইতে নোহ পর্য্যন্ত ১৫৫৬ বৎসর যোগ করিলে ৭১৫৪ খৃঃ পূঃতে ব্রহ্মা বা আদমের জন্মকাল পাওয়া যাইতেছে। এই গণনাতে স্বায়ম্ভুব মনুর (৭১৫৪-৬৯১১) ২৪৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মার জন্মকাল হইতেছে। ইহাতেই বোধ হয় যে, এই সময় মধ্যে আরও কয়েক পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা হউক এই গণনানুসারে বাইবলের লিখিত ব্যক্তিগণের নিম্নলিখিত সময় পাওয়া যাইতেছে——

	নাম	বয়স	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ অব্দ
			৪৭৩৭৩ হইতে	৭১৫৪ হইতে
১।	আদম	১৩০	৪৭৫০৩	৭০২৪
২।	শেথ	১০৫	৪৭৬০৮	৬৯১৯
৩।	ইনোস	৯০	৪৭৬৯৮	৬৮২৯
৪।	কৈনন	৭০	৪৭৭৬৮	৬৭৫৯
৫।	মহল্লেল	৬৫	৪৭৮৩৩	৬৬৯৪
৬।	যেরদ	১৬২	৪৭৯৯৫	৬৫৩২
৭।	ইনোক	৬৫	৪৮০৬০	৬৪৬৭
৮।	মথুশেলেহ	১৮৭	৪৮২৪৭	৬২৮০
৯।	লেমেক	১৮২	৪৮৪২৯	৬০৯৮
১০।	নোহ	৫০০	৪৮৯২৯	৫৫৯৮
		১৫৫৬		

হিন্দুশাস্ত্রমতে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মহাজলপ্লাবন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ২৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায়—(১) স্বায়ম্ভুব মনু, (২) প্রিয়ব্রত, (৩) আগ্নীধ্র, (৪) ধ্রুব, (৫) শিষ্টি, (৬) রিপু, (৭) চক্ষুষ, (৮) চাক্ষুষ, (৯) উরু, (১০) অঙ্গ, (১১) বেণ, (১২) পৃথু, (১৩) অন্তর্দ্ধান, (১৪) হবির্দ্ধান, (১৫) প্রাচীনবর্হী, (১৬ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত) ১০ জন প্রচেতা, (২৬) দক্ষ, (২৭) ইন্দ্র। *

এই সমস্ত রাজাদিগের মধ্যে আগ্নীধ্রের নিকট হইতে ধ্রুব রাজ সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে সমকালের লোক, তজ্জন্য ইঁহাদের দুইজনের রাজত্বকাল ১ জনের পূর্ণকাল ধরা হইল। প্রিয়ব্রত ৬৭৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহার পরে মহাজলপ্লাবন পর্য্যন্ত (৫৭৮১—৫৫৯৮) ১১৮৩ বৎসর, ধ্রুব হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত ২৪জন রাজার মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে, গড়ে প্রত্যেক রাজার পূর্ণ রাজত্বকাল ৫০ বৎসর পাওয়া যায়। তদনুসারে প্রত্যেক রাজার রাজত্বকাল এইরূপ পাওয়া যায়—

	নাম	রাজত্বকাল	৪৭৬১৬ সৃষ্টাব্দ হইতে	৬৯১০ খৃঃ পূঃ হইতে
১।	স্বায়ম্ভুব মনু	৮০	৪৭৬৯৬	৬৮৩১
২।	প্রিয়ব্রত	৫০	৪৭৭৪৬	৬৭৮১
৩।	আগ্নীধ্র	৪	৪৭৭৫০	৬৭৭৭
৪।	ধ্রুব	৪৬	৪৭৭৯৬	৬৭৩১
৫।	শিষ্টি	৫০	৪৭৮৪৬	৬৬৮১
৬।	রিপু	৫০	৪৭৮৯৬	৬৬৩১
৭।	চক্ষুষ	৫০	৪৭৯৪৬	৬৫৮১
৮।	চাক্ষুষ	৫০	৪৭৯৯৬	৬৫৩১

* বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ২২ অধ্যায়।

	নাম	রাজত্বকাল	সৃষ্টাব্দ	খৃঃ পূঃ
৯।	উরু	৫০	৪৮০৪৬	৬৪৮১
১০।	অঙ্গ	৫০	৪৮০৯৬	৬৪৩১
১১।	বেণ	৫০	৪৮১৪৬	৬৩৮১
১২।	পৃথু	৫০	৪৮১৯৬	৬৩৩১
১৩।	অন্তর্দ্ধান	৫০	৪৮২৪৬	৬২৮১
১৪।	হবির্দ্ধান	৫০	৪৮২৯৬	৬২৩১
১৫।	প্রাচীনবর্হী	৫০	৪৮৩৪৬	৬১৮১
১৬।	প্রচেতা ১ম	৫০	৪৮৩৯৬	৬১৩১
১৭।	প্রচেতা ২য়	৫০	৪৮৪৪৬	৬০৮১
১৮।	প্রচেতা ৩য়	৫০	৪৮৪৯৬	৬০৩১
১৯।	প্রচেতা ৪র্থ	৫০	৪৮৫৪৬	৫৯৮১
২০।	প্রচেতা ৫ম	৫০	৪৮৫৯৬	৫৯৩১
২১।	প্রচেতা ৬ষ্ঠ	৫০	৪৮৬৪৬	৫৮৮১
২২।	প্রচেতা ৭ম	৫০	৪৮৬৯৬	৫৮৩১
২৩।	প্রচেতা ৮ম	৫০	৪৮৭৪৬	৫৭৮১
২৪।	প্রচেতা ৯ম	৫০	৪৮৭৯৬	৫৭৩১
২৫।	প্রচেতা ১০ম	৫০	৪৮৮৪৬	৫৬৮১
২৬।	দক্ষ	৫০	৪৮৮৯৬	৫৬৩১
২৭।	ইন্দ্র	৩৩	৪৮৯২৯	৫৫৯৮

এরিয়ান মেগাস্থেনিসের যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—ডাইওনিসাসের সময় হইতে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ ১৫৩ জন রাজা এবং ৬০৪২ বৎসর তাঁহাদের রাজত্বকাল গণনা করেন। * সুতরাং ৬০৪২ বৎসর সহ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ কাল ৩২৭ খৃঃ পূঃ যোগ করিলে ৬৩৬৯ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। এই সময়

* From the time of Dionysos to Sandrakottos the Indians counted 153 kings and a period of 6042 years. (Ancient India by Megasthenes and Arrian P. 203.)

ডাইওনিসাস্ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কৃষিকার্য্য প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে, বেণ রাজার নন্দন পৃথু কৃষি কার্য্য প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন, সুতরাং ডাইওনিসাস ও পৃথু এক ব্যক্তি। উপরে ৬৩৮০ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৩৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত পৃথুর রাজত্ব-কাল পাইয়াছি। সুতরাং এই গণনানুসারে ৬৩৬৯ খৃঃ পূঃতে পৃথুর রাজত্বকাল পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই প্রণালী অনুসারে রাজত্বকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

অতএব ইন্দ্রের ৩৩ বৎসর রাজত্বকালে ৪৮৯২৯ সৃষ্টাব্দে বা ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে এসিয়ায় মহাজলপ্লাবন হইয়াছে। এই সময় গ্রীকদিগের পূর্ব্বপুরুষ এবং ভারতবাসী আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ এক সঙ্গেই বাস করিতেন।

৫। হিমশিলাপাত।

স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদের পুত্র, **ধ্রুব**, আগ্নীধ্রের পর জম্বুদ্বীপের (উত্তর মেরুস্থিত) ইলাবৃতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ধ্রুবের পূর্ব্বেই ধ্রুবনক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্রুব (ধ্রু অর্থ স্থির) নক্ষত্র এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। এই ধ্রুব নক্ষত্রের নাম অনুসারেই উত্তানপাদ পুত্রের নাম ধ্রুব হইয়াছিল। এই দুই ধ্রুব এক করিয়াই পৌরাণিক ধ্রুবচরিত্র রচিত হইয়াছে।

মেরুপ্রদেশে ধ্রুব নক্ষত্র মাথার উপরে থাকে, এই জন্যই রাজা ধ্রুব মৃত্যুর পরে ধ্রুবলোকে বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছিল। মেরুপ্রদেশে ধ্রুব যে রাজত্ব করিয়াছেন ইহা তাহার একটি প্রমাণ। তিনি ৪৭৭৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৭৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র **শিষ্টি**, শিষ্টির পরে তৎপুত্র **রিপু**, রিপুর পরে তৎপুত্র চক্ষুষ, পরে তৎপুত্র **চাক্ষুষ** রাজা হইয়াছিলেন।

মহারাজ চাক্ষুষের সময় ৪৭৯৪৭ স্খৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে হিমশিলা-পাতে উত্তরমেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল। *

আর্য্যগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—যে প্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেন, প্রলয়কালে সেই প্রদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। †

মহাভারতে লিখিত আছে—"মাল্যবান পর্ব্বতের লোকসমূহ রজত বা শুভ্রবর্ণ। তাহারা ব্রহ্মলোকচ্যুত হইয়া তথায় বাস করিতেছে। কেহ কেহ বা সূর্য্যলোকে বাস করিতেছে, আবার কেহ কেহ সূর্য্যের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্রলোকে বাস করিয়াছে।" ‡

জেন্দ-আবেস্তা নামক পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে—"অহুর মজ্‌দ যিমকে বলিলেন, পৃথিবীতে শীঘ্রই অত্যন্ত শীত পড়িয়া ভয়ানক বরফ পাত হইবে। তাহাতে অরণ্য, পর্ব্বত এবং উপত্যকা এই তিন স্থানবাসী জীবই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্ব ১০১পৃষ্ঠা

† যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূত সংপ্লবে॥ ৯২।৮।২ অংশ।

ক্ষয় অর্থ কি ক্ষীণ হওয়া বা লোপ পাওয়া। কেহ কেহ বলেন, মেরুপ্রদেশ এখন যেমন অবস্থায় আমরা দেখিতেছি, চিরদিন এইরূপই ছিল। এই ক্ষয় শব্দ দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যাহা ছিল তাহা না থাকাকেই ক্ষয় হওয়া বা লোপ পাওয়া বলে। মেরুপ্রদেশে এমন কিছু ছিল যাহা একদিন ক্ষয় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে।

‡ যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চষণ্ মাল্যবানথ।
মহারজত শঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ॥
ব্রহ্মলোক চ্যুতা সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বেষু সাধবঃ।
রক্ষণার্থ তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্॥

একটি নিরাপদ স্থানে **বর** * অর্থাৎ প্রাচীরবেষ্টিত স্থান নির্ম্মাণ কর, এবং সেখানে মানুষ, গরু, ভেড়া, কুকুর, পক্ষী ইত্যাদির বীজ ও অগ্নি রক্ষা কর। †

---

* "বর" বৈদিক শব্দ। বেদে ইহার অর্থ আবৃত স্থান। আবেস্তায় **বর** শব্দের অর্থও আবৃত বা সুরক্ষিত স্থান। সূর্য্যা ঋষি বলিয়াছেন—

সোমোবধুয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ঋ। ৮৫সূ। ১০ম

অর্থাৎ সূর্য্য যে গৃহ মনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অশ্বিনী চন্দ্রের বাহক হইয়া সেই উভয়কে ঐ বিস্তৃত আবৃত স্থান (অস্তাচল) প্রদান করিল; অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য এই সময় এক নক্ষত্রে ছিল। অশ্বিনী নক্ষত্র উভয়কেই লইয়া আবৃত স্থানে গমন করিল অর্থাৎ সূর্য্য অপর আকাশে, সুতরাং এ আকাশ হইতে আবৃত স্থানে গমন করিল বা সূর্য্যাস্ত হইল। এইদিন অমাবস্যা ছিল। এ স্থলে "বৃ" ধাতু আবরণ করা অর্থে "বর" শব্দের অর্থ আবৃত স্থান। পতি অর্থ এখানে গৃহ। রমেশ বাবু এই ঋকের অর্থ করিয়াছেন, "সূর্য্যা মনে মনে পতি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাহাতে সূর্য্য যখন সূর্য্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তখন সোম তাঁহার বিবাহার্থী ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাহার বর স্বরূপে **পরিগৃহীত** হইলেন।" রমেশ বাবু এই ঋকে সূর্য্যকন্যা সূর্য্যার বিবাহ ও পতিগৃহে গমন অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের অস্ত গমন এই ঋকের প্রকৃত অর্থ।

† 22. O fair Yima, son of Vivanghat! Upon the material world the fatal winters are going to fall, that shall bring the fierce, foul frost; upon the material world the fatal winters are going to fall, that shall make snow-flakes fall thick, even an aredvi deep on the highest tops of mountains. 23. And all the three sorts of beasts shall perish, those that live in the wilderness, and those that live on the tops of the mountains, and those that live in the bosom of the dale, under the shelter of stables. 24. Therefore make thee a VARA, long as a riding-ground on every side of the square, and thither bring the seeds of

যিম আদেশানুরূপ দুইটি বর অর্থাৎ আবৃত স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহার একটিতে শ্রেষ্ঠ (সভ্য) মনুষ্য জাতির বীজস্বরূপ স্ত্রী-পুরুষকে রক্ষা করিলেন, আর একটিতে গবাদি পশু রক্ষা করিলেন। বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট বৃক্ষের বীজ আনিলেন। বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট ফলের বীজ আনিলেন। কোনরূপ বিকৃত আকারের মনুষ্যকে বরে আনিলেন না। অর্থাৎ কেবল শ্বেতবর্ণ মানুষকে এখানে স্থান দিলেন। ‡

---

sheep and oxen, of men, of dogs, of birds, and of red blazing fires. Therefore make thee a VARA, long as a riding-ground on every side of the square, to be an abode for men ; a VARA, long as a riding-ground on every side of the square, to be a fold for flocks. Vendidad (Darmesteter), P. 15.

‡ 33. And Yima made a VARA, long as a riding-ground on every side of the square. There he brought the seeds of sheep and oxen, of men, of dogs, of birds, and of red blazing fires. He made a VARA, long as a riding-ground on every side of the square, to be an abode for men, a VARA, long as a riding-ground on every side of the square, to be a fold for flocks. 35. There he brought the seeds of men and women, of the greatest, best and finest kinds on this earth ; there he brought the seeds of every kind of catttle, of the greatest, best and finest kinds on this earth. 36. There he brought the seeds of every kind of tree, of the greatest, best and finest kinds on this earth ; there he brought the seeds of every kind of fruits the fullest of food and sweetest of odour. All those seeds he brought, two of every kind, to be kept inexhaustible

আবেস্তার **যিম** এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত **যম** এক কথা। যম অর্থ নিবাস স্থানদাতা অর্থাৎ রাজা। আবেস্তার যিম অর্থও রাজা। *

যিম বর নির্ম্মাণ করিয়া অহুর মজ্‌দকে বলিলেন, প্রভু কি প্রকার আলোক দ্বারা এই স্থান আলোকিত হইবে? অহুর মজ্‌দ বলিলেন, বরে দুই প্রকার আলোক থাকিবে—(১) সৃষ্ট বা স্বর্গীয় আলোক; (২) কৃত্রিম অর্থাৎ মনুষ্য-কৃত আলোক। **নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য সেখানে প্রতিদিন একবার উদয় হইবে ও একবার অস্ত যাইবে এবং এক বৎসর একটী দিনের মত বোধ হইবে** †। এই সমস্ত

---

there, so long as those men shall stay in the VARA. 37. And there were no hump-backed, none bulged forward there; no impotent, no lunatic; no poverty, no lying; no meanness, no jealousy; no decayed tooth, no leprous to be confined, nor any of the brands wherewith Angra Mainyu stamps the bodies of mortals. 38. That VARA he sealed up with the golden ring, and he made a door, and a window self-shining within. (Vendidad, P, 18).

* কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে স্পষ্টই লিখিত আছে "যমঃ পিতৃণাং রাজা" অর্থাৎ যম পিতৃলোকের রাজা। "পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বম্।" পিতৃগণ সকলের জন্মদাতা বলিয়া পিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিই পিতৃভূমি বা পিতৃলোক। এই পিতৃলোকই কালে স্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে "কৃণ্বে পন্থাঃ পিতৃষু য স্বর্গঃ" অর্থাৎ আমরা পিতৃলোকে যাইবার একটী পথ প্রস্তুত করিব, যে পিতৃলোককে স্বর্গ বলে।

† 39. O Maker of the material world, thou Holy one! What (lights are there to give light) in the Vara which Yima made? 40. Ahura Mazda answered: "There are uncreated lights and created lights. There the

প্রমাণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, মেরু প্রদেশে হিমশিলাপাত হইয়া সত্য-সত্যই ঐ প্রদেশ নষ্ট হইয়াছিল। আর্য্যগণ তৎপূর্ব্বেই তথা হইতে দক্ষিণে নামিয়া আসিয়াছিলেন। যে রাজার সময় এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তিনি স্বচক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম "চাক্ষুষ" হইয়াছিল এবং তিনি সুমেরুপ্রদেশে প্রথম রাজা হওয়ায় তাঁহাকে **চাক্ষুষ মনু** বলা হইয়াছে।

আর্য্যগণ ৪৭৩৭৩ সৃষ্টাব্দে বা ৭১৫৪ খৃঃ পূঃ-অব্দে ব্রহ্মার জন্ম হইতে ৪৭৯৪৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৫৭৪ বৎসর উত্তরমেরু প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন।

৪৭৯৪৭ সৃষ্টাব্দে বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে মেরুপ্রদেশ **হিমশিলা-পাতে** ধ্বংস হইলে, রাজা চাক্ষুষ সুমেরুপ্রদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করতঃ তথাকার মনু হইয়াছিলেন।

---

stars, the moon, and the sun are only once (a year) seem to rise and set, and a year seems only as a day. Vendidad, P. 20.

অনুবাদক ডার্ম্মেষ্টেটার সাহেব এই স্থানে একটু ভুল করিয়াছেন। বৎসরে একবার নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য কোথাও উদয় হয় না বা অস্ত যায় না। মেরুপ্রদেশে নক্ষত্র ও সূর্য্য বৎসরে একবার উদয় হয় বটে, কিন্তু চন্দ্র প্রতি ১৫ দিন পরে উদয় হয় এবং প্রতি ১৫ দিন পরে অস্ত যায়। সুতরাং এক বৎসরে নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য একবার উদয় কোথাও হয় না। আমাদের দেশে প্রতিদিন একবার নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য্য উদয় হয়। অতএব বর এমন স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল যেথানে আমাদের দেশের মত নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিদিন উদয় হয়। অতএব অনুবাদে বন্ধনী মধ্যে (a year) না হইয়া (a day) হইবে। "এক বৎসর এক দিনের মত বোধ হয়" অর্থ মেরুপ্রদেশে এক বৎসরের ছয়মাসে একদিন এবং ছয়মাসে একরাত্রি, এখানে ২৪ ঘণ্টায় একদিন ও একরাত্রি, সুতরাং দিবারাত্রির দিক দিয়া এখানকার এক দিবারাত্রি মেরুপ্রদেশের এক দিবারাত্রি অর্থাৎ এক বৎসরের মত বোধ হয়। চন্দ্র বাদ দিলে নক্ষত্র ও সূর্য্য সেখানেও যেমন এক দিবারাত্রিতে একবার উদয় হয় ও একবার অস্ত যায়, এখানেও এক দিবারাত্রিতে তদ্রূপ একবার উদয় ও একবার অস্ত যায়। অনুবাদক নিজেও তাঁহার অনুবাদকে সন্দেহজনক (doubt-ful) বলিয়াছেন।

৬। জ্যোতিষ।

মেরুপ্রদেশে সূর্য্য, বিষুবরেখার উর্দ্ধে উঠিয়া, চক্রবালরেখার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। * সে এক মনোরম দৃশ্য।

মেরুবাসী আর্য্যগণ দেখিলেন একটি জ্বলন্ত গোলক যেস্থানে প্রথম দেখা যায় অর্থাৎ উদয় হয়, ক্রমে আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই পূর্ব্বস্থানে আইসে। আবার ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আইসে। এইরূপে, কুম্ভকারের চক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃত্তিকাপিণ্ড যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ উত্তর মেরুপ্রদেশের দর্শক সেইস্থানে থাকিয়াই কুলালচক্রপরিধির ন্যায় সেই জ্বলন্ত গোলককে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতে দেখিতে পান। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে গোলকটি ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। মেরুপ্রদেশে সূর্য্য মস্তকের উপর যায় না। সর্ব্বোচ্চে উঠিলেও দক্ষিণে অর্থাৎ নিম্নেই থাকে।

উর্দ্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতে থাকে। নামিতে নামিতে ক্রমে চক্রবাল রেখার নিম্নে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন মেরু প্রদেশে সেই জ্বলন্ত গোলকের আলোক না আইসায় অন্ধকার আরম্ভ হয়। ইহাই তথাকার **রাত্রি**।

মেরুবাসিগণ এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ জ্বলন্ত গোলককে আলোক প্রদান করিতে দেখিয়াছেন, এখন ঐ জ্বলন্ত গোলক অদৃশ্য হইলে, তাঁহারা আকাশের গায়, অতিদূরে অসংখ্য **দীপমালার** ন্যায়, কি টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, ঐ দীপ সমূহ

---

* ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১ ঋক। পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃষ্ঠা।

সেই জ্বলন্ত গোলকের মতই মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বস্থানে আসিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে।

দীপমালা কয়েকবার ঘুরিলেই সেই জ্বলন্ত গোলকের মতই একটি ছোট এবং স্নিগ্ধ জ্বলন্ত গোলক দেখা দিল। উত্তপ্ত জ্বলন্ত গোলকের সময় আকাশে দীপমালা দেখাই যায় নাই, এই স্নিগ্ধ গোলকের সময় তাহা হইল না, ঈষৎ নিষ্প্রভ হইল মাত্র। স্নিগ্ধ গোলকটিও উত্তপ্ত গোলকের ন্যায় আকাশে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে, কখন ক্ষুদ্র কখন বৃহৎ হইয়া, আকার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিল, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া আসিয়া কোন এক অজানা প্রদেশে চলিয়া গেল। অন্ধকার চলিতেই লাগিল, ঘনীভূত হইল, দীপমালা আবার পূর্ণতেজে জ্বলিতে লাগিল, পূর্ব্বের মতই আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কয়েকবার ঘুরিলে আবার সেই স্নিগ্ধ গোলকটি দেখা দিল। ঘুরিতে ঘুরিতে, আকার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে, ঊর্দ্ধে উঠিল, আবার নামিল, আবার কোন অজানা প্রদেশে চলিয়া গেল। তাপদাতা গোলকের সহিত কিন্তু আর দেখা নাই। দেখা না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, কোন অসুবিধা নাই।

তাপদাতা গোলক মেরুপ্রদেশ হইতে নামিয়া গেলে প্রথমতঃ তথায় উত্তর দিগন্তে ধনুকাকারে এক জ্যোতি প্রকাশ পায়। এই জ্যোতি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দু স্থানে (Zenith) যায়, তখন তাহা হইতে অনন্ত জ্যোতিঃপ্রবাহ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল আলোকচ্ছটা কখনও প্রভাময় বৃত্তাংশ হইতে, কখনও চক্রবালের বিভিন্নদিক হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই সময় নভোমণ্ডলে এক বিরাট অগ্নিসমুদ্রের আবির্ভাব হয়, এবং তাহার তরঙ্গমালা ক্রমে ক্রমে মিলিত হইয়া এক রমণীয় জ্যোতি-মুকুট সৃজন করে। এই

জ্যোতিপ্রবাহের পাদদেশ রক্তবর্ণ, মধ্যদেশ সবুজবর্ণ এবং শিরোভাগ ঈষৎ পীতবর্ণ। বিবিধ প্রভাসমন্বিত এই আলোকের নাম **মেরু-জ্যোতি** (Aurora Borialis) ! * এই অদ্ভুত আলোক মেরু-প্রদেশকে আলোকিত করে। ইহা ছাড়া **চন্দ্রের** আলোক, দীর্ঘ-ব্যাপী **উষার** আলোক থাকে। এই সমস্ত আলোকদ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে করিতে পারা যায়।

এইরূপে সুদীর্ঘ-দিনের পর সুদীর্ঘ রাত্রি, আবার সুদীর্ঘ দিনের পর সুদীর্ঘ রাত্রি যাইতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন কত দিন যাইতেছে, কতরাত্রি যাইতেছে, তাহা ঠিক রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ কত দিবা রাত্রি বা মিথুন গত হইতেছে তাহা ঠিক করিয়া গণনা করিবার জন্য কোন একটা প্রণালী আবশ্যক !

সূর্য্য উদয় হইয়া একবার আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিতে যে সময় আবশ্যক হয়, তাহার নাম রাখা হইল "**অহন্**। † অ অভাব হা ত্যাগ করা হইতে অহন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ স্থান ত্যাগ না করা অর্থাৎ অস্ত না যাওয়া। মেরুদেশের **এক-"অহন"** আমাদের দেশের **একদিবারাত্রির** সমান। আমাদের

---

* বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—সহস্র শত পত্রং তং বিদ্ধি মেরুং নগোত্তমম্ ॥ ৬৬
মণিরত্নার্পিতস্তম্ভৈর্মণি চিত্রিতবেদিকৈঃ ॥
সুবর্ণমণিচিত্রাঙ্গং তথা বিদ্রুম তোরণৈঃ ॥ ৬৭। ৩৪

অর্থাৎ এই নগোত্তম মেরুগিরি বিচিত্র মণিরত্নময় এবং নানাবর্ণ প্রভাপাতে সমুজ্জল। এখানে অনেক বর্ণের সমাবেশ; ইহার প্রভা সুবর্ণ (পীত) ও অরুণ (রক্ত) বৎ প্রতিভাত। ইহা দেখিতে অতি রমণীয়, সহস্র পর্ব্বতে আবৃত এবং সহস্র সহস্র কমল দলে উদ্ভাসিত। এখানে মণিরত্নময় বহু স্তম্ভ আছে; মণিরত্নময় বহু বেদিকা আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে।

† অহশ্চকৃষ্ণমহরর্জুনং চ বি বর্ত্তেতে রজনী বেদ্যাভিঃ। ঋগ্বেদ ৬। ৯। ১ ঋক।

অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ অহ এবং শুভ্রবর্ণ অহ জ্ঞানগম্য স্বস্ব প্রবৃত্তি দ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করিয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে।"

দেশে দিবসের শেষে সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া যায়, তাই আমরা দেখিতে পাই না, সেই জন্যই রাত্রি উপস্থিত হয়, কিন্তু মেরুপ্রদেশে সূর্য্য ঘুরিয়া আসিতে ঢাকা পড়ে না, এজন্য তখন তথায় রাত্রি হয় না। ২৪ ঘণ্টায় সূর্য্য একচক্র ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আইসে, এই ২৪ ঘণ্টাই তথায় দিন, তাই ইহার নাম "অহন্"।

আর্য্যগণ দেখিলেন, বিষুবরেখার উত্তরে সূর্য্য উদয় হইয়া ৯০ বার বা অহন ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধে উঠে, আবার ৯০ বার ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণে (চক্রবালরেখার নিম্নে) চলিয়া যায়।* অতএব এই ১৮০ (৯০ + ৯০) অহনে তথায় একদিন হয়। উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮০ বার ঘুরিয়া, উর্দ্ধে উঠিয়া আবার নামিয়া সূর্য্য বিষুবরেখার নিম্নে চলিয়া গেল, তখন মেরুপ্রদেশে অন্ধকার হইতে লাগিল। নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, চন্দ্র আসিতে দেখা গেল। যে ছয়মাস সূর্য্য ছিল সে ছয়মাসও নক্ষত্রগণ আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়াছে, চন্দ্রও ঘুরিতে ঘুরিতে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্তু সূর্য্য তেজে দেখা যায় নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে তাই এখন নক্ষত্র ও চন্দ্র দেখা যাইতেছে। সূর্য্য আর দেখা যায় না, সুতরাং অহন্‌গণনার জন্য তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। চন্দ্র মেরুপ্রদেশে উদয় হয়, ১৫ দিন দেখা দিয়া, সূর্য্যের ন্যায় আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া যায়, ১৫ দিন দেখা দেয় না। চন্দ্র এই ১৫ অহনে একদিন ১৫ অহনে এক রাত্রি ধরিয়া এক সম্প্রদায় গণনা আরম্ভ করিলেন। অন্য সম্প্রদায় একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিলেন। এই তারাটি চারিদিকে

* স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতঃ অস্তমেতা
দ্বিস্তাবৎ উর্দ্ধং উদেতা অর্ব্বাক অস্তমেতা। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

অর্থাৎ সূর্য্য (বিষুবরেখার) উত্তরে উদিত হইয়া (বিষুবরেখার) দক্ষিণে অস্তগমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তমিত হইয়া থাকে।

ঘুরিয়া বেড়ায়। অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া ইহার নাম রাখিলেন **তিষ্য** (ত্বিষ-অর্থ দীপ্তি পাওয়া)। এই তিষ্য নক্ষত্র আকাশের চারিদিক ঘুরিয়া সূর্য্যের ন্যায় আবার পূর্ব্বস্থানে আইসে। এই ঘুর্ণনসময়ের নামও তাঁহারা **অহন্** রাখিলেন। রাত্রিকালে সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তিষ্য নক্ষত্র ১৮০ বার চক্রাকারে ভ্রমণ করিলে আবার সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ১৮০ অহনে **একদিন,** এবং ১৮০ অহনে **একরাত্রি** স্থির হইল। অতএব দেখা যাইতেছে ১৮০ + ১৮০ = ৩৬০ অহনে বা ৯০ + ৯০ + ৯০ + ৯০ = ৩৬০ অহনে মেরু প্রদেশে এক দিবা রাত্রি বা অহোরাত্রি হয়। সূর্য্যের সাহায্যে এই গণনা করায় ইহাদিগকে **সৌর সম্প্রদায়** নামে অভিহিত করা যায়।

অপর সম্প্রদায়কে আমরা **চান্দ্র সম্প্রদায়** বলিব। ইঁহারা দেখিলেন রাত্রিকালে চন্দ্র ১৫ অহন্ ক্রমাগত আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, আবার ১৫ অহন্ অস্তমিত থাকে। ইহার নাম ইঁহারা রাখিলেন চান্দ্র অহোরাত্রি। এইরূপে ছয়বার চন্দ্র উদয় এবং ছয়বার অস্ত হইলে রাত্রি শেষ হয়। তখন আর্য্যগণ ঐ সুদীর্ঘ রাত্রিকে গণনার সুবিধার জন্য চন্দ্র দ্বারা ৬ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক রাত্রির ১৮০ অহন্ ৬ ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক ভাগে ৩০ অহন্ করিয়া পড়িল। গণনার সুবিধার জন্য দিবসকেও তাঁহারা ৩০ অহনে এক এক ভাগ ধরিয়া ৬ ভাগে বিভক্ত করিলেন। ৩০ অহনে এক চান্দ্র দিন ধরিয়া তাঁহারা দীর্ঘ অহোরাত্রিকে চান্দ্র ১২ অহোরাত্রিতে বিভক্ত করিলেন। সৌর মতের গণক যেমন ১২ মিথুনে এক **বার্হস্পত্য** বৎসর ধরিয়াছেন, ইহারাও তেমনি **শনিকে** লক্ষ্য করিলেন। ৩০ চান্দ্র দিনে শনি আকাশের কিয়দংশ যায়। এইরূপে ৩৬০ চান্দ্র দিনে শনি একবার রাশিচক্র ভ্রমণ শেষ করিয়া

পূর্ব্বস্থানে আইসে। এই গণনা সহজ নহে বলিয়া মেরুপ্রদেশে চলে নাই। **সৌর**গণনাই চলিয়াছিল।

সূর্য্য উদয় হইয়া ৩ ভাগে অর্থাৎ ৯০ অহনে সর্ব্বোচ্চস্থানে উঠিয়া অপর ৩ ভাগে বা ৯০ অহনে নামিয়া বিষুবরেখার দক্ষিণে অস্ত যায়। ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় এই তিন ভাগের আদিভাগের নাম দিলেন **মধু**, মধ্যভাগের নাম **শুক্র**, শেষ ভাগের নাম দিলেন **নভঃ**, আবার অবতরণের সময় শেষভাগ প্রথম হইল, তাহার নাম দিলেন **নভস্য**, মধ্যভাগের নাম দিলেন **শুচি** এবং তৃতীয় ভাগের নাম দিলেন **মাধব**। একই সূর্য্য এই তিন ভাগ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, আবার ঐ তিনভাগ অতিক্রম করিয়া নিম্নে অবতরণ করে দেখিয়া তাঁহারা বিভিন্ন ভাগের সূর্য্যের বিভিন্ন নাম দিলেন।

ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় আদি অর্থাৎ মধুভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন। মিত্র, শুক্রভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন অর্য্যমা, নভঃভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন ভগ। অবতরণের সময় নভস্যভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন অংশ, শুচি ভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন দক্ষ এবং মাধবভাগের সূর্য্যের নাম দিলেন বরুণ। সূর্য্যের এক নাম আদিত্য (অদিত্যা অপত্যং অর্থাৎ অদিতির পুত্র)। সুতরাং এই ছয় ভাগের **ছয় আদিত্য** হইল।*

(১) **মিত্র**—সূর্য্য যখন প্রথম উদয় হয়, তখন অন্ধকার বিনষ্ট হয়,† আলোক পাওয়া যায়, জনসাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।‡ সুতরাং

* শৃণোতু মিত্রো অর্য্যমাভগোনস্তুবিজাতো বরুণোদক্ষো অংশঃ॥

অর্থাৎ মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। ২৭। ১ ঋক্।

† ত্বয়াহ্যগ্নেবরুণোধৃতব্রতোমিত্রঃ সাশদ্রে অর্য্যমা সুদানবঃ।

অর্থাৎ হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ স্বীয় ব্রতধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন, এবং অর্য্যমা দানশীল হন। ১। ১৪১। ৯ ঋক (ঋগ্বেদ)।

‡ মিত্রোজনান্যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রোদাধার পৃথিবী মুতদ্যাম্।

তিনি মিত্র (মিদ্-স্নেহ করা)। এই জন্য প্রথম ভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম মেরুবাসী আর্য্যগণ মিত্র রাখিয়াছিলেন।* মিত্রের ভাগের নাম মধু। মথ অর্থ বিনাশ করা, উর্দ্ধে অর্থাৎ অন্ধকার নষ্ট করিয়া যে সময় সূর্য্য বিষুবরেখার উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, তখন তিনি মধু বা মধুর কিরণযুক্ত। অথবা মদ্ অর্থ জল, সূর্য্য জল হইতে উঠিয়া উদয় হয় বলিয়া এই ভাগের নাম মধু হইয়াছে। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া উদয় দেখিলে দর্শক দেখিতে পান সূর্য্য জল হইতে উদয় হইতেছে ।

(২) অর্য্যমা—সূর্য্য ক্রমাগত ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধে উঠিতেছে, তাই দ্বিতীয় ভাগের আদিত্যের নাম অর্য্যমা (ঋ গমন করা + য-ক — অর্য্য-মা পরিমাণ করা) অর্থাৎ যিনি পরিমিতভাবে গমন করেন, অথবা পরিমাণ করিতে করিতে গমন করেন। অর্য্যমার পথের নাম শুক্র। শুক্র অর্থ (শুচ) নির্ম্মল। সূর্য্য এই সময় মিত্রের ন্যায় মলযুক্ত অর্থাৎ রক্তবর্ণ দেখায় না, উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল দেখায়, বিশুদ্ধ কিরণ দান করে। তজ্জন্যই এই ভাগের নাম শুক্র রাখা হইয়াছে।

(৩) ভগ—সূর্য্য যতই উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, ততই তাহার তেজবৃদ্ধি হইতে থাকে, তজ্জন্য এই ভাগের ৩০ অহনের সূর্য্যের নাম হইয়াছে "ভগ" (ভ দীপ্তি পাওয়া গ গগণ বা উর্দ্ধ) অর্থাৎ উর্দ্ধ পূর্ণ দীপ্তিতে গমন করেন। এই ভাগের নাম নভঃ। ভগ সর্ব্বোচ্চভাগে

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভি চষ্টেমিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত ॥ ৩। ৫৯। ১ ঋক্।

অর্থাৎ মিত্র স্তুত হইয়া লোক সকলকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন, মিত্র অনিমিষ নেত্রে লোক সকলের দিকে চাহিয়া আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

* বিভিদ্বা চরত একয়া সহ প্রপ্রবাশেব বসতঃ ॥ ৮। ২৯। ৮ ঋক

অর্থাৎ দুইজন (বরুণ ও মিত্র) একজনের (সমুদ্রের) সহিত প্রবাসীর ন্যায় বাস ও পৃথকভাবে বিচরণ করেন।

ভ্রমণ করে।* মেরুপ্রদেশে ইহার উর্দ্ধে আর সূর্য্য যায় না, এই জন্য ভগ যে ভাগ ভ্রমণ করে তাহার নাম নভঃ অর্থাৎ আকাশ বা উচ্চ স্থান। এই স্থানে সূর্য্য আসিয়া কর্কটের ন্যায় তীব্র দংশন অর্থাৎ তাপ প্রদান করে, তাই সূর্য্যের এই সীমার নাম কর্কটক্রান্তি।

(৪) **অংশ**—সূর্য্য এইরূপে ৯০ অহনে বিষুবরেখা হইতে সর্ব্বোচ্চ (২৪) স্থানে উঠিয়া পুনরায় অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাই তেজও কমিতে থাকে। পূর্ণ দীপ্তি থাকে না; অংশ হইতে আরম্ভ হয়। তাই এ সময়ের ৩০ অহনের সূর্য্যের নাম, মেরুবাসিগণ, অংশ রাখিয়াছেন। অম্ অর্থ রুগ্ন অর্থাৎ ক্ষীণ হওয়া। এই বিভাগে সূর্য্য ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়! কিন্তু এখনও সর্ব্বোচ্চস্থানে থাকায় এই বিভাগের নাম নভস্য। ভগ ও অংশ নভ নভস্য এই জন্য এক সঙ্গে কথিত হয়।

(৫) **দক্ষ**—সূর্য্য ক্রমাগত দক্ষিণে অবতরণ করিতেছে, তাই এই পঞ্চম ভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম মেরুবাসিগণ রাখিয়াছেন দক্ষ (দক্ অর্থ জল) অর্থাৎ জলের দিকে অবতরণকারী। ইহার আর এক নাম ধাতা। পঞ্চম ভাগের নাম শুচি। **শুচ** অর্থ নির্ম্মল। অর্য্যমার ন্যায় দক্ষও নির্ম্মল। অর্য্যমা ও দক্ষ এক সঙ্গে শুক্র ও শুচি† নামে কথিত হয়।

---

* সদোত্বা চক্রাতে উপমা দিবি সম্রাজা সর্পিরাসুতী ॥ ৯

অর্থাৎ গমনশীল (ভগ ও অংশ) দুইজন গমন করিতে করিতে দ্যুলোক সাম্রাজ্য সীমা, অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি. তুলারূপে পরিমাণ করতঃ প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদ ৮।২৯।৯ ঋক ॥

† যে তে শুক্রাসঃ শুচয়ঃ শুচিষ্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিষিতাসো অশ্বাঃ।
অধভ্রমস্ত উর্বিয়া বিভাতি যাতয়মানো অধি সানু পৃশ্নেঃ ॥ ৬।৬।৪ ঋক

অর্থাৎ তোমার যে শুক্র ও শুচি নামক দীপ্তি পৃথিবীকে মুণ্ডিত (বন সমূহ ভস্ম করতঃ) করিতেছে তাহা বিষদুষ্টরশ্মি। অধদেশে ভ্রমণশীল (তোমার) শিখাসমূহ পৃথিবীকে সুখদান পূর্ব্বক অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে।

(৬) **বরুণ**—সূর্য্য অবতরণ করিতে করিতে ষষ্ঠভাগে উপস্থিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রকে বরণ করে অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে গমন করে। তাই এই বিভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম বরুণ। বৃ ধাতু বরণ করা; সমুদ্রকে বরণ করার জন্য বরুণ নাম হইয়াছে, অথবা বৃ ধাতু আবরণ করা অর্থে সূর্য্য এ সময় আবৃত হয় বা অস্ত যায় তাই বরুণ নাম হইয়াছে। এই ষষ্ঠভাগের নাম মাধব। মথ্ অর্থ বিনাশ করা—অব নিম্নে অর্থাৎ আলোক নাশ করিয়া, সূর্য্য, বিষুবরেখার নিম্নে অবতরণ করে, তাই মাথব অর্থাৎ অবতরণ করাতে মেরুবাসীদিগের পক্ষে, মথ বা বিনষ্ট হইয়াছে। মিত্র প্রাতঃসূর্য্য এবং বরুণ সান্ধ্যসূর্য্য। সন্ধ্যার বরুণের পর প্রাতঃকালে মিত্রকে দেখা যায়, তাই মিত্রাবরুণ একসঙ্গে স্তুত হইয়াছে। মিত্রাবরুণ ও মধুমাধব একসঙ্গে কথিত হয়। মাধব শব্দের বৈদিক কালের উচ্চারণ **মাথব**!

ছয় আদিত্য ও মধুমাধবাদি নাম যথাক্রমে লিখিলে এইরূপ হয় *

কর্কট ক্রান্তি

⸸ ৪। অংশ (নভস্য)	† ৩। ভগ (নভঃ)
⸸ ৫। দক্ষ (শুচি)	† ২। অর্য্যমা (শুক্র)
⸸ ৬। বরুণ (মাধব)	† ১। মিত্র (মধু)

বিষুবরেখা

⸸ বিষুবরেখার নিম্নে অস্ত।	† বিষুবরেখাতে নিম্নে উদয়।

আদিত্যের এই ছয়টি বিভাগ মেরুপ্রদেশে বাস কালে ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারে না। সুতরাং আর্য্যগণের মেরুপ্রদেশে জন্ম ও আদিবাসের

* ঋগ্বেদ ২।২৭।১ ঋক্।

ইহা এক অকাট্য প্রমাণ। মেরুপ্রদেশের এক দিবা ও এক রাত্রিকে মেরুবাসী আর্য্যগণ মিথুন বলিতেন *। এক মিথুন আমাদের এক বৎসরের সমান। মিথুনের দিবাংশেই **ছয় আদিত্য** এইরূপে উদয় হয় এবং অস্ত যায়।

মেরুবাসী আর্য্যগণ দেখিলেন তিষ্য নক্ষত্রের নিকট দিয়া একটি উজ্জ্বল তারা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। ইহা একটি গ্রহ। আর্য্যগণ ইহার নাম রাখিলেন **বৃহস্পতি** †। বৃহৎ বড়—পতি এই অর্থে বৃহস্পতি নাম হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন প্রতি মিথুনে বৃহস্পতি কিছু কিছু সরিয়া যাইতে যাইতে ১২ মিথুনের পর পুনরায় **তিষ্য** নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তিষ্য সেই স্থানেই আছে, কিঞ্চিন্মাত্রও সরে নাই। এই তিষ্য নক্ষত্র বৃহস্পতি যখন পার হইতেছিল সেই সময় আর্য্যগণ প্রথম তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন "**তিষ্য নক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্ম হইয়াছে** ‡।

---

* নানা চক্রাতে যম্যা বপূংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষীচ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥

ঋগ্বেদ ৩ মণ্ডল ৫৫ সূক্ত ১১ ঋক

অর্থাৎ মিথুনভূত (অহঃ ও রাত্রি) নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণবর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁহাদের একজন দীপ্তিশালী ও অন্যজন কৃষ্ণবর্ণ। দেবগণের মহৎ বল একই। (রমেশ) ১।১৬৪।১১ ঋক ও দ্রষ্টব্য।

† "বৃহস্পতি বৃহত্তেজা"—মৎস্যপুরাণ ১২৭ অঃ
"বৃহস্পতি বৃংহতাং মহতাং দেবানাং রক্ষক এতৎ সংজ্ঞোদেবঃ।" সায়ণ।

‡ বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানোমহো জ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন।
সপ্তাস্য স্তুতিজাতোরবেনণবি সপ্তরশ্মিরধমত্তমাংসি॥

ঋগ্বেদ ৪ম-৫০ সূ-৪ ঋক

অর্থাৎ বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন তখন তিনি সপ্তমুখ বিশিষ্ট, বহু প্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন। (রমেশ)

এই তিষ্য নক্ষত্রের নাম পরে পুষ্যা হইয়াছে। এই নক্ষত্রেই এই সময় বিষুব সংক্রমণ হইত। ৪৮১২।৯।২৪ খৃষ্টাব্দ বা ৬৪০৪।১।১০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত পুষ্যা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইয়াছে। এই সময় বৃহস্পতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন, মেরুবাসকালে আর্য্যগণের যতদূর জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহাতে ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎ গতি তাঁহাদের দ্বারা তখন আবিষ্কার হওয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা মনশ্চক্ষে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, মেরুবাসিগণের পক্ষে ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করা যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। সূর্য্য ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতিক্রমে যখন যে নক্ষত্রে যাইবে, মেরুপ্রদেশে তখন সেই নক্ষত্রেই উদয় দেখা যাইবে। যে নক্ষত্রে সূর্য্যোদয় দেখা যাইবে, তাহা প্রথম গণনা করাও স্বাভাবিক। এই জন্য মেরুবাসী আর্য্যগণ তিষ্য বা পুষ্যানক্ষত্রকে **প্রথম** নক্ষত্র ধরিতেন। আমাদের দেশের বাসন্তিক বিষুবসংক্রমণের দিন মেরুপ্রদেশে দীর্ঘ রাত্রির পর সূর্য্য প্রথম উদয় হয়। সুতরাং আমাদিগকে বাসন্তিক বিষুবসংক্রমণের দিন নির্ণয় জন্য যত পরিশ্রম করিতে হয়, মেরুবাসীদিগকে তত কেন কিছুই পরিশ্রম করিতে হয় না, সূর্য্য উদয় হইলেই তাঁহারা সহজে দেখিতে পান, কোন নক্ষত্রে সূর্য্যোদয় হইল। এখন যাঁহারা বহু আয়াসে, বহু ব্যয় করিয়া, উত্তরমেরু আবিষ্কার করিতে যান, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ লক্ষ্য করেন, তবে তিনি সহজেই বলিতে পারেন, মেরুপ্রদেশে এখন কোন্ নক্ষত্রে সূর্য্যোদয় হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। এই সহজ অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল জন্মে নাই। তাই তাঁহারা এই মোটা কথাটির দিকে মনোযোগ দেন নাই। মনোযোগ করিয়া

দেখিলে দেখিতেন, এখন মেরুপ্রদেশে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে সূর্য্যোদয় হইতেছে।

যাঁহারা সময় নির্ণয়ের জন্য বাধ্য হইয়া এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতি প্রভাতে একই নক্ষত্রে সূর্য্যোদয় হইতে দেখিয়া সেই নক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র গণনা করিতেন। অন্ততঃ এই কারণেও তাঁহাদিগকে ঐ দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। পুষ্যা আদি নক্ষত্র গণনা করিতে করিতে যখন মেরুবাসী আর্য্যগণ দেখিতে পাইলেন, তিষ্য নক্ষত্র হইতে সূর্য্য সরিয়া পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দিকে যাইতেছে, তখনই তাঁহারা ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। পরে ক্রমে পুনর্ব্বসুকে আদি নক্ষত্র গণনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১ম খণ্ডের চিত্র দেখুন)।

আর্য্যগণ তিষ্যনক্ষত্রে বৃহস্পতির ভ্রমণ আরম্ভ হইতে মিথুন গণনা আরম্ভ করিলেন। ১২ মিথুনে বৃহস্পতি ঘুরিয়া আবার তিষ্য নক্ষত্রে আসিল। মেরুবাসিগণ ইহাতে ১২ মিথুনে বৃহস্পতির এক চক্র ধরিলেন। তিষ্যনক্ষত্রে এইরূপ গণনা আরম্ভ হওয়াতেই বৃহস্পতিকে তিষ্য নক্ষত্রের অধিপতি কল্পনা করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি যখন প্রথম জন্মিয়াছিলেন তখন তিনি তিষ্য নক্ষত্রকে অভিভূত করিয়াছিলেন (অভি সম্ভূব)। অভিভূত করিয়াছিলেন অর্থ নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন। কারণ তিষ্য অপেক্ষা বৃহস্পতি উজ্জ্বল।

তিষ্য নক্ষত্র হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতি ১ মিথুনে মঘা নক্ষত্রপুঞ্জে যায়। তৎপর মিথুনে অর্জ্জুনী বা ফল্গুনী নক্ষত্রে যায়। তৎপরে চিত্রা নক্ষত্রে যায়। এইরূপে ১২ মিথুনে ১২ নক্ষত্রে গিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয়। সেই ১২টি নক্ষত্রের নাম এই—(১) তিষ্য, (২) অঘা, (৩) অর্জ্জুনি, (৪) চিত্তিরা, (৫) রাধা, (৬) জ্যেষ্ঠা, (৭) আষাঢ়া,

(৮) শ্রোণা, (৯) ভাদ্রপদা, (১০) অশ্বিদ্বয়, (১১) বহুলা বা কৃত্তিকা, (১২) মৃগ। তাঁহারা কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এখন বৃহস্পতির গতি দেখিয়া বুঝা যায়, এই ১২টি নক্ষত্র তখন ধরা হইত।

এইরূপে প্রথমে বৃহস্পতিচক্রে ১২ মিথুন গণনা করিবার ব্যবস্থা মেরুপ্রদেশে হইয়াছিল। ১২ মিথুন গণনা করা হইলে বৃহস্পতির ঘূর্ণন-সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইয়াছিল। এই চক্রের নাম প্রজাপতি * চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্রের পাঁচটি অর † থাকে। এক একটি অর এক একটি বৃহস্পতি চক্রের সমান। পাঁচ অরে পাঁচটি বৃহস্পতি চক্র বা (১২ × ৫) ৬০ মিথুন গণনা করা হইত। ৬০ বৎসর গণিত হইলে প্রজাপতি চক্রের ঘূর্ণন-সংখ্যা গণনা করিবার জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইল, ইহার নাম ভ চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্র স্বর্গের চারিদিকে ঘুরে, ইহাতে ৭২০ মিথুন বাস করে অর্থাৎ ৭২০ মিথুন এই চক্রে গণনা করা হইত। ইহার ১২টি অর ছিল, প্রত্যেক অর এক একটি প্রজাপতি চক্র। সুতরাং এই চক্রে ১২ প্রাজাপত্য চক্র বা (৬০ × ১২) ৭২০ মিথুন গণনা করা হইত। এইরূপে নিম্নলিখিত আর্য্যা আর্য্যগণ মেরুপ্রদেশে বাস কালেই রচনা করিয়াছিলেন, যথা—

---

* সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ তস্য অয়নে দক্ষিণ উত্তরঞ্চ। প্রশ্নোপনিষৎ।

† পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্নাতস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব নশীর্য্যতে সনাভিঃ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৩ ঋক।

অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্ত্তমান পঞ্চ অর বিশিষ্ট চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রহিয়াছে উহার অক্ষ প্রভূত ভার বহনে ও ক্লান্ত হয় না, এবং উহার নাভি চিরদিনই সমান থাকে, কখন শীর্ণ হয় না।

১২ মিথুনে এক বার্হস্পত্য চক্র।

৫ বার্হস্পত্য চক্রে বা ৬০ মিথুনে এক প্রাজাপত্য চক্র।

১২ প্রাজাপত্য চক্রে বা ৭২০ মিথুনে এক ভ চক্র।

আর্য্যগণ মেরুপ্রদেশে ৫৪৫ বৎসর বাস করিয়া, পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ৭২০ মিথুন গণনা চক্র শেষ হইয়াছিল না, সুতরাং আর অধিক মিথুন গণনা চক্র আবশ্যক হয় নাই।

এই স্থানেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারিটি দিকের নামকরণ হইয়াছে। পূর অগ্রে—ব গমন অর্থে অগ্রে বা সম্মুখে সূর্য্যের গতি যেখানে আরম্ভ হয়, সেই দিকের নাম পূর্ব্ব দিক। এইদিকেই সূর্য্যকে প্রথমে উদয় হইতে দেখা যায়। পশ্চাতে অর্থাৎ পরে সূর্য্য যে দিকে যায়, সেই দিকের নাম পশ্চিম দিক। সূর্য্যের (উৎ উর্দ্ধে—তর গমন বা পথ) উর্দ্ধপথে গমন হইতে উত্তর দিক এবং সূর্য্যের দক অর্থাৎ জলের দিকে গমন হইতে দক্ষিণ দিক নাম হইয়াছে। জলভাগ পৃথিবীর দক্ষিণাংশেই অবস্থিত। আমরা বৎসরের মধ্যে চারিদিকেই সূর্য্যকে যাইতে দেখি। প্রতিদিন পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি দেখি, আর বৎসর মধ্যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দেখি। যে দিকে সূর্য্য উদয় হয় সেই দিকে মুখ করিয়া দর্শক দণ্ডায়মান হইলে, তাহার সম্মুখের দিক পূর্ব্বদিক, পশ্চাতের দিক পশ্চিম দিক, ডাইন পার্শ্বের দিক দক্ষিণ দিক্। যে দিকের হস্ত কার্য্যে দক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষম বা কার্য্য করিতে সমর্থ, সেই দিক দক্ষিণ দিক নামে কথিত। বাম পার্শ্বের দিক উত্তর দিক। ইহা বাম হস্তের দিক অর্থাৎ বিপরীত দিক। মেরুপ্রদেশে দিকের নামকরণের অন্য কারণও আছে—
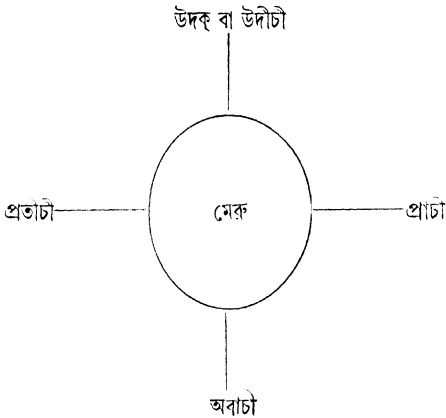
১। **প্রাচী** = প্র পূর্ব্ব বা অগ্রদিকে—অন্‌চ গমন করা। অর্থাৎ সূর্য্য যখন পূর্ব্ব সম্মুখ বা অগ্রদিকে গমন করে বা উদয় হয়।

২। **প্রতীচী** = প্রতি বিপরীত—অন্‌চ গমন করা অর্থাৎ সূর্য্যের বিপরীত বা পশ্চাৎ দিকে গমন করা।

৩। **অবাচী** = অব নিম্নে—অন্‌চ গমন করা অর্থাৎ নিম্নদিকে সূর্য্যের গতি। সূর্য্য উর্দ্ধে গমন করে না, নিম্নেই ঘুরিয়া বেড়ায়।

৪। **উদীচী** বা উদক—উদ্ বিপরীত—অন্‌চ গমন করা অর্থে অবাচীর বিপরীত যে দিকে সূর্য্য যায়। অথবা উন্দ আর্দ্র হওয়া অর্থে উদ্ অর্থ জল—অক অর্থ বক্রগতি অর্থে জলের দিকে বক্রগতিতে যে যায়। সূর্য্য সিদ্ধান্তে **উদক্** শব্দ উত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেরুপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র হইতে ঐ উক্তি হইতে পারে না। *

* উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
অর্থাৎ উত্তরে কুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী অবস্থিত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।৪০

উত্তর মেরু হইতে দর্শক দেখিবেন, সূর্য্য কখনই মাথার উপরে যায় না, কারণ উত্তর মেরু বিষুবরেখা হইতে ৯০ ডিগ্রি উপরে অবস্থিত। সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অর্থাৎ ২৩°।২৮° মিনিট মাত্র উর্দ্ধদিকে উঠে। ৯০°—২৩°।২৮′ = ৬৬°।৩২′ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং দর্শক মেরুপ্রদেশ হইতে সূর্য্যকে দেখিলে, সূর্য্য যখন তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ **কর্কট ক্রান্তিতে** গমন করিবে, তখন তাঁহার অপেক্ষা ৬৬°।৩২′ মিনিট নিম্নে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিবেন। সুতরাং মেরুপ্রদেশে সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য দর্শক দাঁড়াইলে, দেখিবেন যে দিকে সূর্য্যোদয় হইল তাহা তাঁহার অগ্র বা সম্মুখ বা **পূর্ব্ব**দিক বা প্রাচী (প্র অগ্র বা পূর্ব্ব—অন্চ গমন করা।) সূর্য্য উদয় হইয়া চলিতেছে। আমরা যেরূপ ক্রমে সূর্য্যকে উর্দ্ধাকাশে উঠিতে দেখি, মেরুস্থিত দর্শক তাহা দেখিতে পাইবেন না, কারণ সূর্য্য বিষুবরেখার স্থান ত্যাগ করিল না, তাহার উপরে থাকিয়াই ঘুরিতে লাগিল অর্থাৎ দর্শককে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, সুতরাং জল বা সমুদ্র ছাড়াইতে পারিল না। দর্শকের মাথার উপরে না উঠিয়া, নিম্ন দিয়াই বক্রভাবে পূর্ব্ব হইতে আর এক দিকে আসিল। দর্শক পূর্ব্ব মুখেই থাকিবেন, সুতরাং সূর্য্য তাহার পার্শ্বে আসিল, দর্শক ঐ পার্শ্বের দিকের নাম দক্ষ হস্তের দিক অর্থে **দক্ষিণ** রাখিলেন; অব নিম্ন অর্থে এবং অন্চ গমন অর্থে অর্থাৎ নিম্ন দিয়া গমন হইতে ঐ দিকের নাম অবাচী রাখিলেন। সূর্য্য ক্রমে দর্শকের পশ্চাৎ দিকে আসিল, তখন পশ্চাৎ শব্দ হইতে ঐদিকের নাম **পশ্চিম** রাখিলেন এবং প্রতি অর্থ বিপরীত—অন্চ্ অর্থ গমন করা অর্থে পূর্ব্ব-দিকের বিপরীত দিক বলিয়া প্রতীচী রাখিলেন। সূর্য্য ক্রমে দর্শকের বিপরীত পার্শ্বে অর্থাৎ বাম পার্শ্বে আসিল, তখন উদ্ বিপরীত—অক্ বক্রগতি হইতে, ঐ দিকের নাম **উদক** রাখিলেন। মেরু প্রদেশের

নিম্নে চারিদিকেই সমুদ্র সুতরাং দক্ষিণ ও উদক্ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ দক অর্থ জল, উন্দ অর্থ আর্দ্র হওয়া। দক শব্দও উদক্ শব্দের 'উ' লোপ হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান কালে দর্শক ঠিক মেরু প্রদেশে ৯০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইয়া দেখিলে তাঁহার উত্তরে দেখিবেন **আমেরিকা**, দক্ষিণে দেখিবেন **এসিয়া**, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই দেখিবেন সমুদ্র। সুতরাং হিমশিলাপাতের পূর্ব্বে মেরুদেশে দাঁড়াইয়া দর্শক সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত মত উত্তরে দেখিয়াছেন কুরুবর্ষ (আমেরিকার দক্ষিণাংশ), দক্ষিণে দেখিয়াছেন ভারতবর্ষ বা লঙ্কা বা হিমবর্ষ, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ (হিমবিপ্লবে বসিয়া গিয়াছে) পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ (হিমবিপ্লবে বসিয়া গিয়াছে)। আর দেখিয়াছেন কি? দেখিয়াছেন **সূর্য্য** ভদ্রাশ্ববর্ষে উদয় হইয়া মেরুপ্রদেশকে প্রদক্ষিণ করতঃ ভারতবর্ষ বা হিমবর্ষ দিয়া কেতুমালবর্ষে রোমক পত্তন দিয়া উত্তর কুরুবর্ষে গিয়া আবার ভদ্রাশ্ববর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। **এই দৃশ্য আর কোথাও দেখিবার উপায় নাই।** সুতরাং ইহা আর্য্যগণের মেরুবাসের একটি **অকাট্য প্রমাণ।** এখন দর্শক মেরুপ্রদেশ হইতে আমেরিকাকে তিন ভাগ করুন, প্রথম ভাগের নাম রম্যক বর্ষ, দ্বিতীয়ভাগের নাম হিরণ্ময় বর্ষ, তৃতীয় প্রদেশের নাম উত্তর কুরুবর্ষ রাখুন এবং সাইবেরিয়াকে হরিবর্ষ, আলটাই পার্ব্বত্য প্রদেশ কিম্পুরুষবর্ষ এবং হিমালয় প্রদেশ ভারতবর্ষ মনে করুন, দেখিবেন ঠিক মিলিয়া যাইবে। ভদ্রাশ্ববর্ষ, মেরু-প্রদেশ এবং কেতুমাল বর্ষ হিমপ্রলয়ের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। * (২ চিত্র)

ক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ ৯০° অক্ষাংশ হইতে ৮৫° অক্ষাংশের প্রদেশে আগমন করিলেন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন পাঁচ

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ১০১ পৃষ্ঠা।

মাস সতত দিবা অর্থাৎ সূর্য্য অস্ত যায় না—পাঁচ মাস সতত রাত্রি অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হয় না। অন্য দুই মাস (বিষুবরেখার নিম্নে ১৫ দিন ও উর্দ্ধে ১৫ দিন) আমাদের দেশের মত প্রতিদিন অর্থাৎ ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায় সূর্য্য একবার উদয় হয় এবং একবার অস্ত যায়। এখানে তাঁহারা প্রথম দেখিলেন এক অহন্ অহোরাত্রিতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ এবং সারদীয় বিষুবসংক্রমণের ১৫ দিন পূর্ব্বে এবং ১৫ দিন পরে এইরূপ হয়। সুতরাং এখানে ৭টি আদিত্য তাঁহারা দেখিলেন। এই জন্য বেদে সাত আদিত্যের কথা পাওয়া যায়।* এই সপ্তম আদিত্যের নাম ইন্দ্র অপর নাম ইষ অর্থাৎ যাত্রা করা। এই সময় সপ্তম আদিত্য, বিষুবরেখার নিম্নে যাত্রা করা সত্বেও আর্য্যগণ এই প্রদেশ হইতে তাহাকে দেখিতে পাইতেন।

এখানে বংশবৃদ্ধি হইলে আর্য্যগণ ক্রমে ৮০° অক্ষাংশে আগমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এই প্রদেশে ৪ মাস সতত দিবা, ৪ মাস সতত রাত্রি এবং অন্য ৪ মাস প্রতিদিন বা ৬০ দণ্ডে একবার সূর্য্যোদয় হয় এবং অস্ত যায়। সুতরাং এখানে তাঁহারা ৮ মাসে আট আদিত্য দেখিলেন। এই অষ্টম আদিত্যের নাম বিবস্বান্ এবং উর্জ্জ (বলপ্রাপ্ত)। এই সময় সূর্য্যোদয়কালে বিষুব রেখার নিম্নে সূর্য্যের অবস্থান কালে এক মাস প্রতিদিন দিবা রাত্রি হইত এবং বিষুবরেখার উপরে সূর্য্য উঠিলে একমাস দিবা রাত্রি দেখা যাইত।

* সপ্তদিশো নানা সূর্য্যাঃ সপ্তহোতার ঋত্বিজঃ।
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ সোমাভিরক্ষণ ইন্দ্রায়েন্দো পরিশ্রব॥

৯।১১৪।৩ ঋক

অর্থাৎ অনেক সূর্য্যের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে সাতদিক্ আছে এবং হোমকর্ত্তা যে সাতজন পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সূর্য্যদেব আছেন ; হে সোম! তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও! (রমেশ)।

সূর্য্যোদয় হইতে প্রথম মাস গণনা হইত। তখন মাস নাম হইয়াছিল না। আদিত্যের নামই মাস নাম জ্ঞাপক ছিল। বিবস্বান অর্থ বিবস্ (বি বিবিধ প্রকারে—বস্ বাস করা) আবরণ অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণ অর্থে বিবস্বান শব্দ হইয়াছে। পূর্ব্বে সূর্য্য সর্ব্বক্ষণ প্রায় সমতেজে দৃষ্ট হইত, কিন্তু এখন বিবিধ প্রকারে দেখা যাইতেছে; মধ্যে মধ্যে আবরণ পড়িয়া রাত্রি হইতেছে তাই এইস্থানে গণিত অতিরিক্ত আদিত্যের নাম আর্য্যগণ বিবস্বান রাখিলেন।

এখানেও ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে ৭৫° অক্ষাংশে গমন করিলেন, তখন দেখিলেন সেখানে সাড়ে তিন মাস সতত দিবা, সাড়ে তিন মাস সতত রাত্রি, অন্য ৫ মাস সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হয়। এইরূপে এখানে সাড়ে আট মাস সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং **৯টি আদিত্য** দেখিলেন। এই নবম আদিত্যের নাম রাখিলেন **পুষা**। পুষ্ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। রাত্রি ছোট হইয়াছে, দিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। সূর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতেই অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার উদয় হওয়াতেই দিবার সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশের সূর্য্যের নাম রাখিয়াছেন, পুষা। এই আদিত্যের নাম **সহ** অর্থাৎ সহ্য কর। দীর্ঘরাত্রি ক্রমে আর্য্যগণের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখনও সহিতে হইবে, তাই এই অংশের নাম রাখিয়াছেন সহ। এই প্রদেশে বাসকালে আর্য্যগণ নয় মাসব্যাপী একটি যজ্ঞ করিতেন। তাহার নাম **নবগ্ব** *। দিবা ব্যতীত রাত্রিতে

---

* যে অগ্নেঃ পরিজজ্ঞিরে বিরূপাসো দিবস্পরি।
নবগ্বোনুদশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচাদেবেবুনংহতে॥ ১০।৬২।৬ ঋক।

অর্থাৎ তাঁহারা অগ্নির চতুর্দ্দিকে আবির্ভূত হইলেন, নানামূর্ত্তিতে গগণের চতুর্দ্দিকে উদয় হইলেন। কেহ নবগ্ব অর্থাৎ নয়মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন; কেহ দশগ্ব অর্থাৎ দশমাস যজ্ঞ করিয়া গোধন পাইয়াছেন। যিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধনদান করিতেছেন।

যজ্ঞ হয় না, এজন্য দীর্ঘ রাত্রির পর (সাড়ে তিন মাস) প্রথম সূর্য্যোদয় হইতে এই যজ্ঞ আরম্ভ হইত, এবং যে দিন সূর্য্যাস্তের পর দীর্ঘ রাত্রি আরম্ভ হইত সেইদিন শেষ হইত। এই নবগ্ব যজ্ঞ আর্য্যগণের মেরুপ্রদেশের এই অক্ষাংশে বাসের এক **অকাট্য প্রমাণ**।

এখানেও বংশবৃদ্ধিবশত আর্য্যগণ আরও দক্ষিণে ৭০° অক্ষাংশে আসিলেন। এই স্থানে দুই মাস সতত দিবা দুই মাস সতত রাত্রি, অবশিষ্ট আট মাস প্রতিদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইত। সুতরাং এখানে আর একটি আদিত্য বৃদ্ধি হইল। এই **দশম** আদিত্যের নাম **সবিতা**, অর্থাৎ দিবস-প্রসবিতা। এই সূর্য্যের কালের নাম **সহস্য** অর্থাৎ সহের শেষ সীমা। ৭৫° অক্ষাংশে যে যজ্ঞ নয় মাস ব্যাপী ছিল, এখানে আসিলে তাহা দশ মাস ব্যাপী হইয়াছে, তাই নাম হইয়াছে **দশগ্ব** *। ইহাই **গবাময়ন** নামক দশমাস ব্যাপী যজ্ঞ।

এইরূপে আর্য্যগণ ক্রমশঃ মেরুপ্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া **দক্ষিণে** আসিয়াছেন, অবস্তাগ্রন্থে তাহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে †।

---

* "যে নবভিঃ মাসৈঃ সমাপ্য গতা স্তে নবগ্বা"। "যে তু দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মুস্তে দশগ্বাঃ"। সায়ণ।

† 4. Then I, Ahura Mazda, said this unto him, O Zarathustra :

'Since thou wantest not to be the preacher and the bearer of my law, then make thou my worlds thrive, make my worlds increase : undertake thou to nourish, to rule, and to watch over my world.'

5. And the fair **Yima** replied unto me, O Zarathustra, saying ; 'yes ! I will make thy worlds thrive, I will make thy worlds increase. Yes ! I will nourish, and rule, and watch over thy world. There shall be, while I am king, neither cold wind nor hot wind, neither disease nor death.'

চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই, সূর্য্যের আলোকেই আলোকিত হয়, তাহা আর্য্যগণ এই প্রদেশে থাকিতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এখানে তাহারা এই সূর্য্যালোক পতন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন।

---

8. Thus under the sway of Yima, three hundred winters passed away, and the earth was replenished with flock and herds, with men and dogs and birds and with red blazing **fires**, * and there was no more room for flocks, herds, and men.

* অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সমিদ্ধঃ। গৃৎসমদ ঋষি। ২।১০।১ ঋক।
অর্থাৎ অগ্নি প্রথম ইলাবৃত বর্ষেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

9. Then I warned the fair Yima, saying : 'O fair Yima, son of Vivanghat, the earth has become full of flocks and herds, of men and dogs and birds and of red blazing fire, and there is no more room for flocks, herds and men.'

10. Then Yima stepped forward, towards the luminous space, **Southwards** to meet the sun, and (afterwards) he pressed the earth with the golden ring and bored it with poniard, speaking thus : 'O Spenta Aramaiti, kindly open assunder and stretch thyself afar, to bear flocks and herds and men."

11. And Yima made the earth grow larger by onethird than it was before and there came flocks and herds, and men, at his will and wish, as many as he wished.

12. Thus under the sway of Yima, six hundred winters passed away, and the earth was replenished with flocks and herds with men and dogs and birds and blazing fires, and there was no more room for flocks, herds, and men.

14. Then Yima stepped forward, towards the luminous space **Southwards,** to meet the sun, and (afterwards) he pressed the earth with the golden ring and bored it etc.

15. And Yima made the earth grow larger by two-thirds than it was before, and there came flocks and herds and men, at his will and wish, as many as he wished.

যে অংশ সূর্য্যের অন্তরালে পড়িত, তাহাতে আলোক লাগিত না, আবার সে অংশ সূর্য্যের দিকে পড়িলে আলোক প্রতিফলিত হইত, ইহাও তাঁহারা মেরুপ্রদেশেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন *।

৭। ভাষাতত্ত্ব।

কণ্ঠ হইতে একটা স্বাভাবিক ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই ধ্বনির বিবিধ প্রকার রূপান্তরের নাম **শব্দ**। মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দই **ভাষা**। প্রাণীমাত্রেরই মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ আছে; তবে কাহারও কম, কাহারও বা বেশী। পশু-পক্ষী-দিগেরও মনোভাবজ্ঞাপক ভাষা আছে—তবে তাহা সীমাবদ্ধ।

---

16. Thus under the sway of Yima, nine hundred winters passed away, and the earth was replenised with floeks and herds, with men and dogs and birds and with red blazing fires, and there was no more room for flocks, herds, and men.

18. Thus Yima stepped forward, towards the luminous space, **Southwards,** to meet the sun and (afterwards) he pressed the earth with the golden ring and bored it etc

19. And Yima made the earth grow larger by three-thirds than it was before, and there came flocks and herds and men etc.

VENDIDAD FRAG. I. P. 12.

* অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥ ১।২৪।১০ ঋক

শুনশেফ ঋষি বলিয়াছেন "সমুদ্রগত বরুণের অপ্রতিহত কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ কিরণ-সমূহ রাত্রিকালে চন্দ্রমাকে বিকাশ করে অর্থাৎ দীপ্তি করে।"

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ১।৮৪।১৫ ঋক।

গোতম ঋষি বলিয়াছেন—কথিত আছে গমনশীল ত্বষ্টা হইতে এই দিব্য রশ্মি নিশ্চয় চন্দ্রমা এইরূপে গ্রহণ করে।

কাহারও দুই চারিটা, কাহারও ১০।২০টা, কাহারও বা তদপেক্ষা কিছু অধিক। আমরা সাধরণতঃ দেখিতে পাই, পক্ষীদিগের মধ্যে **কাকের** ভাষা অধিক।

এইরূপ **মানুষের**ও ভাষা আছে। মানুষ-সৃষ্টির প্রথমে তাহার সংখ্যা দুই দশটাই ছিল। ক্রমে সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রয়োজনীয়তাই বিবিধ শব্দ সৃষ্টির কারণ। যখন যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তদ্রূপ শব্দও সৃষ্টি হইয়াছে।

সৃষ্টির ক্রম অনুসারে নরসিংহের সৃষ্টির পর নর অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে। লেজশূন্য নরসিংহই মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি গঠনের সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। লেজ থাকাতেই নরসিংহ পশু—কথা বলিতে না পারাতেই নরসিংহ পশু। মানুষের **লেজ** নাই,—মানুষ কথা বলিতে পারে—তাই **মানুষ নরসিংহের উন্নত সংস্করণ**।

লোমশ জীবের উন্নত সংস্করণ **বানরের** লেজ ও লোম আছে, বুদ্ধি নাই, মানুষের লেজ ও লোম নাই কিন্তু বুদ্ধি আছে। কথা বিবিধ প্রকার শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বানর বুদ্ধিহীন, তাই সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত, সুতরাং তাহার অধিক ভাষার প্রয়োজন হয় না, ক্ষমতাও নাই। মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে পারে না, মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তাই মানুষকে অন্য উপায়ে অভাব পূরণ করিতে হয়।

নরসিংহ হইতে প্রথমে **কৃষ্ণবর্ণ** মানুষ হইয়াছে। আমাদের গণনানুসারে ৪০২১০ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূ ১৪৩১৭ অব্দ গত হইলে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করিত। ইহাদের ভাষাই মানুষের প্রথম ভাষা। ইহারা আবশ্যকমত শব্দ প্রস্তুত

করিয়া নিজের মনোভাব পরস্পর ব্যক্ত করিত। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইহাদের যে যে দ্রব্য আবশ্যক হইত, তাহার নামকরণ ইহারাই প্রথমে করিয়াছিল। তীর, ধনুক প্রভৃতি ইহারাই প্রথম নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং নিজের ইচ্ছামত নাম রাখিয়াছিল। পশুদের মত ইহারা মুখ দিয়া জলপান করিতে পারিত না। কখন করপুটে, কখন পত্রপুটে জলপান করিত। তাহারও একটা নাম রাখিয়াছিল। এই-রূপেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের যতই প্রয়োজন বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই ভাষার উন্নতি হইয়াছে। তৎপরে ৪২৩২৫ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ১২২০০ অব্দের পরে **রক্তবর্ণ** মানুষ জন্মিলে ভাষার আরও উন্নতি হইয়াছে, **পীতবর্ণ** মনুষ্য দ্বারা ভাষার আরও পুষ্টি হইয়াছে। অবশেষে **শ্বেতবর্ণ** মনুষ্যের আদিপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। ইঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান মনুষ্য পূর্ব্বে আর জন্মে নাই। এই চারি জাতির কাহারও ভাষার সহিত কাহারও ভাষার ঐক্য ছিল না।

ব্রহ্মার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে ভাষারও উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা আবশ্যকমত বহু শব্দই সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সমস্ত শব্দই **অযৌগিক**। এই শব্দই সকল ভাষার মূল। এই সকল শব্দই ব্যাকরণ দ্বারা পরস্পর যুক্ত হইয়া এখন এমনরূপ ধারণ করিয়াছে যে **মুল** শব্দ আর বাছিয়া লইতে পারা যায় না।

অক্ষরই ভাষার আকার, কারণ অক্ষর দ্বারাই ভাষা প্রকাশ করা যায়। প্রথমে কোন্ অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন মুখের ভঙ্গী অনুসারে প্রথম "আ" শব্দ বাহির হইয়াছে। আ উচ্চারণ করিয়া যতই মুখ সঙ্কুচিত করিবে, ততই বিভিন্ন প্রকারের শব্দ বাহির হইবে। এই শব্দ অনুসারে বিভিন্ন নাম

দিলেই অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা মুখ ফাঁক করিয়া আ অক্ষর মানুষ আগে বলিতে শিখিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই, বা শিশুই যে আগে যাহা উচ্চারণ করিয়াছে তাহাই ভাষা-গঠনের মূল, তাহাও নহে। মুখের ফাঁক কিছু কমাইয়া আনিয়া শব্দ করিলে যে শব্দ বাহির হয় তাহা অনুকরণে "ই" অক্ষর হইয়াছে। মুখ একেবারে সঙ্কুচিত করিলে "উ" শব্দ বাহির হয়। শব্দ-তত্ত্বানুসারে এইরূপ ক্রমেই অক্ষর আবিষ্কার হইয়াছে ধরা যাইতে পারে, তাই ব্যাকরণেও আমরা প্রথমে আ, পরে ই, তারপর উ দেখিতে পাই। কিন্তু শিশু যে ব্যাকরণ মানিয়া শব্দ করিত, আদি মানব যে ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিত, তাহা বলা যায় না। মানুষ শৈশবকালেই হউক আর বড় হইয়াই হউক, যখন যে শব্দ বাহির হইয়াছে, তাহারই একটা উচ্চারণ স্থির করিয়াছে। মুখ-ভঙ্গী অনুসারে ব্যাকরণ ভাষা সাজাইয়াছে।

বাস্তবিক "আ" অক্ষর আগে উচ্চারিত হয় কি না, তাহা বিচার করা কঠিন নহে। আমি একজনকে প্রহার করিতেছি, তাহার অবশ্যই লাগিতেছে। কিন্তু সে লাগা এমন যে, কাঁদা আসে না, সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কিরূপ শব্দ করিবে? মুখ সঙ্কুচিত করিয়া "উ" শব্দ বাহির করিবে না কি? শিশু কাঁদিবার পূর্ব্বে হাঁ করে কি? মুখ সঙ্কুচিত করিয়া আগে ওষ্ঠ ফুলায়, তার পরে কাঁদে। কাঁদিলেই মুখ ফাঁক হইয়া যায়, তখন অবশ্যই প্রথমে ও অথবা আ শব্দ কিম্বা ওয়া শব্দ বাহির হয়। শিশু প্রসবের সময়ই কাঁদিয়া উঠে, তাহাতে প্রথমে আ শব্দ বাহির হয় না, তখন ওয়া বা ও ইত্যাদি শব্দ বাহির হয়। বড় মানুষে তাহার অনুকরণ করিয়া "হোয়া" বলে। সেই শিশুর কাঁদা থামাইবার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করে সে "ও, ও" এবং "আ, আ" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া

শিশুকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় আমরা শিশুর মুখে প্রথম 'ও' তৎপরে 'আ' শব্দ পাই ; যে তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে. তাহার নিকটও প্রথম ও তৎপরে আ পাই। সুতরাং মানুষ ও উচ্চারণই প্রথম করে, তৎপরে আ উচ্চারণ করে। তাই ও উচ্চারণ মানুষের স্বাভাবিক, সকল কথাতেই ও আসিয়া পড়ে। শিশু কাঁদিতেছে, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য একটা কিছু দেখাইতে হইলে ওই বলিয়া দেখাইতে হয়, ইহা স্বাভাবিক। অঙ্গুলি বিস্তার করিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অক্ষর ও এবং ভঙ্গী পরিবর্ত্তন দ্বারা ই অর্থাৎ ওই আপনিই বাহির হয়। যাহার যে স্বাভাবিক শক্তি থাকে তাহার বিকাশ আপনিই হয় বটে, কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত হয় না।

মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যে শব্দ করা যায়, তাহাই ভাষা। ভাষা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত। যে শব্দের অর্থ বোধ হয়, তাহাই ব্যক্ত ভাষা, আর যে ভাষার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাই অব্যক্ত ভাষা। শিশু অব্যক্ত ভাষাই বলে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, কারণ সে ভাষাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা আমরা করি নাই। যদি শিশুর অব্যক্ত ভাষার কোন প্রকার অর্থ করিয়া তাহাকে ব্যক্ত ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে শিশুদের একটা স্বাভাবিক ভাষা আছে, তাহা দুইটা হউক আর দশটাই হউক, সকল দেশের সকল শিশুরই এক প্রকার। সে ভাষাকে ধরিলে পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় শিশুর কথাই বুঝা যাইত। কিন্তু সে চেষ্টা করা হয় নাই, সকলেই শিশুর ভাষাকে আপন ইচ্ছামত, আপন ভাষায়, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঠিক করিয়া অথবা কৃত্রিম করিয়া লয়। আপন সুবিধানুরূপ প্রস্তুত করিয়া লয়। পশু-পক্ষীর ভাষায় দেশভেদে কোন পার্থক্য নাই। গরু সর্ব্বদেশে একরূপ শব্দ করে, এক জাতীয় কুকুর সর্ব্ব-

দেশেই একরূপ শব্দ করে। মানুষও তদ্রূপ ভাষা শিখিবার আগে সর্ব্ব দেশেই একরূপ শব্দ করে। পশু-পক্ষীর ভাষা কৃত্রিম করিবার শক্তি নাই, তাই সর্ব্বত্র একরূপ ভাষাই থাকিয়া যায়, কিন্তু মানুষের ভাষা কৃত্রিম করিবার শক্তি আছে, তাই প্রয়োজনানুসারে ভাষার আকার পৃথক। কাহারও সহিত কাহারও মিলে না। সকলে সকল অক্ষর উচ্চারণ করিতেও পারে না। ইংরেজগণ ত উচ্চারণ করিতে পারে না, দ উচ্চারণ করিতে পারে না। কারণ তাঁহাদের স্বরযন্ত্র যে ভাবে লইলে ঐ দুই অক্ষর উচ্চারণ করা যায়, সে শিক্ষা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা ট ও ড অক্ষরকে একটু কোমল করিয়া উচ্চারণ করিলেই ত ও দ করিতে পারেন, কিন্তু শিশুকাল হইতে, ভাষার ত্রুটী হেতু, সে অভ্যাস করেন নাই, তাই পারেন না। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, যাহা স্বাভাবিক তাহা সর্ব্বত্রই সমান। না করিতে হইলে যে ভাবে মাথা নাড়িতে হয়, তাহা সর্ব্বত্রই একরূপ। সম্মতিসূচক মাথা নাড়াও সর্ব্বত্রই একরূপ। কোন স্থানেই তাহার বিপরীত দেখা যায় না। না বুঝাইতে হইলে যে ভাবে মাথা নাড়িতে হয়, সম্মতিসূচকভাবে সেখানে কেহই মাথা নাড়ে না বা সম্মতি দিতে হইলেও যেরূপভাবে মাথা নাড়িতে হয়, অসম্মতি-সূচক ভাবে সেখানে কেহ মাথা নাড়ে না। যেখানে কৃত্রিম, কেবল সেই স্থানেই প্রভেদ। তাই কাহারও ভাষার সহিত কাহারও ভাষা মিলে না। না মিলুক, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে একটা ভাষা সকলেই গড়িয়া লয়। যে গড়িয়া লইতে পারে না, তাহারও স্বভাবজাত ভাষা আছে। পশু-পক্ষীরও ভাষা আছে, আমরা বুঝিতে পারি না বলিয়াই তাহা ভাষা মধ্যে গণ্য করি না—তবে সে ভাষা অতি সংক্ষিপ্ত, শব্দসম্পদশূন্য।

বস্তুর নাম-করণ করা মানুষের একটা স্বাভাবিক গুণ। কোন বস্তু দেখিলেই মানুষ তাহার একটা নাম, নিজের ভাষা অনুসারে দিয়া

লয়। কোন কোন স্থলে অপরের ভাষা হইতে বস্তুর নাম লইয়া নিজের ভাষার পুষ্টিসাধন করে। সুতরাং নাম একটা চাই। এইরূপেই ভাষার উন্নতি হয়।

যতই বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে থাকে. ততই ভাষার উন্নতি হয়। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লিপির আবশ্যক হয়। তাহা না হইলে সমস্ত মনে রাখা কঠিন। অবশ্য গল্পচ্ছলে আর্য্যগণ অনেক তত্ত্ব মনে রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহাতে লিপির অভাব পূর্ণ হয় না।

যখন লিপির অভাব বোধ হইয়াছে, তখনই তাহার পন্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনুষ্য চিরকাল চিত্রপ্রিয়। মানুষ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ম্যামথ নামক এক প্রকার হস্তী ছিল। মানুষ সৃষ্টি পর্য্যন্ত যে ইহারা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ ম্যামথের দন্তে অঙ্কিত ম্যামথের চিত্র পাওয়া গিয়াছে। এই চিত্র অপেক্ষা পুরাতন চিত্র পৃথিবীতে আর নাই। ভূস্তর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ সময়ের মানুষ ধাতুর জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিত না। প্রস্তর দ্বারা নিজ আবশ্যকীয় অস্ত্র প্রস্তুত করিত। ঐ চিত্রটিও বোধ হয় প্রস্তরাস্ত্রের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। চিত্রকর ম্যামথ না দেখিয়া এই চিত্র কখনই অঙ্কিত করিতে পারে নাই। ভূতত্ত্বের প্রমাণে জানা যায় যে, মানুষ-সৃষ্টির অল্পদিন পরেই ম্যামথ-জাতীয় হস্তী লোপ পাইয়াছে। রুষিয়া-দেশের মস্কাউ নগরের মিউজিয়ামে একটি চিত্র আছে, তাহাতে একটি (অসভ্য) মনুষ্য, পাথর ও যষ্টিসহ একটি ম্যামথকে আক্রমণ করিয়াছে, এইরূপ চিত্রিত আছে।

ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই অর্থাৎ সভ্য-মনুষ্য-সৃষ্টির আদি হইতেই চিত্রপ্রিয় ছিল। যাহারা

চিত্রপ্রিয় ছিল, তাহারা চিত্রলিপিপ্রিয়ই বা না হইবে কেন? যতদিন তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন, যতদিন তাঁহারা নানাদিকে বিস্তৃত হন নাই, যতদিন তাঁহারা স্মরণযোগ্য অধিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, ততদিন লিপির প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ তত্ত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে, লিপির অভাব তাঁহারা বোধ করিয়াছিলেন। এই অভাব-বোধের ফলস্বরূপ চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মেরুপ্রদেশই ইহার উৎপত্তির প্রথম স্থান। ম্যামথ মেরুপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র পাওয়া যাইত না।

লিপির অভাব বোধ হইলে মানুষ এইরূপে চিত্রদ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিবিধ প্রকারের পক্ষী ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অনুকরণে এই চিত্রাক্ষর চিত্রিত হইত। মিশরে এই চিত্রাক্ষরের নমুনা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদেশের আর্য্যগণ ও যে ইহার নিদর্শন না রাখিয়াছেন, তাহা নহে। নক্ষত্র ও রাশিচিত্রই তাঁহাদের ব্যবহৃত চিত্রাক্ষরের প্রমাণ।

আমরা আকাশে অশ্বিনী নক্ষত্র যেমন দেখিতেছি, অতি প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ তদ্রূপ দেখিয়াছেন। অশ্বমুখের কোন চিহ্ন তাহাতে আছে কি? আমরা যেমন তিনটি তারা মাত্র অশ্বিনী নক্ষত্রে দেখিতে পাই, তাঁহারাও তদ্রূপ প্রথমে দুইটি পরে তিনটি দেখিতেন। এখন যেমন আমরা তাহাতে অশ্বমুখের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না, তখনও তাঁহারাও তদ্রূপ অশ্বমুখের কোন চিহ্ন তাহাতে দেখিতে পান নাই। তবে এ চিত্র হইল কিরূপে? অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিনী বুঝাইবার জন্য নহে কি? মেরুপ্রদেশে অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্য্যের আগমন-বার্ত্তাবহ ঊষা প্রথম দেখা দেয় অর্থাৎ অশ্বিনী নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে থাকিবার সময় ঊষা প্রথম দেখা যাইত। প্রতি মিথুনেই ঊষা অশ্বিনী নক্ষত্রে প্রথম উদয়

হওয়ায় অশ্বিনী নক্ষত্র সূর্য্যের অশ্বস্বরূপ গণ্য হইল। এই হইতেই অশ্বমুখ দ্বারা অশ্বিনী নক্ষত্র চিত্রিত হইতে লাগিল। অশ্বমুখ এই চিত্র-লিপির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। কৃত্তিকার চিত্র ক্ষুরের ন্যায়। তখন তাহাকে কর্ত্তরী বলিত। ক্রমে তাহা 'কর্ত্তরিকা' হইতে কৃত্তিকা হইয়াছে। ইত্যাদিরূপে মেরুপ্রদেশে বাস কালে ১২টি নক্ষত্রের চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইরূপে তরঙ্গের চিত্র দ্বারা জল, মানুষ শয়ন করিয়া থাকা হইতে রোগ, সূর্য্যের চিত্র দ্বারা সূর্য্য ইত্যাদি চিত্রলিপি মেরুপ্রদেশেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৭০ শতাব্দীতে স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতেই এইরূপ চিত্রলিপির আবিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে।

৮। সমাজতত্ত্ব

এক প্রকার জাতিভেদ স্বাভাবিক। এই জাতিভেদ মনুষ্য এবং অন্যান্য জীব মধ্যেও দেখা যায়। যথা,—সৃষ্টির সময় প্রধানতঃ চারি জাতীয় মানব দেখা যায়—(১) কৃষ্ণবর্ণ, (২) রক্তবর্ণ, (৩) পীতবর্ণ এবং (৪) শ্বেতবর্ণ।

এই চারিজাতীয় মানবের কাহারও সহিত কাহারও বর্ণ, আকৃতি বা আচারের মিল নাই। কৃষ্ণবর্ণ জাতির কোন সমাজ ছিল না। ইহারা স্বভাবের সহিত বিরোধ করিত না। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিত না। পর্ব্বত, সাগরতট প্রভৃতি অনাবৃত স্থানে অনাবৃত অবস্থায় বাস করিত। বৃক্ষে ফল হইত না, সুতরাং কেবল মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিয়া স্বভাবের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। তখন অতিশয় শীত বা অতিশয় গ্রীষ্ম কিছুই ছিল না। *

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

রক্তবর্ণ জাতির শিক্ষা-শক্তি অতি অল্প। ইহাদিগের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। ইহারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, অস্থির ও যুদ্ধপ্রিয়। উলঙ্গ বেশে থাকিত। সদাই প্রফুল্ল, সশঙ্কিত। *

পীতবর্ণ জাতি রক্তবর্ণ অপেক্ষা অনেক সভ্য ছিল, তাহারা উলঙ্গ থাকিত না, ফল মূল ভক্ষণ করিত। পশ্বাদিও প্রতিপালন করিত।

শ্বেতবর্ণ জাতিই আর্য্য নামেই কথিত। ব্রহ্মা ইঁহাদের আদি পুরুষ। ইঁহারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তৎসাহায্যে খাদ্যাদি রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। কেবল মৃগয়ালব্ধ জীব মাংসে জীবন ধারণ করিতেন না। গৃহপালিত পশু প্রতিপালন করিতেন, গোদুগ্ধ দোহন করিয়া পান করিতেন। মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পোড়াইয়া পাকের জন্য স্থালী প্রস্তুত করিতেন। প্রথমে পালিস প্রস্তরাস্ত্র পরে লৌহ-অস্ত্র উঁহারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মার (১) **মুখ** হইতে সত্ত্বগুণযুক্ত (শ্বেতবর্ণ) সহস্র মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল। (২) **বক্ষ** হইতে রজোগুণবিশিষ্ট (রক্তবর্ণ) সহস্র মিথুন উৎপন্ন হইয়াছিল। (৩) **উরুদেশ** হইতে যে সহস্র মিথুনের সৃষ্টি হয়, তাহারা রজ ও তমোগুণযুক্ত (পীতবর্ণ)। (৪) **পদদ্বয়** হইতে শ্রীভ্রষ্ট, অল্পবুদ্ধি তামস (কৃষ্ণবর্ণ) মিথুন সহস্র সৃষ্ট হইয়াছিল। †

ইহা ব্যতীত আরও অনেক মিশ্রজাতি ছিল, কাহারও সহিত কাহারও মিল ছিল না। ‡ ইহারাই প্রকৃত বর্ণশঙ্কর-জাতি।

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব ৯৮ পৃষ্ঠা।

† মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

‡ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

মেরুপ্রদেশে বাসকালে শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণ সকলেই এক সমাজভুক্ত ছিলেন এবং একজাতি ছিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে কৃত্রিম জাতি-বিভাগ হয় নাই। সকলেই তখন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ পৈতাধারী ছিলেন না। ব্রহ্মন্+অ অপত্যার্থে ব্রাহ্মণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া সকলেই ব্রাহ্মণ নামে কথিত হইতেন।

সমাজের প্রথম অবস্থায় বিবাহ-বিধি ছিল না। তখন মানব স্বেচ্ছাচারী ছিল। সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে, ব্রহ্মা আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—অর্দ্ধভাগ পুরুষ এবং অর্দ্ধভাগ নারী এই নারীর নাম গায়ত্রী দেবী। ব্রহ্মা প্রথম আর্য্য পুরুষ এবং গায়ত্রী দেবী প্রথম আর্য্যরমণী বা আর্য্যজাতির প্রকৃত মাতা। অন্য আর্য্য-রমণীর অভাব হেতু ব্রহ্মা নিজ কন্যা গায়ত্রী দেবীকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কথা সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে। বাইবেলে লিখিত আছে, "আদমের পঞ্জরাস্থি লইয়া ঈশ্বর স্ত্রী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"*

আত্মা হইতে জাত বলিয়াই পুত্রকে আত্মজ এবং কন্যাকে আত্মজা বলে। সুতরাং আত্মজা যে পঞ্জরাস্থি ও মাংস দ্বারা নির্ম্মিত তাহাতে আর সন্দেহ কি! পুত্র-কন্যার মৃত্যু হইলে এখনও সাধারণ পিতা-মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন, তাঁহাদের পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং ইহার প্রমাণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে না।

যখন ব্রহ্মা একাকী বর্ত্তমান ছিলেন তখন তিনি একমাত্র আর্য্য। তাঁহার পীতবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে পরে একমাত্র আর্য্যবর্ণা অর্থাৎ

* Bible. Gen. 2, 21, 22.

শ্বেতবর্ণা সুন্দরী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা আর্য্যবর্ণ সৃষ্টির জন্য সেই কন্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী দেবীর এক নাম সাবিত্রী। * সাবিত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই পুত্রের নাম মনস্। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা নামে মনসের এক পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। স্বায়ম্ভু মনু ভগিনী শতরূপাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র এবং প্রসূতি নামক এক কন্যা জন্মিয়াছিল। মনসের অপর পুত্র দক্ষ সহ প্রসূতির বিবাহ হইয়াছিল। দক্ষ প্রসূতির পিতৃব্য হইতেন। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের অনেক গুলি কন্যা জন্মিয়াছিল। দক্ষ স্বীয় ভ্রাতা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ঠের সহিত কয়েকটী কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভৃগু আদি দক্ষকন্যার (প্রসূতির সম্পর্কে) খুল্ল-মাতামহ হইতেন। মেরুপ্রদেশে সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী শাস্ত্রকর্ত্তাগণ এই প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিতে গিয়া গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছেন। দেবতার কার্য্য মানুষের বিচার্য্য নহে বলিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। † প্রকৃত পক্ষে এই সময় এইরূপ বিবাহ ব্যতীত গোত্রাদি বাছিবার উপায় ছিল না।

---

* ততঃ স্বদেহসম্ভূতামাত্মজামিত্যকল্পয়ৎ ॥ ৩২
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে ॥ ৩১
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ ॥ ৩২
দৃষ্ট্বা তাং ব্যথিতস্তাবৎ কামবাণার্দ্দিতো বিভুঃ। ৩৩
সাবিত্রীং লোকসৃষ্ট্যর্থং হৃদি কৃত্বা সমাস্থিতঃ। ৩০।
মৎস্য-পুরাণ, তৃতীয় অধ্যায়।

† মনুরুবাচ—অহো কষ্টতরঞ্চৈতদঙ্গজাগমনং বিভো।
কথং ন দোষমগমৎ কর্ম্মণানেন পদ্মভূঃ ॥ ১

৯। ধর্ম্মতত্ত্ব

এই সময় সকলেই দ্যৌ মাতা ও পৃথিবী পিতার এবং তাঁহাদের পুত্র সূর্য্যের পূজা করিতেন। অগ্নি এই স্থানেই প্রথম প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। যজ্ঞ এই স্থানেই আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে আর্য্যগণ নবগ্ব দশগ্ব প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ করিতেন। **সূর্য্য** অন্তরীক্ষের এবং **অগ্নি** পার্থিব দেবতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ অন্ধকারের পর **আলোকদাতা** সূর্য্য বাস্তবিকই পূজ্য। দীর্ঘ রাত্রির **হিম** হইতে রক্ষা-কর্ত্তা অগ্নি বাস্তবিকই পূজ্য।

১০। মেরুবাসের প্রমাণ।

এতক্ষণ আলোচনা করিয়া আমরা আর্য্যগণের মেরুপ্রদেশে বাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাইলাম—

(১) মেরু পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজ-কোষ স্বরূপে সংস্থিতা। * এই **পদ্ম** পৃথিবীর **নাভিতে** অবস্থিত। ইহাতে **ব্রহ্মা** † জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

পরস্পরঞ্চ সম্বন্ধঃ সগোত্রাণামভূৎ কথম্।
বৈবাহিকস্তৎস্মৃতানাং ছিন্ধি মে সংশয়ং বিভো॥ ২

মৎস্য উবাচ— * * * * * *

বিদন্তি মার্গং দিব্যানাং দিব্যা এব ন মানবাঃ॥ ৫
কার্য্যাকার্য্যে ন দেবানাং শুভাশুভফলপ্রদে। ৬
বিরিঞ্চির্যত্র ভগবাংস্তত্র দেবী সরস্বতী।
ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ॥ ৮
যথাতপো ন রহিতশ্ছায়য়া দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বং তথৈব ন বিমুঞ্চতি॥ ৯

* বিষ্ণু পুরাণ ১।২ অধ্যায়।
† বায়ু পুরা ৩৭,৫৩।৩৪ অধ্যায়।

(২) মেরু শব্দের **অর্থ** (মি ক্ষিপ্ত—রম্ ক্রীড়া করা অর্থাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া যেখানে ক্রীড়া করে) দ্বারা আর্য্যদিগের তথায় প্রথম বাস বুঝায়।

(৩) মেরু পর্ব্বতের নাম **সুবর্ণ পর্ব্বত** বা **সোমগিরি** * (Aurora Borialis)

(৪) স্বর্গের চারিদিকে ৭২০ মিথুন যুক্ত ভ **চক্রে** † ভ্রমণ করা।

(৫) **মেরু প্রদেশের নয়টি বিভাগ** ‡

(৬) মেরুপ্রদেশের **আদেন** ও **ঐর্য্যান বয়েজো** নাম।

(৭) ঐর্য্যান বয়েজোতে ছয় মাস **দিন** ও ছয় মাস **রাত্রি**। ||

(৮) **ছয় আদিত্য** গণনা। ¶

(৯) **নবগ্ব ও দশগ্ব** যজ্ঞ। **

(১০) অশ্বিনী নক্ষত্রে **ঊষা**। ††

(১১) **সূর্য্যের উদয়াস্ত।** ভদ্রাশ্ব, কেতুমান ও কুরুবর্ষে সূর্য্যের ভ্রমণ। ‡‡

(১২) **মেরু প্রদেশে (ইলাতে) অগ্নির প্রথম উৎপত্তি।** ¶¶

---

* মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৩ অধ্যায়।

† ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১ ঋক।

‡ বিষ্ণু পুরাণ ২।১।১৬,১৭,১৮। বায়ু পুরাণ ৩৪।২৮-৩১ শ্লোক।

|| Vendidad.

¶ ২।২৭।১ (ঋগ্বেদ)

** ঋগ্বেদ ১।৬২।৪, ৩।৩৯।৫, ৪।৫১।৪, ৬।৬।৩ ঋক।

†† ঋগ্বেদ ৫।৭৬।৩ ঋক।

‡‡ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ১২ অ। ৩৮-৪০,৭০,৭১ শ্লোক।

¶¶ ঋগ্বেদ ২।১০।১ ঋক, ৬।১৬।১৩, ১০।১।৬ ঋক।

১১। মেরুপ্রদেশের অবস্থা

মেরুপ্রদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতিসমূহের কতদূর পরিচয় ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার অন্তর্গত থিউল নামক দ্বীপ দেখিয়া পাইথিয়াস্ যে সকল অদ্ভুত কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় ঐ দেশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রাচীনদিগের প্রথম কথা। কিন্তু নবম শতাব্দীতে বাস্তবিকই কয়েকজন আয়র্লণ্ডবাসী খৃষ্টান সন্ন্যাসী আইস্‌লণ্ড (বরফের দেশ) দেখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ৮২৫ খৃঃ অব্দের সময় সময় মঙ্ক ডাই স্থইল লিখিয়াছিলেন যে, কয়েকজন সন্ন্যাসী কতিপয় মাস পর্য্যন্ত থিউলে (৬০) অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে কর্কট-সংক্রান্তির সময় এখানে আদৌ অন্ধকার থাকে না।

ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের রাজা আলফ্রেড্, আরোসিয়াসের অনুবাদে প্রথম মেরুযাত্রা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নরওয়েবাসী ওথার এবং উলফষ্টান, আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ও জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রথম মেরু-প্রদেশে যাত্রা করেন, এ কথা তিনি ওথারের নিজ মুখেই অবগত হইয়াছিলেন। গল্লোক্ত স্থানগুলির প্রকৃত সংস্থান এখন নির্ণয় করা অসম্ভব, তবে এটুকু সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় যে, ওথার উত্তর অন্তরীপ (North Cape) ঘুরিয়াও লাপ্‌লণ্ডের উপকূল দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

স্কান্দিনেভায় উপদ্বীপের নর্সমানেরা আইস্‌লণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনান্তর সর্ব্ব প্রথমে যাইয়া গ্রীন্‌লণ্ডের উপকূলে স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এই চিরনীহারাবৃত প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া মেরুমণ্ডলের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের ব্রাটোলিড্-এই-নারস্ জুড়ে নোর্সদিগের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা ৬৫° ডিগ্রির উত্তরেও যে বিস্তৃত হইয়াছিল, এ কথা মনে হয় না। কিন্তু এ কথা ঠিক

যে, গ্রীষ্ম ঋতুতে সিল (সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ) শিকারোপলক্ষে এই সকল প্রদেশের অধিবাসীরা মেরুর দক্ষিণসীমা অতিক্রম করিয়াও অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইত। অক্ষা ৭৩° উত্তরে তাহাদের কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানা হইতে জানা যায় যে, উক্ত লিপি ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে ঐস্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে যে আর একটি অভিযান বাহির হইয়াছিল, তাহা বারো প্রণালীতে অক্ষাং ৭৫°৪৬" উঃ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। বর্ত্তমান দেন্‌মার্কের উপনিবেশ উপার-নিভিকের উত্তরে অক্ষা ৭৩° উঃ পর্য্যন্ত তাহাদের সাধারণ শিকার-ভূমি বিস্তৃত ছিল।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নরওয়ের সঙ্গে গ্রীনলণ্ডের সংবাদের আদান-প্রদান ও যাতায়াত চলিয়াছিল। তাহার পরে নরওয়েতে কালা মড়ক (Black Death) নামক মহামারী আরম্ভ হয়। এদিকে ১৩৪৯ খৃঃ স্ক্রেলিং বা এস্‌কইমো জাতি পশ্চিম ব্রাগ্‌ড্‌ বিপর্য্যস্ত করিয়া গ্রীন্‌লণ্ডের ঔপনিবেশিকদিগকে যাইয়া আক্রমণ করে। গ্রীন্‌লণ্ডের আদিম অধিবাসী ও পূর্ব্ব ব্রাগ্‌ডের বিশপের প্রধান কর্ম্মচারী ইভার বার্ডসেনকে ইহাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহার লিখিত একখানা উপদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আইস্‌লণ্ড হইতে কোন্ পথে উপনিবেশে যাইতে হয়, তাহার উপদেশ ও উপনিবেশের স্থানসন্নিবেশের বিবরণ আছে। গ্রীনলণ্ডের উপনিবেশগুলির প্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা এখনও বিশেষ মূল্যবান্ দলিল। ১৪০০ হইতে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে যাতায়াত ছিল, কিন্তু পরে ইহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই হইল মেরু প্রদেশের পাশ্চাত্য জাতির পরিজ্ঞাত আদি ইতিহাস।

ইহার পরে যখন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গমনের

নিকট পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়, তখন আবার নূতন করিয়া এদেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মে তারিখে সার হিউ উইলাউবী এবং রিচার্ড চান্‌সেলারের অধিনায়কত্বে পৃথিবীর উত্তরাংশ আবিষ্কারের জন্য এবং নূতন ও অজ্ঞাত প্রদেশে ভ্রমণের পথ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে জল-পথে এক অভিযান প্রেরিত হয়। নবজেম্‌ব্লা আবিষ্কার করিবার পরে উইলাউবী লাপ্‌লণ্ডের কোন বন্দরে শীত-ঋতুর অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবার সংকল্প করেন। এখানে শীতে ও অনাহারে তিনি সদলবলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চান্‌সেলার সেণ্ট নিকোলাস্‌ উপসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, আর্কএঞ্জেলের সন্নিকটে অবতরণ করেন। এখান হইতে মস্কো যাইয়া ও রুষিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়া তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে মেরুযাত্রার সার্থকতা ও আবশ্যকতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহার ফলে "মার্চ্চেণ্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স এসোসিয়েশন্‌" নামক সম্প্রদায়কে রাজ সরকার হইতে মেরু যাত্রার সনন্দ প্রদান করা হয়।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে চান্‌সেলারের পূর্ব্ব সহচর ষ্টিফেন্‌বারো যে সমুদ্রযাত্রা করেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। আর্ক-এঞ্জেলে যাইয়া তিনি যে প্রণালী দিয়া কারাসাগরে যাওয়া যায়, নবজেম্‌ব্লা এবং ওয়েগট্‌ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সেই প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত "মার্চ্চেণ্ট আড্‌ভেন্‌চারার্স" সমিতি আর্থার পেট ও চার্‌ল্‌স্‌ যাক্‌মানের অধীনে দুইখানা জাহাজ প্রেরণ করেন। তাহাদিগকে বারোর আবিষ্কৃত প্রণালী বাহিয়া পূর্ব্বাভি-মুখে ওবি নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইল। কারাসাগরাভিগামী প্রণালীতে পৌঁছিয়া ও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর

হইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া পেট্ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নর্ওয়ের কোন বন্দরে শীতঋতু অতিবাহিত করিয়া যাক্‌মান্ স্বদেশের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহার পরে যে তাহার ও তাহার দলের লোকের কি হইল, সে সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ হইতে যে বিবরণ ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত মেরুপ্রদেশীয় স্থান সন্নিবেশ সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা পরিচালিত হইয়াছিল। নিকোলো জিনো নামক একজন ভেনিসীয় সম্ভ্রান্ত লোক ইহা প্রচার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিকোলো নামধেয় তাঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ উত্তর সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হন। এই উপলক্ষে জাহাজ-পরিচালকরূপে তিনি জিকান্‌মি নামক একজন রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার সহোদর আণ্টোনিও যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হন। ইহার চারি বৎসর পরে, যে স্থানকে তিনি ফ্রিজলণ্ড আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন সে স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আণ্টোনিও আরও দশবৎসর কাল জিকন্‌মির চাকুরী করিয়া ভেনিসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের খণ্ডিত পত্রাবলী ও মানচিত্র হইতেই প্রচারক তাহার বিবরণ ও মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রায় শতাব্দী ধরিয়া তাহা লইয়া ভৌগোলিক ও আবিষ্কারকগণ মহা আন্দোলন করিতে থাকেন। অবশেষে গভীর গবেষণার পরে মিঃ মেজর, জিনোর প্রচারিত মানচিত্রের স্থানগুলিকে এই ভাবে চিনাইয়া দেন—এন্ গ্রোন্ লণ্ট্—গ্রীন্‌লণ্ড; আইলণ্ড—আইস্‌লণ্ড; এষ্ট্‌লণ্ড—কোটলণ্ডস্; ফ্রিজলণ্ড—ফারো আইলস্ (দ্বীপ); মার্কলণ্ড—নবস্কোশিয়া; এষ্টোটিলণ্ড—নিউফাউণ্ডলণ্ড; ড্রোজিও—উত্তর আমেরিকার উপকূল; আইকোরিয়া—আয়র্লণ্ডের কেরি উপকূল।

ইহার পরে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে উত্তর-পশ্চিম দিয়া ভারতবর্ষে

আসিবার নিকটতর পথ আবিষ্কার করিবার মানসে ফ্রিবিষার নামক একজন ইংরাজ "গেব্রিয়েল" ও "মাইকেল" নামক দুইখানা ছোট জাহাজে করিয়া মেরুর পথে বাহির হইলেন। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিয়াই মাইকেল যাত্রা-সংকল্প ত্যাগ করিল, তখন একা গ্রেবিয়েলই উদ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় চলিতে লাগিল। ২০এ জুলাই তারিখে ফ্রবিষার উচ্চ ভূমি দেখিতে পাইলেন; ইহার নাম তিনি কুইন্ এলিজাবেথ্‌স্ ফোর্‌লণ্ড (রাণী এলিজাবেথের অগ্রভূমি) রাখিলেন। পর দিবস তিনি যে প্রণালীতে প্রবেশ করেন, তাহার নাম তিনি 'মেটা ইন্‌কগ্‌নিটা' (অজ্ঞাত) রাখেন। বহুসংখ্যক চারা গাছের ও পাথরের নমুনা লইয়া শরৎকালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। একখণ্ড চক্‌চকে বহুস্তর-বিভক্ত অভ্র দেখিয়া কতকগুলি লোকের ধারণা জন্মিল যে, ইহার মধ্যে স্বুবর্ণরেণু সংমিশ্রিত আছে। ইহাতে ইংলণ্ডে লোকের আগ্রহ বাড়িয়া গেল, এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক বড় বড় অভিযান-প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় অভিযানে পনের খানা জাহাজ প্রেরিত হইল। 'এম্ মা' নামক ব্রিজ ওয়াটারের এক খানা বাস্‌সি (ছোট জাহাজ) ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রচার করিল যে, দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ইহা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে স্থল দেখিতে পাইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার ধার দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ফ্রবিষার প্রণালী গ্রীন্‌লণ্ডের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত বলিয়া ধারণা ছিল; তখন ইহার দক্ষিণাবস্থিত স্থানকে ফ্রিজলণ্ড বলা হইত। এখন পরিষ্কার জানা গিয়াছে যে, ফ্রবিষার কখনও গ্রীন্‌লণ্ড চক্ষুতে দেখেন নাই; তাহার নামধেয় প্রণালী ও 'মেটা ইন্‌কগ্‌নিটা' ডেভিস্ প্রণালীর সন্নিকটে আমেরিকার দিকে অবস্থিত।

ইহার পরে উইলিয়াম্ সাণ্ডার্স্‌ন্ প্রভৃতি বণিক্‌দিগের সহায়তায় ও

আনুকূল্যে জন্ ডেভিস্ নামক একজন নৌবিজ্ঞানাভিজ্ঞ ইংরাজ উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন। প্রথম বার ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখে, তিনি ডার্টমাউথ হইতে বাহির হইয়া নোর্সদিগের পরিত্যাগের পরে সর্ব্ব প্রথমে এই গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম উপকূল পরিদর্শন করেন। তিনি ইহার 'ল্যাণ্ড অব্ ডিসোলেশন্' (পরিত্যক্ত প্রদেশ) নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ৬৪° ১০´ উত্তরে গিলবার্টস্ প্রণালী আবিষ্কার করেন ও স্বনামখ্যাত প্রণালী পার হইয়া ইহার পশ্চিম কূলের কিয়দংশ দেখিয়া আসেন। দ্বিতীয় বারের যাত্রায় তিনি হাড্‌সন্ প্রণালীতে যে প্রচণ্ড জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আসেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় বার বহির্গত হন। এবারে ৭২° ৪১´ উত্তরে তিনি একটি গ্রেনাইট্ পাথরের দ্বীপ আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'সাণ্ডার্সন্স্ হোপ্' (সাণ্ডার্সনের আশা) রাখেন।

তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজেরাও একটা উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আমষ্টারডামের বণিক্-সম্প্রদায়ের সাহায্যে বেরেণ্টস্ বৃহৎ একখানা অর্ণবপোত লইয়া এই পথ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হইলেন। ৪ঠা জুলাই তারিখে তিনি নবজেম্‌ব্লা দেখিতে পান; ইহার পরে ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত বরফ-প্রবাহের মধ্য দিয়া নানা কষ্টে রাস্তা করিয়া তিনি নাসাউ অন্তরীপ ও একেবারে উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ অরেঞ্জ (কমলা) দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম উপকূল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ওলন্দাজদিগের প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযান বিশেষ কোন ফলদায়ক হয় নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে আবার জেকব্ হিম্‌স্কার্ক ও রিজপ্-এর অধিনায়কত্বে আর এক অভিযান প্রেরিত হয়। তাঁহারা ক্রমাগত উত্তরদিকে চলিয়া আসিয়া ৯ই জুন

তারিখে বেয়ার (ভল্লুক) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। আরও উত্তরে আসিয়া তাঁহারা স্পিট্স্‌বারজেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দেখিতে পান। বরফস্তূপের জন্য তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, এই স্থানকে তাঁহারা গ্রীন্‌লণ্ডেরই একাংশ বলিয়া মনে করেন ও 'নূতন দেশ' (নিউ ল্যাণ্ড) বলিয়া ইহার নামকরণ করেন। ১লা জুলাই তারিখে তাঁহারা আবার বেয়ার দ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। এখান হইতে হিমস্কার্ক পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৬এ আগষ্ট তারিখে ইহার উত্তর সীমা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহারা আইস্‌হাভেনে (বরফ বন্দরে) পৌছিলেন। এখানে শীত কাটাইয়া বসন্ত-সমাগমে তাঁহারা নৌকা করিয়া লাপ্‌ল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন ও পরিশেষে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই অভিযানের ফলে হলণ্ডে তিমি ও সিল শিকারের ব্যবসায় আরম্ভ হইল।

মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বিলাতে মাস্কোভি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার কর্ম্মচারী হেন্‌রি হাড্‌শন্ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র যাত্রা করেন। এ পর্য্যন্ত গ্রীন্‌লণ্ডের যতদূর দেখা হইয়াছে, তিনি তাহারও উত্তরে যাইয়া ৭৩° উত্তরে পৌছিলেন ও এ স্থানের নাম 'হোল্ড্ উইথ্ হোপ' (আশায় ধরিয়া থাক) রাখিলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হইয়া ৮০° ১৩′ উঃ গ্রীন্‌লণ্ড ও স্পিটস্‌বার্জ্জেনের মধ্যবর্ত্তী বরফ-রেখা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় তিনি 'জান্ মাইয়েন্' দ্বীপ আবিষ্কার করেন; তখন তিনি ইহার নাম 'হাড্‌সন্‌স্ টাচেস্' রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি উত্তর আমেরিকার উপকূল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসেন ও স্বনামধেয় নদীটি আবিষ্কার করেন। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার স্বনামখ্যাত প্রণালী ও উপসাগর আবিষ্কার করেন।

ইহার ফলে তিমি-শিকারের ধূম পড়িয়া গেল। শিকারীরা স্পিটস্‌-বার্জেন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে ও ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন্ এজ্ পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড এক দ্বীপ আবিষ্কার করেন, ইহার নাম তিনি 'ওয়াইচির দ্বীপ' রাখেন।

১৬১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার টমাস্ বার্টন্ নামক একজন ইংরাজ দুইখানা জাহাজ লইয়া পশ্চিম প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন। হাড্‌সন্ উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যাইয়া ইহার পশ্চিমকূলে ৫৭° ১০´ উত্তরে এক নদীর মোহানায় শীত অতিবাহিত করেন; জাহাজের কাপ্তেনের নামানুসারে এ নদীর নাম নেল্‌সন্ নদী রাখা হয়। পরবর্ত্তী বৎসর তিনি সাউদাম্পটন্ দ্বীপের ৬৫° উঃ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া শরৎকালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাইলট্ ও বাফিন্ নামক দুইজন ইংরাজ ডেভিস্ প্রণালী বাহিয়া সাণ্ডার্‌সন্‌স্ হোপ্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং বৃহত্তর প্রণালী হইতে বহির্গত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রণালী আবিষ্কার করেন। তদবধি এই গুলির নাম বাফিন্ উপসাগর হইয়া রহিয়াছে। বাফিন্ সর্ব্বোত্তর জলপথটির নাম স্মিথ্ প্রণালী রাখেন। উলষ্টেন্ হোম প্রণালী, ডাড্‌লী ডিগ্‌স্ অন্তরীপ, হাক্‌লুইট্ দ্বীপ, লাংকেষ্টার প্রণালী, জোন্‌স্ প্রণালী ও কেরি দ্বীপপুঞ্জ এই সকলই তিনি আবিষ্কার করেন।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ও বৃষ্টলের বণিক্-সম্প্রদায় দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। লণ্ডন হইতে যাঁহারা যান, তাঁহাদের নেতা লিউক কক্স হাড্‌সন্ উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী সার টমাস্ রোর ওয়েলকাম্ নামক স্থান পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং ইহার পরে বৃষ্টল্ অভিযানের সমভিব্যাহারে হাড্‌সন্ উপসাগরের উত্তরে ৬৬° ৫৭´ উঃ পর্য্যন্ত গমন করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী প্রধানতঃ আবিষ্কার-কার্য্যে অতিবাহিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দী এই আবিষ্কারের ফলভোগে ব্যয়িত হইল।

কয়েকটি নিষ্ফল অভিযানের পরে কাপ্তেন্ ক্রিষ্টোফার মিডল্টনের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বহির্গত হন এবং চার্চ্চিল নদী ও রিপাল্‌স্ উপসাগর আবিষ্কার করেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মুরও সেই দিকেই যাত্রা করেন এবং ওয়েজার ইন্‌লেট্ (খাড়ি) পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সামুয়েল হার্ণ বপার্ মাইন্ নদী বাহিয়া মেরুপ্রদেশীয় সাগর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া আসেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আলেকসান্দার মাকেঞ্জি মাকেঞ্জি নদীর মোহানা আবিষ্কার করেন। তৎপূর্ব্বে ১৭২৮খৃষ্টাব্দে বেরিং সাহেব এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে এক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার বহির্গত হন এবং বেরিং মাউণ্ট সেণ্ট ইলায়াস্ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আলিউটিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জও তিনি সবিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু একটা দ্বীপে আহত হইয়া জাহাজখানা ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার দলের অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; অবশেষে ১৭৪১ খৃঃ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর তিনি নিজেও ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে লিয়াথফ্ নামক একজন রুষ বণিক নূতন সাইবেরিয়া বা লিয়াথফ্ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুন তারিখে কাপ্তেন্ ফিপ্‌সের নেতৃত্বে ইংলণ্ড হইতে নূতন এক অভিযান প্রেরিত হয়, ইহারা সপ্তদ্বীপে (seven Islands) পৌঁছিয়া ওয়াল্ডেন দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব বোধ হইল। স্পিটস্‌বার্জ্জেন দ্বীপাবলীর মধ্যভাগে ৮০°৪৮´ উঃ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহারা দেখিলেন ২৪ ফুট

গভীর বরফ জমিয়া রহিয়াছে। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফিপ্‌স্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। পাঁচ বৎসর পরে কামস্‌কাট্‌কা হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবার এবং প্রশান্ত হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত একটা পূর্ব্বোত্তর কি পশ্চিমোত্তর পথ খুঁজিয়া দেখিবার ভার কাপ্তেন কুকের উপর সংন্যস্ত হইল। তদনুসারে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে তিনি যাইয়া আমেরিকার পশ্চিমতম প্রান্তে অবস্থিত প্রিন্‌স্ অব্ ওয়েলস্ অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন। ১৭ই আগষ্ট তারিখে আইসী (বরফ-সমাচ্ছন্ন) অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল। আমেরিকার দিকে এতদূর পর্য্যন্ত আর কেহ পূর্ব্বে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এসিয়ার দিকেও তিনি উত্তর অন্তরীপ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

ফরাসী-বিপ্লবের অবসানে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সার জন্ বারো মেরু-প্রদেশ অনুসন্ধানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার আগ্রহ ও যত্নে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮ খৃঃ অব্দে তৎসম্বন্ধে এক আইন প্রণয়ন করেন। ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য ২০,০০০ পাউণ্ড এবং ৮৯ঃ উঃ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার জন্য ৫০০০পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে যাঁহারা যতদূর আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহারা তদনুরূপ পুরস্কার পাইবেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বারো স্পিট্‌স্‌বার্জেনের পথে একটি ও বাফিন্‌স্ উপসাগরের পথে আর একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন। স্পিট্‌স্‌বার্জেনের অভিযান, কাপ্তেন বুকান্ ও লেফ্‌টেনাণ্ট ফ্রাঙ্কলিনের অধিনায়কত্বে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহির্গত হইল। কিন্তু বরফে আহত হইয়া, ভগ্ন ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া তাঁহাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হইল। কাপ্তেন রস ও লেফ্‌টেনাণ্ট পারির নেতৃত্বে ১৮১৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় অভিযান বাফিন্‌স্ উপসাগরের

পথে রওনা হইল। ইহার ফলে বাফিন্‌স্ উপসাগরের "উত্তর জলে" সিল ও তিমি শিকারের ধূম পড়িয়া যায়।

পর বৎসর পারি আবার দুইখানা জাহাজ লইয়া লাংকেষ্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রণালীর উর্দ্ধাংশের নাম তিনি "বারো প্রণালী" রাখেন। এই পথে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটা দ্বীপপুঞ্জ পড়ে; তদবধি ইহার নাম পারিদ্বীপমালা হইয়াছে। উত্তর দিকে একটা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়া তিনি ইহার নাম ওয়েলিংটন্ প্রণালী রাখেন ও ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বাহিয়া মেল্‌ভিল্ দ্বীপে যাইয়া উপনীত হন। দুর্ভেদ্য বরফ-স্তূপের জন্য আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পরিয়া এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে তাঁহাকে শীত ঋতু অতিবাহিত করিতে হয়। এই অভিযান ১৮২০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফিরিয়া আসে। কাপ্তেন পারির নেতৃত্বে ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৮ই মে তারিখে আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইল। ইহা ৬৯° ২০´ উঃ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হাডসন্ উপসাগরের উর্দ্ধদেশ হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে প্রণালী বাহির হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করেন। পারি ইহার নাম ফিউরী ও হেক্‌লা প্রণালী রাখেন। এই অভিযান ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপূর্ব্বে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে আমেরিকার উত্তর প্রান্ত আবিষ্কারের জন্য আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২০ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাহা কপারমাইন্ নদীর অভিমুখে রওনা হয় এবং ক্রমে ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে নদীর মোহানায় যাইয়া পৌছে। এখন হইতে ফ্রাঙ্কলিন্ ৭৫০ মাইল পর্য্যন্ত উপকূল রেখা পরিদর্শন করিয়া টার্ণএগেন্ অন্তরীপে যাইয়া উপস্থিত হন। পারি দ্বিতীয় যাত্রায় যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত টার্ণএগেনের সংযোগ স্থাপন

করার মানসে প্রথম বার যে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই।

ইহার পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পারি, বীচি ও ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একত্র তিনটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। পারি এবার কিছুই করিতে পারেন নাই। বীচি ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বেরিং প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া ৭১° ২৩′ ৩০″ উত্তরে বারো অন্তরীপ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। ফ্রাঙ্কলিন্ ১৮২৫-২৬ খৃঃ অব্দে মাকেঞ্জি নদী বাহিয়া ইহার মোহানায় যাইয়া পৌছেন এবং এখান হইতে পশ্চিম অভিমুখে ৩৭৪ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল পর্য্যবেক্ষণ করেন। এদিকে ডাঃ রিচার্ডসন্‌ও আর এক অভিযান লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি মাকেঞ্জি নদীর ও কপার-মাইন্ নদীর মোহানার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে যে ভূভাগ দেখিতে পান, তাহার নাম উলাষ্টানল্যাণ্ড রাখেন। সেই ভূভাগও ঐ নদীদ্বয়ের মধ্যে যে প্রণালী প্রবাহিত, তাহার নাম রাখা হইল "ইউনিয়ান ও ডলফিন্ প্রণালী।" তাঁহারা সকলেই ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮২১ হইতে ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লাট্‌কি নামক রুষিয়ার একজন কাপ্তেন নাসাউ পর্য্যন্ত নবজেমব্লার পশ্চিম উপকূল জরিপ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'পেণ্ডিউলাম্ অবজারভেশনের' জন্য কাপ্তেন সেবাইন্ মেরু যাত্রা করেন। তিনি ৭৫° ৩০′ উঃ প্রদেশের তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে রাস্তা করিয়া গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্বোপকূলে যাইয়া পৌছেন। এখানে পেণ্ডিউলাম্ দ্বীপে তিনি পেণ্ডিউলাম্ পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে নির্ণীত হয় যে, ঐ স্থানটি ৭৬° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে পারি বরফের উপর দিয়া গমন-সমর্থ 'স্লেজ্ বোট' নামক নৌকার সাহায্যে ৮৫° ৪৫′ উঃ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে ডেন্‌মার্কের নৌ-কাপ্তেন গ্রাঃ সাহেব বিদায় অন্তরীপ (Cape Farewell) ঘুরিয়া আসিয়া গ্রীন্‌লণ্ডের পূর্ব্বোপকূল ৬৫° ১৮′ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন।

১৮২৯ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন রস্ প্রিন্স-রিজেণ্টের খাড়ি (Inlet) দিয়া বুথিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহিত করেন, তাহার নাম তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারে বুথিয়া ফেলিক্স রাখেন। তাঁহার সঙ্গে জেমস্ রস্ নামে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ঐ স্থানটি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ইহার পশ্চিম উপকূলে তিনি ১৮৩১ খৃঃ অব্দের ১লা জুন তারিখে দিগ্‌দর্শনযন্ত্রে উত্তরমেরুর সংস্থান আবিষ্কার করেন। বুথিয়ার পশ্চিম-দিকে তিনি যে স্থান আবিষ্কার করেন, তাহার নাম তিনি কিং-উইলিয়াম্-ল্যাণ্ড রাখেন। সর্ব্বোত্তরে যে অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম রাখা হইল ফেলিক্স অন্তরীপ। এখান হইতে সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নামিয়া আসিয়া ভিক্টরী অন্তরীপ শেষ হইয়াছে। চারি বৎসরের মধ্যেও ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ইহাদিগের সংবাদ পাইবার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে সার জর্জ্জ বেক্ ও ডাঃ রিচার্ড কিং বহির্গত হইলেন। গ্রেট্ স্লেভ্‌লেকে (মহাদাস হ্রদে) শীত কাটাইয়া তাঁহারা ১৮৩৪ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তারিখে রিলায়ান্স দুর্গ ত্যাগ করেন ও ফিস্ (মৎস্য) নদী অবতরণ করিয়া ৬৭° ১৭′ উত্তরে ইহার মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন।

'হাডসন্‌স্ বে কোম্পানী' নামে আবিষ্কারকার্য্য সংসাধনের জন্য যে দল সংগঠিত হয়, তাঁহারাই আমেরিকার উত্তর-মেরুর অন্তর্গত প্রদেশ-গুলির আবিষ্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মার্কেঞ্জি নদীর মোহানার সঙ্গে বারো অন্তরীপের সংযোগ স্থাপন করা হয়। দুই বৎসর

পরে এই কোম্পানীর প্রেরিত সিম্‌সন্ সাহেব টার্ণ এগেন অন্তরীপ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গ্রেট্‌ফিস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত এক পথ আবিষ্কার করেন। এখানে মণ্টরিয়োল নামক দ্বীপে অবতরণ করিয়া তিনি পূর্ব্বাভিমুখে কাষ্টর ও পোলক্স নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ফিরিবার সময় তিনি এক প্রণালীর উত্তর প্রান্ত (অর্থাৎ কিং উইলিয়াম্ দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত) দিয়া আসিতে থাকেন। সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অন্তরীপটির নাম রাখা হইল হার্‌সেল অন্তরীপ। এখানে ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২৬এ আগষ্ট তারিখে তিনি এক কুটীর নির্ম্মাণ করেন। আমেরিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলের যে সামান্য অংশ এখন আবিষ্কার করিতে রহিল, তাহার ভার ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে হাড্‌সন্-বে-কোম্পানীর একজন গোমস্তা ডাঃ জন্ রেইর উপর সংন্যস্ত হইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া এক বৃহৎ উপসাগরের উপকূল প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করেন; ইহার উপকূল-রেখা ৭০০ মাইল দীর্ঘ। এই ভাবে তিনি কিউরী ও হেকলা প্রণালীর মুখের সঙ্গে বুথিয়া উপকূলের সংযোগ সাধন করেন ও প্রমাণ করেন যে বুথিয়া আমেরিকা মহাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইংরাজেরা যখন মেরু-প্রদেশান্তর্গত আমেরিকা লইয়া এইভাবে খাটিতেছিলেন, রুষগণ তখন সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট আঞ্জু নিউসাইবেরিয়া দ্বীপসমূহ সম্পূর্ণ জরিপ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহার উত্তরে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ১৮২০-২৩ খৃষ্টাব্দে বারণ রাঙ্গেল, কলিমা নদীর মুখ হইতে কুকুর-বাহিত বরফে চলিবার গাড়ী করিয়া চারিবার যাত্রা করেন। তিনি সেলাগস্কর অন্তরীপ ও কলিমা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে বরফ অতি পাতলা বলিয়া তাহার উপর

দিয়া গাড়ী চলিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে একজন দেশীয় রাজার নিকট হইতে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে আবার স্থল আছে। অধুনা সাইবেরিয়ার মেরু-প্রদেশান্তর্গত অংশ-সমূহ সমস্তই আবিষ্কৃত ও বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন জাহাজ সর্ব্বোত্তর অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিতে পারে নাই। তাহা হইলেই পূর্ব্বোত্তর পথটি আবিষ্কার হইয়া যায়।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে লাংকেষ্টার প্রণালী হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত একটা অভিযান প্রেরিত হয়। বীচি দ্বীপে শীত কাটাইয়া ফ্রাঙ্কলিন্, পারি কর্ত্তৃক ১৮১৯ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত উত্তর সামারসেট্ প্রদেশের উপকূল বাহিয়া যে প্রণালী প্রবাহিত, পীল সাউণ্ড নামধেয় সেই প্রণালী দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিং উইলিয়াম্ দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বহুদূর পর্য্যন্ত দুই দিকেই স্থল, কিন্তু যেমন তিনি পশ্চিম তীরের দক্ষিণতম সীমা ছাড়াইয়া আসিলেন, অমনি মেলভিল্ দ্বীপ হইতে কিং উইলিয়াম্ দ্বীপের দিকে যে ভীষণ বরফ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, একেবারে তাহার উপর যাইয়া পড়িলেন। এইখানেই অভিযানের শেষ হইল।

এদিকে তাঁহারা ফিরিয়া না আসাতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে একটা মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল। একটা বিরাট্ অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইল। কলিন্সনের অধীনে বেরিং প্রণালীর পথে এক অভিযান, এবং কাপ্তেন অষ্টিনের অধীনে বারো-প্রণালীর পথে আর এক অভিযান প্রেরিত হইল। এই পথে কাপ্তেন পেনী নামক একজন তিমি-শিকারীর অধীনে তৃতীয় এক অভিযানও রওনা হইল। অষ্টিন এবং পেনী বারো-প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া বীচি দ্বীপে ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কোন্ পথে যে ঐ অভিযান গিয়াছে তাহা বুঝিতে

পারিলেন না। তখন অষ্টিন গ্রিফিৎ দ্বীপে ও পেনী কর্ণওয়ালিস্ দ্বীপে শীত কাটাইয়া বিস্তৃতরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। পেনী ওয়েলিংটন প্রণালী দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্লিণ্টক ৮১ দিনে ৭৭০ মাইল অতিক্রম করিয়া মেল্ভিল্ দ্বীপে যাইয়া পৌঁছিলেন; ওম্মানী ও অস্বর্ণ্ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ দ্বীপ আবিষ্কার করিলেন, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রাউন পীল প্রণালীর পশ্চিমোপকূলে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিনের আর কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। তখন জোনস্ প্রণালীতে প্রবেশের পথে অনুসন্ধান করিয়া অষ্টিন ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই বৎসর লেডি ফ্রাঙ্কলিন স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার কাপ্তেন কেনেডি ও লেফ্‌টেনাণ্ট বেলট্, বুথিয়া ও উত্তর সমারসেটের মধ্যবর্ত্তী বেলট প্রণালী আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করেন যে, এই প্রণালীর বুথিয়া উপকূলই আমেরিকা মহাদেশের সর্ব্বোত্তর সীমা।

১৮৫০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলিন্সন্ যে অভিযান লইয়া বহির্গত হন, তাহা বেরিং ও প্রিন্সেস্ আল্বার্ট দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ নামক সঙ্কীর্ণ প্রণালী বাহিয়া প্রিন্সেস্ রয়েল দ্বীপসমূহে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার পরে দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা ৭১° ৩৫′ উঃ ও ১১৭° ৩৫′ পঃ প্রিন্স আলবার্ট দ্বীপে শীত অতিবাহিত করেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে উত্তর আমেরিকার উপকূল বাহিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কলিন্সন্ ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে কেম্‌ব্রিজ উপসাগরে আসিয়া উপনীত হন। এখানে ভিক্টোরিয়া নামক স্থানের ৭০° ২৬′ উঃ ও ১০০° ৪৫′ পঃ পর্য্যন্ত তিনি বিশেষরূপে পরিদর্শন করেন। ইহার পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

তাঁহারা ৭০° ৪′ উঃ ও ১৪৫°২৯′ পশ্চিমে কামডেন উপসাগরে শীত অতিবাহিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আর একখানা জাহাজ লইয়া এম্‌ক্লিউরি আসিয়াছিলেন। প্রিন্সেস্‌ রয়াল দ্বীপে আসিয়া তিনি কোন এক পাহাড়ে আরোহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বারোপ্রণালীর উপরিভাগে একেবারে বরফ জমিয়া গিয়াছে। তখন বেরিং দ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্ত ঘুরিয়া আসিয়া তিনি ঐ স্থানের পশ্চিমোপকূল ও তুষার-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে তিনি যাইয়া বাঙ্কস্‌লণ্ডের উত্তর সীমায় পৌঁছিলেন। ক্লিউরি এই স্থানের নাম রাখেন 'বে অব্‌ গড্‌স্‌ মার্সি' (ঈশ্বরের দয়ার উপসাগর)। এখানে আসিয়া জাহাজ একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে একখানা জাহাজের ভার কাপ্তেন কেলেটের উপর সমর্পিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান ঘুরিয়া আসিয়া ক্লিউরীর অবস্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হন, ও অবশেষে ক্লিউরীর শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারিয়া কেলেট তাঁহাকে সদলবলে আপনার জাহাজে উঠাইয়া লয়েন (১৮৪৩, ১৭ই জানুয়ারি)। ক্লিউরী শুধু যে একটা উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করেন তাহা নহে, ইহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন। পরবর্ত্তী বৎসর সকলে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

পদব্রজে ঘুরিয়া দেখিবার জন্য কেলেটের দলে ক্লিণ্টক মেকাম্‌ প্রভৃতি কয়েকজন লোক গিয়াছিলেন। তাঁহারা মেল্‌ভিল্‌ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও পশ্চিম দিকের যে সকল স্থান আবিষ্কারের বাকী ছিল, তাহা, এবং আরও পশ্চিমে অবস্থিত প্রিন্সপেটিক্‌ নামক দ্বীপটির সমস্ত প্রান্তসীমাটি

আবিষ্কার করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পদব্রজে বা স্লেজে চড়িয়া ১০০০।১২০০ মাইল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আসেন।

কিং উইলিয়াম্‌লণ্ড যে একটী দ্বীপ, ইহা প্রমাণ করিবার মানসে ও আমেরিকার উপকূল প্রদেশের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ রেই সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি চেষ্টারফিল্ড উপ-সাগরের ও কুয়োইক্ নদীর উর্দ্ধদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহিয়া যাইয়া রিপাল্‌স্ উপসাগরে শীত অতিবাহন করেন। এখানে মৃগ মাংস ও মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি সিম্‌প্‌সনের আবিষ্কৃত প্রদেশের সঙ্গে জেম্‌স্ রসের আবিষ্কৃত প্রদেশের সংযোগ সংস্থাপন করিয়া প্রমাণ করেন যে, কিং উইলিয়ামলণ্ড বাস্তবিকই একটি দ্বীপ মাত্র—কোন মহাদেশের সহিত সংযুক্ত নহে।

সার ফ্রাঙ্কলিনের অন্বেষণার্থ যে সকল অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের চেষ্টায় আমেরিকার উপকূল-রেখার ৭০০০ হাজার মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং বহুবিস্তৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমাও বহুদূর বিস্তৃত করেন। শুধু ইহাই নহে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব নানা প্রকার সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াও তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রসার-বৃদ্ধির প্রভূত সহায়তা করেন।

এদিকে ফ্রাঙ্কলিনের নিরুদ্দেশের সংবাদে আমেরিকাও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য ১৮৫০ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্ক হইতে মিঃ গ্রিনেল্, ডি হেভেন্ ও গ্রিফিথের অধিনায়কত্বে দুইখানা জাহাজ প্রেরণ করেন। বীচি দ্বীপে পৌছিয়া ও ফ্রাঙ্কলিনের শীতাবাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ডাঃ কেন্, স্মিথ প্রণালী বাহিয়া মাত্র ১৭ মাইল যাইবার পরেই ৭৮° ৪৫′ উঃ উপরে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—সম্মুখে অনন্ত তুষার

সমুদ্র। তিনি লিখিয়াছেন, এই স্থানের উপকূল ৮০০ হইতে ১২০০ ফিট উচ্চ খাড়া তুষার-শৈলে সমাকীর্ণ। ইহাদের পদপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া ১৮ ফিট পুরু একটা বরফের মেখলা যেন বিরাজ করিতেছে। এই যে চিরস্থায়ী বরফ-জাঙ্গালটি, কেন্ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'আইস্-ফুট' (তুষারপাদ)। যে স্থানে তিনি শীত অতিবাহিত করেন, সে স্থানকে তিনি 'ভান্‌রেন্ ছেলেয়ার পোতাশ্রয়' আখ্যায় অভিহিত করেন। বসন্তকালে সমুদ্রের দিকে ৪৫ মাইল বিস্তৃত একটা তুষার-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার নাম রাখা হয় "হাম্‌বোল্ট্ গ্লাসিয়ার" (Humboldt Glacier)। মটন নামক কেনের যে গোমস্তা সঙ্গে ছিলেন, তিনি একটা কুকুরের গাড়িতে চড়িয়া এই বরফরাশির পাদদেশ অতিক্রম করেন এবং 'কনষ্টিটিউশন্' নামক অন্তরীপে যাইয়া পৌছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের সংবাদ আনয়নের জন্য সিন্‌সিনাটির চার্‌ল্‌স্ হল কয়েক-বার মেরুযাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে (১৮৬৪-৬৯ খৃঃ অব্দে) তিনি ফ্রাঙ্কলিনের দলের মরণাবশিষ্ট লোক কয়েকজন যে পথে পলায়ন করিয়াছিল, কিং উইলিয়ম দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলস্থ সেণ্ট্ টড্‌স্ আইলণ্ড (দ্বীপ) ও পেকার নদীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এস্‌কিমো জাতীয় লোকের মুখে তিনি জাহাজের ধ্বংশের ও আরোহীদিগের পলায়নের কথা অবগত হন, এবং সাত জন য়ুরোপীয়কে টড্‌দ্বীপে সমাধি দেওয়া হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেখান হইতে কয়েক খানা অস্থি লইয়া আসেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে তিনি, স্মিথ প্রণালী হইতে যে প্রণালী উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, সেই প্রণালী পথে ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া এই সুদীর্ঘ প্রণালীর স্মিথ সাউণ্ড, কেন্ বেসিন্ কেনেডি চানেল, রোব্‌সন চানেল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৮২০ খ্রীঃ অব্দ হইতে নরওয়ে বাসীরা মৎস্য শিকার উপলক্ষে

মেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বহু বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উল্লেখ যোগ্য কিছুই করিতে পারে নাই। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন কার্লসেন সর্ব্বপ্রথম স্পিট্স্বার্জেন দ্বীপ পুঞ্জ ঘুরিয়া আসেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন টোবসেন্ নর্থইষ্টল্যাণ্ড দেখিয়া আসেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন আণ্টমান ও কাপ্তে জন্সেন্ ১৬১৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন এজ্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত উইচেস্ল্যাণ্ড নামক স্থান পরিদর্শন করিয়া আসেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়েবাসীরা নবজেম্লা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। সেই বৎসর কার্লসেন কারাসাগর পার হইয়া ওবি নদীর মোহনা পর্য্যন্ত দেখিয়া আসেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বারেণ্ট্স্ যে স্থানে শীত কাটাইয়া ছিলেন, তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৫৯৭ খৃঃ অব্দের পর সেখানে এই প্রথম সভ্যজগতের লোকের পদচিহ্ন পতিত হয়।

১৮৮৫ হইতে ১৮৭২ খৃঃ অব্দের মধ্যে সুইডেনের অধিবাসীরা স্পিটস্বার্জেনে সাতটি এবং গ্রীনলণ্ডে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে নরডেন্ স্কিয়ল্ড ও ডুমার, স্পিটস্বার্জেন প্রদেশে আশিটি বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ ও বহু সংখ্যক পর্ব্বতের উচ্চতা নির্দ্ধারিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গোথার অধিবাসী ডাঃ পিটার মান ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বার্জেন হইতে কাপ্তেন কোল্ডিওয়ের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁহারা স্পিটস্ বার্জেনের হিন্লোপেম্ প্রণালী পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বারণ হিউগ্লিন ও কাউণ্ট জেইলষ্টর ফোর্ড ওয়াল্টর টাইমেনের প্রণালী পরিদর্শণ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে 'জারমেনিয়া' ও 'হান্সা' নামে দুই খানা জাহাজ লইয়া কোল্ডিওয়ে ও হিজমান গ্রীন্লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করেন। ৭০°৪৬´ উত্তরে যাইয়া

হান্‌সা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও অব্যবহিত পরেই ধ্বংসমুখে পতিত হয়। আরোহীরা নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ফেয়ার ওয়েল অন্তরীপের পশ্চিমে অবস্থিত 'ফ্রেডরিক স্থলে' যাইয়া উপনীত হয়। জারমেনিয়া নির্ব্বিঘ্নে গ্রীনলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল বাহিয়া ৭৫°৩০" উত্তর পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জাহাজের লোকেরা পদব্রজে উত্তর দিকে ১০০ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত প্রদেশের সীমায় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার নাম, রাখা হয়, প্রিন্স বিসমার্ক। ৭৩°১৫' উত্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি অনতিগভীর অপ্রশস্ত খাল গ্রীন্‌লণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; ইহার উভয় তীরে ৭০০-১৪০০ ফিট্ উচ্চে গিরিশৃঙ্গ বিরাজমান।

কোল্ডিওয়ের সঙ্গে লেফ্‌টেনাণ্ট পেয়ার নামক একজন ভদ্র লোক ছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ওয়েগ্রেট নামে একজন নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তিনি মেরু যাত্রা করেন। স্পিট্‌স্ কর্জ্জেন ও নব জেম্‌ব্লার মধ্যবর্ত্তী বরফ ক্ষেত্রের সীমান্ত রেখা পরীক্ষা করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা নব জেম্‌ব্লার উত্তর প্রান্ত দিয়া অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। যখন তাঁহারা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন অষ্ট্রিয়ার হাঙ্গারী হইতে এক অভিযান প্রেরণের বিপুল আয়োজন হইতেছিল। ১৮৭২ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে ওয়েগ্রেট ও পেয়ারের অধীনে এই অভিযান প্রেরিত হয়। বহু কষ্টে তাঁহারা নব জেম্‌ব্লার উত্তর প্রান্ত ছাড়াইয়া আসিয়া ১৪ মাইল দূরে একটা পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ইহার অদূরবর্ত্তী একটি দ্বীপের নিকটে জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, পেয়ার অবতরণ করিলেন এবং বিষুব রেখা হইতে ৭৯°৫৪ উত্তরে ইহার অবস্থান

নির্ণয় করিলেন। এই অভিযানের একজন পৃষ্ঠ পোষক কাউণ্ট উইল্‌ক্‌ জেকের নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখা হইল। এখানে ভল্লুকের বড় প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও পেয়ার স্লেজে চড়িয়া একবার এই স্থানটি পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত দেশটি আয়তনে স্পিট্‌স্‌ বার্জ্জেনের সমান্‌ এবং কতকগুলি অপ্রশস্ত খাল ও অষ্ট্রিয়া প্রণালী নামক একটি প্রণালী দ্বারা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত; এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বহু সংখ্যক ছোট বড় দ্বীপ আছে। এই অংশ দুইটির পূর্ব্বদিকৃটির নাম উইল্‌ক্‌ জেক্‌ল্যাণ্ড ও পশ্চিমদিকৃটির নাম জিকিল্যাণ্ড রাখা হইল। অষ্ট্রিয়া প্রণালীটি ৪২° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে রলিন্‌সন্‌ প্রণালী বাহির হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানকার পর্ব্বতগুলি ২০০০—৩০০০ ফিট উচ্চ, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী নিম্ন প্রদেশ গুলি একেবারে বরফে আবৃত। সমীপবর্ত্তী দ্বীপগুলির উর্দ্ধদেশও বরফের মুকুটে শোভমান। এই নবাবিষ্কৃত প্রদেশটির নাম ফ্রানস্‌ জোসেফ ল্যাণ্ড রাখা হইল। ২৪এ এপ্রিল তারিখে পেয়ার জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পরে এর্ম্‌ক্লিণ্টকের নামানুসারে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটির নাম রাখা হইয়াছিল, সেই দ্বীপটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য অভিযান সেই দিকে রওনা হইল। কিন্তু কতকদূর যাইয়াই জাহাজে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব ও বিপদ সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল। তখন, ২০এ মে তারিখে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া যাত্রিগণ নৌকায় চড়িয়া প্রস্থান করিবার জন্য রওনা হইলেন। স্লেজের উপরে নৌকা চাপাইয়া তাঁহারা বরফ সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে ১৪ই আগষ্ট তারিখে ৭১°৪´০ উত্তরে ইহার প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নৌকাগুলি জলে

ভাসাইলেন। পরিশেষে রুষিয়ার একখানা জাহাজ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইল এবং এইভাবে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহারা আসিয়া ভার্ডোতে অবতরণ করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মেরু প্রদেশে যত অভিযান প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্ব প্রধান।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে স্মিথ প্রণালীর পথে মেরুপ্রদেশে আবার অভিযান প্রেরণ করা হইবে। কাপ্তেন নেয়ার্সের অধিনায়কত্বে দুইখানা জাহাজ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে পোর্টস্‌মাউথ হইতে রওনা হইল। একখানার পরিচালক ছিলেন কমাণ্ডার মার্থাম, অপর খানার কাপ্তেন ষ্টিফেন্‌সন। জুলাই মাসের শেষভাগে স্মিথ প্রণালীতে পৌঁছিয়া ইহারা বহুকষ্টে চঞ্চল বরফরাশির মধ্য দিয়া পথ করিয়া ৮১° ৪৪′ উত্তরে লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপ্তেন ষ্টিফেনসনের জাহাজ এখানেই রহিয়া গেল, কিন্তু মার্থাম আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে বরফ সমুদ্রের প্রান্তদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এখানে বরফ ৮০ হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর। রোবসন্ প্রণালী পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ৮২° ২৭′ উত্তরে পর্য্যন্ত যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শীত আসিয়া উপস্থিত হইলে, আগামী বসন্ত ঋতুতে দুই জাহাজের লোক একত্র হইয়া স্লেজে চড়িয়া এই অজ্ঞাত প্রদেশ পরিদর্শন করিবার পরামর্শ ও বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহারা স্লেজে চড়িয়া বাহির হইলেন এবং অজ্ঞাতপূর্ব্ব ৩০০ শত মাইল পরিমিত স্থান আবিষ্কার করিয়া এবং বহু নূতন ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। মার্থাম্ যতটা উত্তরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন,

এ পর্য্যন্ত কোন জাহাজই ততদূর যাইতে পারে নাই। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লে স্মিথ ইংলণ্ড হইতে 'এইরা' নামক জাহাজে চড়িয়া ফ্রানস্ জোসেফ-ল্যাণ্ডে যাইয়া উপনীত হন। তিনি দেখিলেন যে গ্রীন্‌লণ্ডের বরফরাশি কোনও শৃঙ্গবিশিষ্ট হইলেও, এখানকার বরফ পৃষ্ঠ একেবারে সমতল এবং ১৫০ হইতে ২০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের ধার দিয়া চলিয়া তিনি ফ্রানস্ জোসেফল্যাণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্য্যন্ত ১১০ মাইল উপকূল রেখা আবিষ্কার ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাসের অনেক নূতন উপাদান সংগ্রহ করেন। সাণ্ডারল্যাণ্ডের কাপ্তেন উইগিন্‌স্ ১৮৭৪, ৭৫ ও ৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার উত্তর উপকূলের সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া ইয়েনসেই নদীর মোহানার সঙ্গে য়ুরোপীয় বন্দর সমূহের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নর্ডন্‌স্কিয়ল্ড এই উত্তর পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের সংকল্প করিয়া সুইডেনের ট্রম্‌সো হইতে কারাসাগর পথে ইয়েন্‌সেতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এখানে এই নদীর মোহানার উত্তর তীরে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম 'পোর্ট ডিকসন্, রাখেন। এবার এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই তিনি সুইডেনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে এই উত্তর পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা তেমন দুরূহ হইবে না। তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সুইডেনের রাজা ও আরও কয়েকজন ধনাঢ্য লোক এক বিরাট্ আয়োজন করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্কিয়ল্ডকে কয়েকজন কর্ম্মকুশল উৎসাহী লোকের সঙ্গে সাইবেরিয়ার পথে প্রেরণ করিলেন। ১০ই আগষ্ট ইহারা পোর্ট ডিক্‌সনে পৌছেন ও ১৯শে তারিখে ৭৭° ৪১′ উত্তরে সাইবেরিয়ার ও প্রাচীন মহাদ্বীপের সর্ব্বোত্তর অন্তরীপ সেভারো বা সেলিউস্কিনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখান

হইতে তাঁহারা ঈষৎ দক্ষিণ পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এখানকার সমুদ্র বরফ-বিমুক্ত অনতি-গভীর। ২৭এ আগষ্ট তারিখে তাহারা লেনা নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তাঁহারা ৬৭° ৭´ উঃ ও ১৭৩° ২০´ পশ্চিমে একটি নিম্ন সমতলভূমির উপকূলের অদূরে আসিয়া বরফে বিজড়িত হইয়া পড়িলেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা বিস্তর প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ২৯০ দিন বরফে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার পরে জাহাজ আবার চলিতে লাগিল এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই তারিখে বেরিং-প্রণালী অতিক্রম করিল। এইভাবে একপ্রকার নির্ব্বিঘ্নেই উত্তর পূর্ব্ব পথ আবিষ্কৃত হইল। ১৮৭৯ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ যাইয়া জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে নঙ্গর করিল। *

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পয্যন্ত আমেরিকার লেপ্টেনেণ্ট গ্রীনি ৮৩°২৪' অক্ষাংশে উত্তর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ন্যানসেন ব্যতিত আর কেহ পিয়ারীর পূর্ব্বে এতদূর যাইতে পারে নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনেণ্ট পিয়ারী গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরাংশ পার হইয়া ৮১°৩৭' উঃ অক্ষাংশে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলেস্‌মিয়ার ল্যাণ্ড পার হইয়া গিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তরে ৮৩°৫০' অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৮৪°১৭´ অক্ষাংশে গ্রাণ্টল্যাণ্ডের উত্তর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আণ্ড্রি নামক এক ব্যক্তি দুইজন সঙ্গীসহ স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন হইতে মেরুর দিকে বেলুনে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোন সংবাদই

---

* বিশ্বকোষ "সুমেরু শব্দ"।

পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাপ্তান সারড্রূপ জোন্‌স্ সাউণ্ডে গিয়াছিলেন এবং কিং অস্কারল্যাণ্ড, এলেস্‌মিয়ার ল্যাণ্ড এবং গ্রীনেল ল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়াছিলেন এবং গ্রীনেল ল্যাণ্ডের উত্তর পশ্চিমে উত্তর ডিভন ল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে রিংলেস্ দ্বীপ ও এক্সেস হিবার্গল্যাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইঁহারা স্লেজে চড়িয়া ১০৬° (প) দ্রাঘিমা এবং ৮১°৪০′ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ন্যানসেন ফ্রাম নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া নিউ সাইবেরিয়া দ্বীপের নিকট দিয়া মেরুর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবং ফ্রাম স্পিটস্‌বর্জ্জেনের উত্তরে ৮৫°৫৭′ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আলব্রুজ্জির ডিউকের সহচর কাপ্তান কাগ্নি ৮৬°৩৪′ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত গিয়াছলেন।

আমণ্ডসেন নামক একজন ডেন্ ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাডার উত্তরস্থিত কিং উইলিয়াম্ ল্যাণ্ডে থাকিয়া উত্তরমেরু সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম, কানাডার উত্তর পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আলাস্কার এলবার্ট দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওয়েলম্যান নামক একজন আমেরিকাবাসী স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া উত্তরমেরুতে যাইবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু একবারও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কমাণ্ডার পিয়ারী রুজভেল্ট নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল মেরুর ২০০ মাইলের মধ্যে ৮৭° ৬′ অক্ষাংশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকটি অভিযান হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার কুক নামক একজন আমেরিকাবাসী আবিষ্কারক লারউইকে আসিয়া প্রকাশ করেন, তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রমাণ অভাবে তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করে নাই। এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে কামাণ্ডার পিয়ারী আসিয়া প্রকাশ করিলেন, তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রমাণাদি দেখিয়া তাঁহার কথা সকলেই বিশ্বাস করিয়াছেন। অনেকে উত্তরমেরুতে স্থল দেখিবার আশা করিতেন, কিন্তু পিয়ারী তথায় ১৬৫০ গজ (৮২৫ ফ্যাদাম) গভীর সমুদ্র দেখিয়াছেন। আর ১১০ গজ গভীর হইলেই এক মাইল গভীরতা পূর্ণ হইত! কোন কোন স্থানে ৪০০০গজ পর্য্যন্ত সমুদ্র গভীর দেখা যায়, ইহাতে দেখা যাইতেছে মেরু কেন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন বা গভীর। একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য। বায়ু পুরাণে লিখিত আছে গালব ঋষি **উত্তর মেরু সরাবাকারে** দেখিয়াছেন। উত্তর মেরু সরাবাকারে পরিণত হওয়াতেই কেন্দ্রে সমুদ্র সরাবের গর্ত্তের ন্যায় গভীর। সভ্যজগৎ দেখিবেন এখন হিন্দুগণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও অতি প্রাচীন কালে তাঁহারা মেরু প্রদেশে যাতায়াত করিতেন। তবে ব্রহ্ম লোক বা উত্তর মেরুতে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিত না। এই ব্রহ্মলোক ধ্বংস হইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মা উত্তর মেরুর দক্ষিণে নূতন ব্রহ্মলোক স্থাপন করিয়াছিলেন। গার্গ্য ঋষি মেরু প্রদেশ উর্দ্ধবেণীর আকারে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মেরুকেন্দ্রে পূর্ব্বে একটী পর্ব্বত ছিল। যাঁহারা শতকোণী ও সহস্রকোণী দেখিয়াছেন তাঁহারা মেরু প্রদেশের কেন্দ্রে যান নাই, পার্শ্ব হইতে দেখিয়াছেন।*

---

* শতাস্র মেনং মেনেহত্রিঃ সহস্রাশ্রিমৃবির্ভৃগুঃ।
অষ্টাশ্রিমেনং সাবর্ণিশ্চতুরস্রং তু ভাগুরিঃ॥ ৬২

বার্ষায়ণি ঋষি সমুদ্রাকারে দেখিয়াছেন, তিনি কেন্দ্রস্থিত সমুদ্র গর্ত্ত পরিমাণ করেন নাই, কিন্তু গালব ঋষি পরিমাপ করিয়া গভীর দেখিয়া সরাবাকার লিখিয়াছেন, অর্থাৎ কেন্দ্রে যত গভীর চারিধারে তত গভীর নহে।*

কমাণ্ডার পিয়ারী মেরুতে ফারণ হিটের ৩৩° পর্য্যন্ত শীত দেখিয়াছেন। ১২" ডিগ্রির কম শীত কখন হয় না।

এই খানেই মেরু আবিষ্কারের উদ্যম শেষ হয় নাই। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ও কয়েকটী অভিযান প্রেরিত হইয়াছে। এত কষ্ট লোকে করে কেন? প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এই দুর্গম কঠিন প্রাণান্তকর স্থানে কি জন্য মানুষ, মেরু অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতে যায়? কেহ বলিতে পারেন কি, কি আশায় বুক বাঁধিয়া মানুষ এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে যায়? কেহ ফিরিয়া আইসে, কেহ বা জন্মের মতই যায়? কৌতুহল ইহার একটি কারণ। নূতন কিছু করিবার আশাই ইহার উত্তেজক কারণ। যদি আসিলাম তবে কিছু না কিছু না দেখিয়া ফিরিব না ইত্যাদি মনের ভাবই মানুষকে "মরিয়া" করে। তাই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া এসব কার্য্যে যায়। হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুদিগকে এখন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের কোথাও যাইবার

* বার্ষায়ণিস্তু সামুদ্রং শরাবঞ্চৈব গালবঃ।
উর্দ্ধবেণীকৃতং গার্গ্যঃ ক্রোষ্টুকিঃ পরিমণ্ডলম্॥ ৬৩
যদ্ যদ্ যস্তহি যৎপার্শ্বং পর্ব্বতাধিপতেস্ঋষিঃ।
তত্তদেবাস্ত বেদাসৌ ব্রহ্মৈনঃ বেদ কৃৎস্নশঃ॥৬৪।৩৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ অত্রিমুনি ইহাকে শতাস্র, ভৃগুঋষি সহস্রাস্রে, সাবর্ণি অষ্টাস্র ও ভাগুরি চতুরস্রাকারে এবং বার্ষায়ণি সমুদ্রাকারে গালব শরাবাকারে, গার্গ্য উর্দ্ধবেণীর আকারে এবং ক্রোষ্টুকি পরিমণ্ডলাকারে, পরিজ্ঞাত আছেন। ফলে যে ঋষি (যে স্থানে হইতে যখন) যেরূপ আকারেই এই পর্ব্বতাধিপতির পার্শ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ইহার পার্শ্ব বস্তুতঃ সেইরূপই আছে। পরন্তু ইহার সমস্ত তত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই জানেন।

উপায় নাই। যাহারা যাইতে পারে তাহাদের কোথাও যাইবার উপায় নাই। অর্থ কোথায় পাইবে? এই গুরুতর ব্যয়ভার কে বহন করিবে? মুসলমানগণ যাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের যে কোন কারণেই হউক, এ সকল বিষয়ে কৌতুহল নাই, বৌদ্ধগণ ও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই কার্য্যে পশ্চাৎপদ। যায় কেবল খ্রীষ্ট শিষ্যগণ! মেরুপ্রদেশের দক্ষিণে যে সব খ্রীষ্টীয়ানগণ শীতপ্রধান দেশে বাস করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই কার্য্যে অতি উৎসাহের সহিত অগ্রসর হন। তাঁহাদের লক্ষ্য মেরু কেন্দ্র। কতজন বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে মেরুপ্রদেশের ভয়ানক অবস্থার কাহিনী বর্ণন করিয়াছে, কতজন প্রাণ হারাইয়াছে, কতজন বিপদে পড়িয়াছে, কতজনের জাহাজ বরফে আটকাইয়া গিয়াছে, দেশে ফিরিতে পারে নাই! কতজন বেলুনে চড়িয়া, কতজন বিমানে আরোহন করিয়া মেরুপ্রদেশ দেখিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে, তথাপি কি বিরাম আছে! একের পরে অন্যে, তারপর অন্যে, এইভাবে বহু লোক এ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। অবশেষে কমাণ্ডর পিয়ারী জয় লাভ করিয়াছেন! তিনি জয়ের একটা অভূত পূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ইহাই তাঁহার লাভ! নশ্বর জীবন লইয়া পিয়ারী যাহা করিলেন, নশ্বর জীব আমরা পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে তাহাই পড়িব, আনন্দ পাইব, আর কমাণ্ডার পিয়ারীকে ধন্যবাদ দিব। হায়! পিয়ারীও মানুষ! আমরাও ত মানুষ!!

মেরুপ্রদেশকে আমরা "সুমেরু" প্রদেশ বলি। অতি প্রাচীন কালে ইহার নাম ছিল মেরু প্রদেশ। উত্তরাকাশে ধ্রুব যেমন কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, মেরুপ্রদেশেও ঐরূপ একটি কেন্দ্র স্থল আছে। তাহার নাম মেরু কেন্দ্র, এখন তাহাকে সুমেরু কেন্দ্র বলে। সপ্তর্ষি

নক্ষত্র যেমন ধ্রুব নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে, মেরু প্রদেশেও ঠিক কেন্দ্র হইতে ততদূরে একটিবৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, এই বৃত্তের নাম মেরু বৃত্ত, এখন তাহার নাম সুমেরু বৃত্ত। আমরা মেরুবৃত্ত এবং মেরু কেন্দ্রই বলিব। মেরু কেন্দ্র হইতে মেরু বৃত্তের দূরত্ব ১৪০৮ ভৌগোলিক মাইল। কেন্দ্র হইতে ২৩॥ ডিগ্রি দূরে মেরু বৃত্ত অবস্থিত।

মেরুমণ্ডলের পরিধির মোট দৈর্ঘ্য ৮৬৪০ মাইল—তন্মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর ৬৬০, ডেভিস প্রণালী ১৬৫ ও বেরিং প্রণালী ৪৫ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া আছে। এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার উত্তরাংশ এই মেরুবৃত্তের মধ্যে পড়িয়াছে। তাহার উত্তরে অনেক দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে গ্রীণল্যাণ্ড নামক দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মেরুপ্রদেশের ক্ষেত্রফল ৮২০১৮৮৩ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক্ষণে তুষারাবৃত, মানব সাধারণের অগম্য। এখানে দুইটি মাত্র ঋতু, শীত ও গ্রীষ্ম। শীতকালে সমস্ত বৃত্ত বরফাবৃত থাকে। বরফ সমুদ্রের গভীরতা ৮০ হইতে ১০০ ফিট এবং কেন্দ্রে ৪৯৫০ ফিট। গ্রীষ্মকালে কিয়দংশ বরফ গলিয়া যায়, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফ খণ্ড সমুদ্র জলে ভাসিয়া বেড়ায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহাদের উচ্চতা ৩৫০ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বৃহৎ বরফ খণ্ড দেখিতে চাখড়ির পর্ব্বতের ন্যায় সাদা ধপধপে। সূর্য্যরশ্মিতে চক্‌চক্‌ করে। ইহাদের মধ্যে কত প্রস্তর খণ্ড থাকে তাহার অন্ত নাই। এই সমস্ত বরফ খণ্ড (ice bergs) ভাসমান পর্ব্বতের ন্যায় স্রোতবেগে ভাসিয়া গ্রীষ্ম প্রধান দেশে চলিয়া বেড়ায়। যাইতে যাইতে ক্রমে গলিয়া যায়। এইরূপ বরফ পর্ব্বত উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। এই সমস্ত বরফ পর্ব্বতের চারিদিকে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত বাতাস শীতল এবং

আকাশ কুয়াশাবৃত থাকে। এই সকল বরফ পর্ব্বত যে কি ভয়ানক, তাহা নাবিকেরা বিশেষরূপে অবগত আছে। এই সেদিন পৃথিবী মধ্যে বড় নূতন জাহাজ টাইটানিক, এইরূপ ভাসমান একটি বৃহৎ বরফ পর্ব্বতের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ১৫০০ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। এইরূপ কত যায়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জনের নিকট ভাসমান দ্বীপের ন্যায় একটি বরফ খণ্ড দেখা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইখানি জাহাজ আবদ্ধ ছিল। এই জাহাজ দুইখানি দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু নাম পান নাই। তজ্জন্যই কোন দেশের জাহাজ তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যে সমস্ত লোক মেরুবার্ত্তা জানিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন বরফের দ্বীপ বসিয়া গিয়া প্রাণ হারাণ, কতজনের জাহাজ বরফে আটকাইয়া থাকে, কাহারও বা জাহাজ বরফের আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়। যে সমস্ত জাহাজ আটকাইয়া যায় বা চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের আরোহী গুলি আহারাভাবে মরিয়া যায়, সুবিধা পাইলে পলাইয়া যায়, জাহাজগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে অপরিমেয় বরফরাশি এই প্রদেশে প্রতিনিয়ত জন্মিতেছে, তাহার অতি অল্প পরিমাণই দক্ষিণাভিমুখী স্রোতের বেগে ভাসিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই ক্রমাগত মিলিত, বর্দ্ধিত ও স্তূপীকৃত হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে এক জঙ্গম মহাদেশে পরিণত হইতেছে। স্থানে স্থানে বরফের পাহাড় শত শত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপে বরফ খণ্ড মেরুপ্রদেশে জন্মে এবং স্রোতে ভাসিয়া দূর দেশে দক্ষিণে চলিয়া যায়। মেরু প্রদেশের সমুদ্রের মুক্ত জলের স্রোত অনবরতঃ উত্তরাভিমুখী, কিন্তু বরফবাহী জলের স্রোত ঠিক তাহার বিপরীতগামী। আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তর প্রান্তে বহু সংখ্যক ও

বহু বিস্তৃত নদীর মোহানা দিয়া অনবরতঃ উষ্ণ জল স্রোত আসিয়া বরফ গুলিকে উপকূল হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। নরওয়ে ও লাপল্যাণ্ড হইতে যেরূপ প্রবাহ বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছে, তাহার জন্য এই দুই স্থানের উপকূল বরফ মুক্ত থাকে। মেরু প্রদেশ হইতে যে দক্ষিণমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা ডেভিস প্রণালী ও গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদ্র পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে এক ডেবিস প্রণালী দিয়াই দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তাহার সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বরফখণ্ড ভাসিয়া আসিয়া থাকে। গ্রীন-ল্যাণ্ডের এই স্রোত পশ্চিম দিকে যাইয়া ফেয়ার ওয়েল অন্তরীপের উত্তর দিয়া ৬৪°৬´ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে এবং তথায় বাফন্‌স্ বে নামক উপসাগর হইতে যে স্রোত আসিতেছে, তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত স্রোত বরফপুঞ্জ বক্ষে লইয়া লাব্রাডোর উপকুল ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। মেরু প্রদেশ হইতে আর একটি দক্ষিণাভিমুখী স্রোত পারি দ্বীপপুঞ্জের সকলগুলী প্রণালী ও খাড়ী এবং ফিউরী ও হেক্‌লা প্রণালীর মধ্য দিয়া বাফিন্‌স্ বে ও ডেভিস প্রণালী পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

য়ুরোপ এসিয়া ও আমেরিকার যে অংশ গুলি মেরুমণ্ডলের মধ্যে পড়িয়াছে, তাহাতে মানবজাতির বাস দৃষ্টি গোচর হয়। এতদ্ব্যতিত বুথিয়ার উপকূল এবং ডেভিস্ প্রণালীও বাফিন্‌স্ বে উপসাগরের উত্তর তীরেও ইহারা বাস করিতেছে। সাধারণতঃ মৎস্য খাইয়াই ইহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হয়। স্পিট্‌স্ বার্জ্জেন, ফ্রান্স জোসেফ ল্যাণ্ড ও নবজেম্লায় মানুষ নাই। য়ুরোপের মেরু মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অংশে লাপ নামক অধিবাসী বাস করে। সাইবেরিয়া উপকূলে এক সময় লোক বাস করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে কলমা হইতে বেরিং

প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাকৃতচেস্‌দিগের শিবিরে না আসিলে আর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এস্‌কিমো নামক একজাতিকে মেরু মণ্ডলে বাস করিতে দেখা যায়। আমেরিকার উত্তরে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে. তাহাতেও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশটীতে একেবারেই লোকের বাস নাই। ডেন মার্কের অধিকৃত গ্রীণ ল্যাণ্ডে এস্‌কিমোগণ ঔপনিবেশিক-দিগের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে বর্ণ সঙ্করজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন খাঁটি ঔপনিবেশিক তথায় কেহ আছে কিনা সন্দেহ।

মেরু প্রদেশের সর্ব্বত্র শীতাতপ সমান নহে। ইহার যে অংশে উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব্ব সাইবেরিয়া, সেই সেই অংশে শীতের বড়ই আধিক্য। বেরিং প্রণালী ও স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন সাগর সমূহের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে শীতের প্রখরতা অনেকটা মন্দীভূত, প্রথমোক্ত প্রদেশ একেবারেই বরফে আচ্ছন্ন। এখানে যে বরফ জমে তাহা বরাবর এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে। আর শেষোক্ত প্রদেশে সমুদ্র অধিকাংশ স্থলেই বরফ বিমুক্ত; যেখানে বরফ জমে তাহাও একস্থানে স্থির না থাকিয়া নানা স্থানে ভাসিয়া বেড়ায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। দ্বিতীয় মনু।

রাজা আগ্নীধ্রের নিকট হইতে রাজা ধ্রুব মেরুসিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে রাজা ধ্রুবের পিতা রাজা উত্তানপাদের দুই মহিষী ছিলেন, একের নাম সুনীতি, দ্বিতীয়ের নাম সুরুচি। রাজা উত্তানপাদ সুরুচিকেই অধিক ভাল বাসিতেন। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামক একপুত্র এবং সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

একদা ধ্রুব পিতার নিকট গমন করতঃ তাহার ক্রোড়ে আরোহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, রাজা উত্তানপাদও তাহাকে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু সুরুচির ভয়ে পারিলেন না। সুরুচি ধ্রুবকে রাজার ক্রোড়ে আরোহণে উৎসুক দেখিয়া তিরস্কারচ্ছলে বলিয়াছিলেন, বৎস! তুমি হীনা সুনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ, তোমার এ উচ্চ অভিলাষ কেন? এ স্থান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। আমার পুত্র উত্তমই এইস্থানের উপযুক্ত পাত্র। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে, তবে এই স্থানে উঠিবার যোগ্য হইতে।

ধ্রুব বিমাতার কঠোর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া মাতার নিকট গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং দুঃখিত চিত্তে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। পথে নারদ ঋষি তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। তপস্যান্তে ধ্রুব রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, সপ্তঋষি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

বায়ু পুরাণে এ সব কথা কিছুই নাই। উত্তম নামে রাজা উত্তান

পাদের কোন পুত্রের উল্লেখ নাই। প্রিয়ব্রতের এক পুত্রের নাম উত্তম, তিনি ঔত্তমি মনু নামে প্রসিদ্ধ। বায়ু পুরাণে (৬২।৭৬) উত্তানপাদের স্ত্রী সুনৃতার উল্লেখ আছে, তাঁহার গর্ভে ধ্রুব নামে এক পুত্র হইয়াছিল, ইনি তপস্যাবলে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সমস্ত পুরাণের সার সংগ্রহ করিলে জানা যায়, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র ছিলেন। প্রিয়ব্রত রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উত্তান-পাদের পুত্র ধ্রুব তাঁহার হস্ত হইতে রাজসিংহাসন জয় করিয়া স্বয়ং মেরু-প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। রাজা আগ্নীধ্র ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়া ধ্রুব দ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন।

রাজা আগ্নীধ্র মেরুপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া হিমবর্ষে বা হিমালয় প্রদেশে আসিয়া "স্বারোচিষ" নাম ধারণ করতঃ তথায় রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি এখানে আগমন করেন, সেই হইতে একটী অব্দ গণনা হইয়া আসিতেছে ইহার নাম লৌকিক অব্দ। প্রতি শত বৎসরে এক শতাব্দী গণনা করিয়া আবার ১ হইতে গণনা আরম্ভ হইত। ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে ৬৬৭৭ পর্য্যন্ত এক শতাব্দী। স্মরণ করিবার জন্য নক্ষত্র দ্বারা এক এক শতাব্দীর নাম করণ হইত। এখনও কাশ্মীর প্রদেশে এই অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। কাশ্মীর রাজ-তরঙ্গিণীতে এই অব্দের উল্লেখ আছে। ১০৭০ শকে কহ্লন পণ্ডিতের সময় ২৪ লৌকিকাব্দ চলিতেছিল। মেগাস্থিনিসের সময়ও এই অব্দ গণনা প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

২। লৌকিকাব্দ।

কানিংহাম সাহেব বলেন সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ সময়ে "আবু রিহাণ" তাঁহার সহিত ছিলেন। তিনি এই লৌকিকাব্দ গণনা

প্রচলিত দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে জনসাধারণ শতাব্দী অনুসারে বৎসর গণনা করিয়া থাকে। এক শতাব্দী শেষ হইলে আবার ১, ২ হইতে আর এক শতাব্দী আরম্ভ করে। এইরূপ গণনার নাম লোককাল বা লৌকিক অব্দ।

কহ্লন পণ্ডিতের গণনা দ্বারা জানা যায় ১০৭০ শকে লৌকিক অব্দ ২৪ হইলে (১০৭০+৭৮) ১১৪৮ খৃষ্টাব্দেও ২৪ লৌকিকাব্দ হয়। ১১৪৮—২৪=১১২৪ অর্থাৎ ১১২৪ খৃষ্টাব্দে এক শতাব্দী শেষ হইয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইতেছে—(১) মণ্ডি জেলার বৈজনাথ মন্দিরে একটি প্রশস্তিতে দুইটি শককালের উল্লেখ দেখা যায়, (ক) ৭২৬ শকাব্দা এবং (খ) ৮০ লোককাল বা লৌকিকাব্দা। প্রত্যেক হইতে ৭৯ বাদ দিলে ৬৪৭ শকাব্দা, ৭২৫ খৃষ্টাব্দ এবং ১ লৌকিকাব্দ পাওয়া যায়।

(২) সাতলেজ বা শতদ্রু নদীতীরস্থিত কোটগড়ে প্রবাসকালে গোর্খাদলের কাপ্তেন "পাত্রিক জেরার্ড" তাঁহার নোটে লিখিয়াছেন—কচ সম্বৎ বা ২ অব্দ বা ১৮২৬-২৭ কোট গড় ২৫ জুন ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ"। এই উক্তিতে জানা যাইতেছে যে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে কচ প্রথম বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। এই কচ সম্বৎ লৌকিকাব্দার নামান্তর।

কনিংহাম সাহেব বলিয়াছেন—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন কাংগ্রা জেলায় ছিলেন, সেই সময় এই গণনা প্রথা তথায় প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। ইহাকে সাধারণতঃ পাহাড়ী সম্বৎ বলিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি দেখিয়াছেন কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ লোককাল গণনা করিতেন।

কনিংহাম সাহেব বলেন লোককাল একচক্রে ২৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত

গণিত হয়, এবং তাহা ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া ২৭ নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শতাব্দ গণিত হয়। তিনি বলেন অশ্বিনী নক্ষত্রই প্রথম নক্ষত্র এবং মঘাতে অবস্থিতি কালই মহাভারত কাল। মঘা ১০ম নক্ষত্র।

পুরাণমতে কলিযুগ ও যুধিষ্ঠিরাব্দ এক। সকলেরই মতে মঘাতে ঐ সময় সপ্তর্ষি ছিল। কনিংহাম সাহেব মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষির অবস্থিতি দেখিয়া অশ্বিনী হইতে মঘা পর্য্যন্ত ১০ নক্ষত্রে ১০০০ বৎসর ধরিয়াছেন, অর্থাৎ ঐ লোক কাল চক্রের ১০ শতাব্দ যখন চলিতেছিল, সেই সময় ভারত-যুদ্ধ হইয়াছে।

ভারত যুদ্ধের ২৫ বৎসর পরে লৌকিক নূতন শতাব্দ আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ ভারত যুদ্ধ বা কলিযুগ আরম্ভের ২৫ বৎসর পরে এক লৌকিক শতাব্দ শেষ হইয়া অপর এক লৌকিক অব্দ আরম্ভ হইয়াছে।

কলির শতাব্দা ৫০১৪ বৎসর মধ্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ বাদ দিলে ৩১০১ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়, এই সময় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় লৌকিকাব্দ ৭৬ চলিতেছিল, সুতরাং ৩১০১ – ২৪ = ৩০৭৭ খৃঃ পূঃ তে এক লৌকিক অব্দ শেষ হইয়া ৩০৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে আর এক লৌকিকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় পর্য্যন্ত মঘার ১০ নক্ষত্রে ১০০০ বৎসর যোগ করিলে ৩০৭৭ + ১০০০ = ৪০৭৭ বৎসর হয়, তৎসহ একচক্র অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর যোগ করিলে ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পাওয়া যায়। এই ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত আগ্নীধ্র মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে ১ লৌকিকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আগ্নীধ্র হিমবর্ষে দ্বিতীয় মনুত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই লৌকিক অব্দ গণনা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস্ এই গণনাই দেখিয়াছেন। কারণ তিনি লিখিয়াছেন,

"ভারতবাসিগণ বলেন, পিতা **বক্কাস**, যিনি প্রথম ভারতবর্ষ জয় করেন, তাঁহা হইতে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট পর্য্যন্ত ১৫৪ জন রাজা ৬৪৫১ বৎসর তিন মাস রাজত্ব করিয়াছেন।"

৬৪৫১+৩২৬=৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়া ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃতে বক্কেশ বা দক্ষেশ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাকে পিতা বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ইনি মনু অর্থাৎ আদি পিতা ছিলেন। অতএব আগ্নীধ্রই দক্ষিণে হিমবর্ষে আগমন করিয়া **দক্ষেশ** বক্কেশ বা ডাইওনিসাস হইয়াছিলেন। তিনি স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

এই ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ আমরা দুই প্রকারে পাইতেছি—(১) ৩১০১—২৪ =৩০৭৭+(অশ্বিনী হইতে মঘা পর্য্যন্ত) ১০০০=৪০৭৭+২৭০০ (এক চক্র) =৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ; (২) ৬৪৫১+৩২৬ (আলেক্‌জাণ্ডার)=৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ। এই অব্দে লৌকিক অব্দ শেষ ধরিলে, ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃতে ১ লৌকিকাব্দ আরম্ভ হয়।

অতএব স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনু ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃতে **হিমবর্ষে** আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় হইতেই **লৌকিক অব্দ** গণনা আরম্ভ হইয়াছে।

৩। রাজমালা

আগ্নীধ্র ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃতে হিমবর্ষে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বংশের ষড়বিংশ পুরুষ বিশ্বগ্জ্যোতি ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃতে মহাজল-প্লাবন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৭৭৭—৫৫৯৮=১১৭৯ বৎসর এই বংশ **হিমবর্ষে** রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ১১৭৯ বৎসর ২৬ জন

রাজা মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলে গড়ে ৪৬ বৎসর প্রত্যেকের রাজত্বকাল পাওয়া যায়। শেষ রাজা বিশ্বগ্জ্যোতির সময় জলপ্লাবন হওয়ায়, তিনি পূর্ণকাল রাজত্ব করিতে পান নাই। এই গণনানুসারে নিম্নলিখিত রাজাদিগের, নিম্নলিখিত রাজত্বকাল পাওয়া যায়—

১।	আগ্নীধ্র	৪৬	৪৭৭৯৬	৬৭৩১
২।	নাভী	৪৬	৪৭৮৪২	৬৬৮৫
৩।	ঋষভ	৪৬	৪৭৮৮৮	৬৬৩৯
৪।	ভরত	৪৬	৪৭৯৩৪	৬৫৯৩
৫।	সুমতি	৪৬	৪৭৯৮০	৬৫৪৭
৬।	ইন্দ্রদ্যুম্ন	৪৬	৪৮০২৬	৬৫০১
৭।	পরমেষ্ঠী	৪৬	৪৮০৭২	৬৪৫৫
৮।	প্রতিহার	৪৬	৪৮১১৮	৬৪০৯
৯।	প্রতিহর্ত্তা	৪৬	৪৮১৬৪	৬৩৬৩
১০।	ভুব	৪৬	৪৮২১০	৬৩১৭
১১।	উদ্গীথ	৪৬	৪৮২৫৬	৬২৭১
১২।	প্রস্তাব	৪৬	৪৮৩০২	৬২২৫
১৩।	পৃথু	৪৬	৪৮৩৪৮	৬১৭৯
১৪।	নক্ত	৪৬	৪৮৩৯৪	৬১৩৩
১৫।	গয়	৪৬	৪৮৪৪০	৬০৮৭
১৬।	নর	৪৬	৪৮৪৮৬	৬০৪১
১৭।	বিরাট	৪৬	৪৮৫৩২	৫৯৯৫
১৮।	মহাবীর্য্য	৪৬	৪৮৫৭৮	৫৯৪৯
১৯।	ধীমান	৪৬	৪৮৬২৪	৫৯০৩
২০।	মহান্ত	৪৬	৪৮৬৭০	৫৮৫৭

২১।	মনস্যু	৪৬	৪৮৭১৬	৫৮১১
২২।	ত্বষ্টা	৪৬	৪৮৭৬২	৫৭৬৫
২৩।	বিরাজ	৪৬	৪৮৮০৮	৫৭১৯
২৪।	রজ	৪৬	৪৮৮৫৪	৫৬৭৩
২৫।	শতজিৎ	৪৬	৪৮৯০০	৫৬২৭
২৬।	বিশ্বগ্‌জ্যোতি	২৯	৪৮৯২৯	৫৫৯৮

এই বিশ্বগ্‌জ্যোতির রাজত্বকালেই মহাজলপ্লাবনে হিমালয়-প্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মেরুপ্রদেশ-ধ্বংস।

৪৭৯৪৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে হিমশিলাপাতে উত্তরমেরু-প্রদেশ বা মানবের আদিজন্মনিবাস-ভূমি বা আর্য্যব্রজ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (৩৬ পৃষ্ঠা)।

জেন্দ আবেস্তায় লিখিত আছে—"অহুর মজ্‌দ স্পিতামা জরথুস্ত্রকে বলিলেন, আমি দৈত্যনদী-তীরে ঐর্য্যন-বয়োজো নামক প্রথম দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তথায় ১০ মাস শীত এবং দুই মাস গ্রীষ্ম ছিল। গ্রীষ্মের দুই মাসও জল, পৃথিবী এবং বৃক্ষাদির পক্ষে শীতলই ছিল। অবশেষে সেখানে প্লেগের মত শীত পড়িয়াছিল।" *

ঋষিগণ স্বচক্ষে এই ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গার্গ্য ঋষি মেরু-প্রদেশ উর্দ্ধবেণীর আকারে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মেরুপ্রদেশে পর্ব্বত দেখিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধ্বংসের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বার্ষায়নী ঋষি সমুদ্রাকারে দেখিয়াছেন, এবং গালব ঋষি সরাবাকারে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মধ্যে গভীর দেখিয়াছেন; সুতরাং ইঁহারা যে ধ্বংসের পরে দেখিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে—

---

* 3. The first of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the Airyana Vaego by the good river Daitya.

4. There are ten winter months there, two summer months, and those are cold for the waters, cold for the earth, cold for the trees. Winter falls there, with the worst of its plagues.

"যজ্ঞবরাহ মেরু-পর্ব্বতকে ভূতলে **প্রোথিত** করিবার জন্য খুর প্রহার করিলে মেরু পৃথিবী **ভেদ** করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। সেই প্রহারে মেরুর উর্দ্ধভাগ ৩২ যোজন অর্থাৎ প্রায় ১২৮ ক্রোশ বিস্তৃত হইয়াছিল।" * এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, সত্য সত্যই একদিন মেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল।

শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন উত্তরমেরু বাসের অযোগ্য হওয়ায় আর্য্যগণ দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আইসেন। **নৈসর্গিক** অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া যাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা এখন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, মেরুপ্রদেশ শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন **বাসের** অযোগ্য হইয়াছিল কি না? এবং হিমশিলাপাতে ধ্বংস হইয়াছিল কি না? এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, মেরুপ্রদেশে প্রথমে উত্তাপাধিক্য এবং পরে শৈত্যাধিক্য প্রমাণের জন্য, পৃথিবীর উত্তর হইতে দক্ষিণে গতিনির্দ্দেশ করিতে হইবে না। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে—"তখন মূল, ফল, পুষ্প, ঋতু বৎসরাদি কিছুই ছিল না। তখন অতিশয় গ্রীষ্ম বা শীত কিছুই ছিল না; সকল সময়ই অত্যন্ত সুখের ছিল। অনন্তর শীতোষ্ণক্ষুধা-প্রমুখ দ্বন্দ্ব সকল উৎপন্ন হইল।" (৪৯ অধ্যায়)। এক দিন মেরু প্রদেশের অবস্থা এইরূপও ছিল।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং বর্ত্তমান ভূতত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে, এক সময় **মেরু-প্রদেশ** অত্যন্ত **উত্তপ্ত** ছিল, পরে **শৈত্যাধিক্যে ধ্বংস** প্রাপ্তও হইয়াছিল।

---

* মেরুং খুরপ্রহারেণ প্রকৃত্যা পৃথিবীতলম্। স্থখনং স বিবেশাথ পৃথ্বীং ভিত্বান্তরং ততঃ॥ ৪২।২৫ অধ্যায়।

মেরো শিরোস্তবত্তেন প্রহারেণ দ্বিজোত্তম॥ ৪৪

চতুর্থ অধ্যায়।

সুমেরু-প্রদেশ।

মেরু অপেক্ষা উত্তম স্থানে আসিলেন, তাই চাক্ষুষ মনু এই পর্ব্বতের নাম রাখিলেন **সুমেরু**। সুমেরু পর্ব্বতের নাম কালিকা-পুরাণে পাওয়া যায়। * অন্যান্য সকল পুরাণেই আছে। পুরাণ-কর্ত্তাগণ মেরু ও সুমেরু এক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুবাদক এবং টীকাকারগণও তদ্রূপ গোলযোগ করিয়াছেন। তাই ভ্রমে পড়িয়া কেহ কেহ সুমেরুকেই মেরু মনে করিয়া, সেই স্থানেই মানবের আদি জন্মনিবাস স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক এই বিষয়ে প্রথমে মীমাংসা করিয়া ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন, তাঁহার পদে পদে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী।

বায়ু-পুরাণ মতে মেরুপ্রদেশের দক্ষিণে **মানস** সরোবর অবস্থিত। মানচিত্র দেখিলেই, হিমালয়ের উত্তরে আলটাই পর্ব্বতের দক্ষিণে মানস সরোবর পাওয়া যায়, অতএব সুমেরুর দক্ষিণেই মানস সরোবর অবস্থিত এবং মানস সরোবরের উত্তরেই সুমেরু পর্ব্বত, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে। আলটাই পর্ব্বত যে মেরুপ্রদেশ নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব **মেরু** বলিলে **উত্তরমেরু** এবং **সুমেরু** বলিলে **আলটাই** পার্ব্বত্য প্রদেশ বুঝিতে হইবে।

জেন্দ আবেস্তায় এই দ্বিতীয় স্থানের নাম **"সুঘধ"**। সুঘধ শব্দ

---

* সর্ব্বৈর্গুণৈশ্চ সদৃশং সুমেরোরিব সুন্দরি ॥ ১৫ অঃ। ৪৯

সুখদ শব্দের অপভ্রংশ। সুগদ হইতেও পারে। গদ অর্থ পীড়া। যেস্থানে পীড়া নাই, সেই স্থান সুগদ নামে কথিত হইতে পারে। সুখদ অর্থ সুখদায়ক। প্রকৃত অর্থ উৎপাতশূন্য স্থান। *

চাক্ষুষ মনু সুমেরুপ্রদেশে আসিয়া, মেরুপ্রদেশের ন্যায় সেই স্থানকেও নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। হিমবর্ষ ঠিক রাখিয়া উত্তর-মেরুর দক্ষিণে উত্তর কুরুবর্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্যে সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশকে ইলাবৃতবর্ষ করিয়া, ইলাবৃত-বর্ষ ও হিমবর্ষের মধ্যে দুইটী পর্ব্বতে হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইলাবৃতবর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষের মধ্যে দুইটি পর্ব্বতে রম্যক ও হিরণ্ময়বর্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালবর্ষ নাম দিয়াছিলেন।

মেরু পর্ব্বতের উত্তরে যে **কুরুবর্ষ** ছিল, তথাতে সূর্য্য উদয় হইলে ভারতবর্ষে তখন সন্ধ্যা হইত। কিন্তু এই উত্তর কুরুতে তাহা হয় না। ভারতে যখন সূর্য্য দেখা যায় এখানেও সেই সময় সূর্য্য দেখা যায়। সুতরাং এই কুরুবর্ষ মেরুপ্রদেশোক্ত কুরুবর্ষ নহে। উত্তরমেরু ধ্বংস হইলে যে সমুদ্র হইয়াছে, এই উত্তর কুরু সেই সমুদ্রের দক্ষিণে অবস্থিত।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভদ্রানদী **উত্তরকুরু** অতিক্রম করিয়া উত্তর মহাসমুদ্রে পড়িয়াছে। † বায়ুপুরাণে লিখিত আছে ভদ্র-সোমানদী উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া উত্তর মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। ‡ আরও লিখিত আছে—

* 5. The second of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the plains in Sughdha.

† ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে॥ ২।২। ৩৬

‡ উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।

"উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র সমীপে সিদ্ধসেবিত পুণ্য **কুরুবর্ষ** অবস্থিত। দেব সোম হইতে বিচ্যুত হইয়া মানবেরা তথায় জন্মগ্রহণ করে। তত্রত্য লোক সকল শুভ্র ও স্থিরযৌবনশালী। তথায় স্বর্গচ্যুত নরগণ সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করে; সেই গুণবরেণ্য স্থানকেই ভৌমস্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়।"

রামায়ণেও এই উত্তর কুরুবর্ষের কথা লিখিত আছে। এই প্রমাণেই জানা যায় যে, চাক্ষুষ মনুর সময় উত্তর মেরুর দক্ষিণে, **আসিয়া** মহাদেশ নয়টি বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল। (৩নং চিত্র দেখুন)।

এইরূপে নূতন প্রদেশ স্থাপিত হইলেও প্রাচীন **কুরুবর্ষ** মেরু-প্রদেশের উত্তরে বিষুবরেখার উপরে বলিয়াই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে উল্লিখিত হইত। তাই এখনও সেই **পূর্ব্বস্মৃতি** তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও আমরা দেখিতে পাই, কোন গ্রামের লোক আর এক গ্রামে স্থাপিত হইলে, পূর্ব্ব গ্রামের নাম লোপ পায় না, তাহা ও পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে।

২। রাজমালা।

রাজা **চাক্ষুষ** মনু ৪৭৯৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৩১ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুমেরু-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র রাজা **উরু** ৪৮০৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৪৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার

কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্॥ ১১
দেবলোকাচ্চ্যুতা স্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বে চ স্থিরযৌবনাঃ॥ ১৩
তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা।
ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্॥ ৪২।৪৫ অঃ

৩নং চিত্র।

সুমেরু প্রদেশ। উত্তর গোলার্দ্ধ।

India Press, Calcutta.
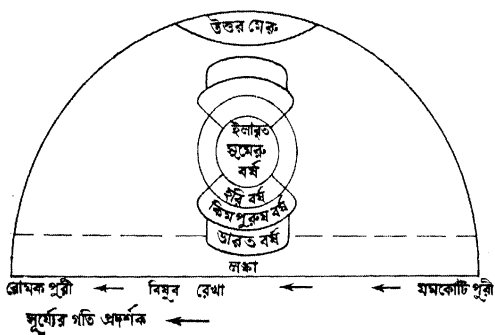
পরে তাহার পুত্র **অঙ্গ** ৪৮০৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৪৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন তাতারের নিকটবর্ত্তী তিব্বত পার্শ্বস্থ কোন পর্ব্বতময় স্থান আধুনিক ভৌগোলিকগণ কর্ত্তৃক অন্দেশ (Andes) বলিয়া উক্ত হয়। এই অন্দেশ অঙ্গদেশ শব্দের অপভ্রংশ। অঙ্গদেশই কালক্রমে অংদেশ হইতে অন্দেশ হইয়াছে। এই অঙ্গদেশ বা অন্দেশ রাজা অঙ্গ কর্ত্তৃক স্থাপিত দেশ।

রাজা অঙ্গের পুত্র **বেণ** তৎপরে ৪৮১৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৩৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিতে পারিবে না। আমিই যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা?" মরীচি-প্রমুখ ঋষিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিলেন—"আমরা **সংবৎসর** সাধ্য যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বাস করিব। তুমি কোনও অধর্ম্মাচরণ করিও না। কেন না তুমি যাহা করিতেছ, তাহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তুমি প্রজা পালন করিবে, পূর্ব্বে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এখন তুমি প্রজাপতি হইয়া প্রজাকুলের নিধন-বাসনায় অভ্যুত্থিত হইয়াছ।" এইরূপে ঋষিগণ বুঝাইলে রাজা বেণ বলিলেন "আমি ভিন্ন অন্য কে আর ধর্ম্মের স্রষ্টা আছে? এ সংসারে বীর্য্য, বিদ্যা, তপস্যা ও সত্যে কে আমার সমান? আপনারা সত্যসত্যই জানিবেন আমি মহাত্মা এবং কাহারও হইতে আমি কম নহি। নিখিল লোক বিশেষতঃ ধর্ম্ম আমা হইতেই সমুদ্ভুত হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ বা জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারি। আমি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি বা গ্রাসও করিতে পারি। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না। * রাজা সর্ব্বদেবময়, আপনারা ইহা

বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসর শতান্ বহূন্

বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন করুন। আপনাদের দাতব্য, হোতব্য, যষ্টব্য কিছুই নাই। স্বামী শুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই আপনাদের ধর্ম্ম।" ঋষিগণ কহিলেন "মহারাজ! যাহাতে ধর্ম্মক্ষয় না হয় এরূপ আজ্ঞা করুন।" রাজা ঋষিদিগের কথা শ্রবণ না করায়, তাঁহারা ক্রোধে পরস্পর বলিয়া উঠিলেন "হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধমাচার, যজ্ঞপুরুষ প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে।" মুনিগণ এইরূপ বলিয়া রাজা বেণকে হত্যা করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণা নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত **পৃথু** নামক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পৃথু ৪৮১৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৩৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই পৃথুর জন্ম সম্বন্ধে অস্বাভাবিক সুতরাং অবৈজ্ঞানিক জনশ্রুতি আছে। বিষ্ণুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে, বেণের দক্ষিণ কর মন্থনে পৃথুর জন্ম হইয়াছিল। * অন্যত্র লিখিত আছে—বেণ নিহত হইলে মুনিগণ ভূপতির

মাধর্ম্মং বেণ কার্ষীস্তং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
নিধনে চ প্রসূতোঽসি প্রজাপতিরসংশয়ঃ॥ ১১৪
পালয়িষ্যে প্রজাশ্চেতি ত্বয়া পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্।
তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ব্বান্ ব্রহ্মর্ষীনব্রবীত্তদা॥
স প্রহস্য তু দুর্ব্বুদ্ধিরিদং বচনকোবিদঃ।
স্রষ্টা ধর্ম্মস্য কশ্চান্যঃ শ্রোতব্যং কস্য বৈ ময়া॥
বীর্য্যশ্রুততপঃ সত্যৈর্ম্ময়া বা কঃ সমো ভুবি।
মহাত্মানমনূনং মাং যূয়ং জানীত তত্ত্বতঃ॥ ১১৭।
প্রভবঃ সর্ব্বলোকানাং ধর্ম্মাণাং চ বিশেষতঃ।
ইচ্ছন্ দহেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলেন বা।
সৃজেয়ং বা গ্রসেয়ং বা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১১৮

(বায়ুপুরাণ ৬২ অঃ)।

* ততঃ সংমন্ত্র্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরূরুং পুত্রার্থম্ অনপত্যস্য যত্নতঃ॥ ৩৩

উরু মন্থন করিলেন, তাহাতে নিষাদ নামক এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল, তৎপরে দক্ষিণ হস্ত মন্থনে পৃথুর জন্ম হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন গ্রীকদিগের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, দেব ডায়োনিসস্ পিতার **জানু** (গীরস) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব দক্ষিণা ও নিষাদ এই দুই শব্দের যোগে ইহাঁর নাম ডায়োনিসস্ হইয়া থাকিবে। ডায়োনিসস্ হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত ১৫৩ জন রাজা ৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং ৬০৪২ + ৩২৭ = ৬৩৬৯ খৃঃ পূঃ পৃথুর রাজত্বকাল পাওয়া যাইতেছে। আমাদের গণনামতেও আমরা পাইয়াছি—ঐ সময় পৃথু রাজত্ব করিতেছিলেন।

ঋষিগণ সেই বৈণ্য **পৃথুকে** মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার অপরঞ্জিত প্রজাবর্গ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। রাজোচিত কার্য্যে রাজার চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য, ঋষিগণ ইহাঁরই রাজত্বকালে **সূত** ও **মাগধ** নামক দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপতি যেরূপ কর্ম্ম করিবে এবং তাঁহার যেরূপ গুণ হইবে তৎসমস্ত উল্লেখ করিয়া, তাহাদিগকে রাজার স্তব করিতে হইবে। রাজা পৃথু এই ব্যবস্থা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, লোকে সদ্গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহাঁরা স্তোত্রে যেরূপ গুণ বর্ণন

মধ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ॥ ৩৪
কিং করোমীতিতান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমুচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ॥ ৩৫
ততোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ।
মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্॥ ৩৮
(বিষ্ণুপুরাণ ১। ১৩ অঃ)।

করিবেন, তিনি সমাহিত হইয়া তাহাই করিবেন। যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবে, তাহা, বর্জ্জন করিবেন। এইরূপে ঋষিগণ সুত মাগধ দ্বারা * সর্ব্বদা রাজাকে রাজার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজাদিগকে সৎকার্য্যে উৎসাহ দিবার ইহা একটী উত্তম উপায়।

রাজা পৃথু শত সহস্র পর্ব্বত কাটিয়া **সমভূমি** করিয়াছেন। এই চাক্ষুষ মন্বন্তরে শৈল দ্বারা পৃথিবী উচ্চনীচ ছিল, সমভূমি ছিল না। গ্রামাদি বিভাগ ছিল না, গো-রক্ষার স্থান, কৃষি ও বণিক্‌পাল ছিল না। পৃথু পৃথিবীর যে যে স্থান সমান করিলেন, সেই সেই স্থানে প্রজাগণ বাস করিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে প্রজাগণ ফলমূল আহার করিয়া অতি কষ্টে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিত, বেণ-তনয় পৃথু হইতেই তাঁহার রাজ্য সর্ব্ব বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গরু দ্বারা ভূমি কর্ষণ করতঃ চাক্ষুষ মন্বন্তরে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরাণ-বেত্তাগণ এই ঘটনাটী রূপকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পৃথু **চাক্ষুষ মনুকে** বৎস কল্পনা করিয়া শস্যের বীজ দোহন করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথু রাজা গো দ্বারা ভূমি কর্ষণ করতঃ

---

* স্বধর্ম্ম এষ সূতস্য সদ্ভির্দৃষ্টঃ পুরাতনৈঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্‌॥ ৩১
বংশানাং ধারণং কার্য্য শ্রুতাণাঞ্চ মহাত্মনাম্‌।
ইতিহাসপুরাণেষু দিষ্টা যে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৩২
ন হি বেদেষ্বধীকারঃ কশ্চিৎ সূতস্য দৃশ্যতে। ৩৩
মধ্যমোহোব সূতস্য ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপবীজনম্‌।
রথনাগাশ্ব চরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্‌॥ ৩৪

অর্থাৎ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অমিততেজা দেব, ঋষি, রাজা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্তান্ত জানিয়া রাখাই সূতের স্বধর্ম্ম। ব্রহ্ম-বাদিগণ ইতিহাস পুরাণ সম্বন্ধেই সূতের এইরূপ অধিকার নির্দ্দেশ করেন; পরন্তু বেদ-সমূহে সূতের কোনই অধিকার দেখা যায় না। ক্ষত্রবৃত্তি সূতের মধ্যম ধর্ম্ম, আর রথ, নাগ ও অশ্ব-চালনা বা চিকিৎসা সূতের জঘন্য ধর্ম্ম। (বায়ুপুরাণ ১ অঃ)।

শস্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময় যে শ্রেণীর লোকে কৃষি-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা **বৈশ্য** নাম পাইয়াছিল। * জনরঞ্জন হেতু ইনিই প্রথম রাজা নাম পাইয়াছিলেন। †

এইরূপে প্রভাবসম্পন্ন বেণ তনয় মহারাজ পৃথু সকলের নমস্য ও পূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বের উপর লোকের এত বিশ্বাস ছিল যে, সমরাভিলাষী যোদ্ধৃগণ তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া, যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। ‡

পৃথুর পরে তৎপুত্র **অন্তর্দ্ধান** ৪৮২৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬২৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তৎপুত্র **হবির্দ্ধান** ৪৮২৯৬

(*) তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্ব্বশঃ। ১৬৯
নহি পূর্ব্ব বিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিদ্যতে॥ ১৭১
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ।
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমেতদাসীৎ পুরা কিল॥ ১৭২
স কল্পয়িত্বা বৎসন্তু চাক্ষুষং মনুমীশ্বরঃ।
পৃথুর্দুদোহ শস্যানি স্বতলে পৃথিবীং ততঃ॥ ১৭৫
শস্যানি তেন দুগ্ধানি বৈণ্যেন তু বসুন্ধরা।
মনুঞ্চ চাক্ষুষং কৃত্বা বৎসং পাত্রে চ ভূময়ে।
তেনান্নেন তদা তা বৈ বর্ত্তয়ন্তে প্রজাঃ সদা॥ ১৭৬

বায়ুপুরাণ ৬২ অঃ

বৈশ্যৈরপি চ রাজর্ষির্বৈশ্যবৃত্তি সমাশ্রিতৈঃ।
পৃথুরেব নমস্কার্য্যো বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ॥ ১০

বায়ু পুরাণ ৬৩ অঃ

† "রাজাভূৎ জনরঞ্জনাৎ"॥ ৯২।১।১৩ অঃ-বিষ্ণুপুরাণ।

‡ এবম্প্রভাবো রাজাসীদ্বৈণ্যঃ স নৃপসত্তমঃ।
নমস্যশ্চৈব পূজ্যশ্চ ভূতগ্রামেণ সর্ব্বশঃ॥ ৫
যোধৈরপি চ সংগ্রামে প্রার্থয়ানৈর্জয়ং যুধি। ৮

বায়ুপুরাণ ৬৩ অঃ

স্বষ্টাব্দ বা ৬২৩১ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। রাজা হবির্দ্ধানের পুত্র **প্রাচীনবর্হি** ৪৮৩৪৬ স্বষ্টাব্দ বা ৬১৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

ইঁহার সময়ে **কণ্ডু** ঋষি ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রাচীনবর্হির পুত্র প্রচেতা হইতে তদ্বংশীয়গণ যিনি যখন রাজা হইতেন, তখন **প্রচেতা** নাম গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদিগের মহিষীগণ প্রথম প্রচেতার মহিষী মারিষার নাম হইতে, সকলে **মারিষা** নাম গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রচেতার মহিষী মারিষা কণ্ডু ঋষির কন্যা ছিলেন। ইনি শশিমণ্ডলের রাজা সোম কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। *

দশ জন প্রচেতা ক্রমান্বয়ে ৪৮৩৪৭ স্বষ্টাব্দ বা ৬১৮০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৮৮৪৬ স্বষ্টাব্দ বা ৫৬৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দশম প্রচেতার পুত্র দক্ষ তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে আরও দক্ষ ছিলেন, এজন্য ইঁহাকে **প্রাচেতস্** দক্ষ বলা হইত।

দক্ষ রাজার কন্যা অদিতি, দনু ও দিতি প্রভৃতির সহিত কশ্যপ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল।

প্রাচেতস্ দক্ষ অপুত্রক ছিলেন, স্থতরাং তাঁহার পরে, তাঁহার দৌহিত্র অদিতি-পুত্র ইন্দ্র মাতামহ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব হইতেই এই সিংহাসনে যিনি আরোহণ করিতেন, তিনিই **ইন্দ্র** নামে কথিত হইতেন—যথা—প্রচেতা, রুষিয়ার জার, তুরস্কের স্থলতান,

---

* উপগম্যা ব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রচেতসঃ। ৩১
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষেরেব বিনির্ম্মিতা।
ভার্য্যাভবতু বো হেষা সোমগর্ভ বিবর্দ্ধিতা॥ ৩৪

বায়ুপুরাণ ৬৩ অঃ

পারস্থের সাহ, আফগানিস্থানের আমির, মিশরের খেদিব, জার্ম্মেণীর কৈশর, ভুটানের দেবরাজ ইত্যাদি। রাজা ইন্দ্রের মহিষীর সাধারণ নাম ছিল **শচী**। তাই এই পদের সাধারণ নাম ইন্দ্রত্ব * ও শচীত্ব পদ।

৩। কশ্যপ-বংশ।

সুমেরু-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বদিকে বিকঙ্ক ও মণি শৈল পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক সুবৃহৎ উপত্যকা-ভূমিতে প্রজাপতি কশ্যপ ঋষির আশ্রম ছিল। †

দক্ষ-কন্যা অদিতি, দিতি, দনু, সুরভি, খসা প্রভৃতি সহ কশ্যপ ঋষির বিবাহ হইয়াছিল। **অদিতি**-গর্ভে কশ্যপ ঋষির ১২টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অদিতির গর্ভে জন্ম বলিয়া তাঁহাদিগকে আদিত্য বলা হইত এবং দ্বাদশাদিত্যের নামানুসারে তাঁহাদের নাম রাখা হইয়াছিল। যথা—ইন্দ্র, অর্য্যমা, দক্ষ, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ এবং বিষ্ণু।

দিতির গর্ভে কশ্যপের তিন পুত্র জন্মিয়াছিল—**হিরণ্যকশিপু**, হিরণ্যাক্ষ ও মরুৎ। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দিতির পুত্র বলিয়া দৈত্য নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা আর্য্যদলভুক্তই ছিলেন। বায়ু-পুরাণে লিখিত আছে—ভৃগুর সদ্বংশীয়া দুইটি ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে

---

* অতীতানাগতা যে চ বর্ত্তন্তে যে চ সাম্প্রতম্।
সর্ব্বে মন্বন্তরেন্দ্রাস্তু বিজ্ঞেয়াস্তুল্যলক্ষণাঃ ॥ ৬
বায়ুপুরাণ ৬৪ অঃ।

† তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাশ্রুতিবিভূষিতম্ ॥ ২২
বায়ুপুরাণ ৩৭ অঃ

দিব্যা নাম্নী শুভা ভার্য্যা হিরণ্যকশিপুর কন্যা। * ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সহিত হিরণ্যকশিপুর বিবাদ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তিনি আর্য্য বলিয়াই গণ্য ছিলেন। কশ্যপ এক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপু ঋত্বিকের কার্য্য বেদাদি পাঠ করিয়াছিলেন। †

দনুর গর্ভে কশ্যপ ঋষির পুলোমা, স্বর্ভানু, মৃকণ্ডু প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র হইয়াছিল, ইহারাও আর্য্য মধ্যেই গণ্য ছিল। দনুর পুত্র বলিয়া ইহারা দানব নামে খ্যাত ছিল। ভৃগু ঋষির সদ্বংশজাতা দ্বিতীয়া ভার্য্যা পৌলোমী দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা ছিলেন। পুলোমার অপর কন্যা **শচী** ইন্দ্রের মহিষী ছিলেন।

সুরভির গর্ভে কশ্যপের ১১টি পুত্র জন্মিয়াছিল। একাদশ রুদ্রের নামে তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল। ‡

খসার গর্ভে কশ্যপের দুইটি পুত্র হইয়াছিল। প্রথম বিলোহিত,

---

* ভার্য্যে ভৃগোরপ্রতিমে উত্তমেঽভিজনে শুভে।
হিরণ্যকশিপোঃ কন্যা দিব্যা নাম পরিশ্রুতা। ৭৩

বায়ুপুরাণ ৬৫ অঃ

† কশ্যপস্যাত্মজৌ তৌ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বজৌ স্মৃতৌ।
সৌতোঽহন্যতিরাত্রস্য কশ্যপস্যাশ্বমেধিকে॥ ৫০
হিরণ্যকশিপুর্নাম প্রথমং হ্যত্বিগাসনম্।
দিত্যাগর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তত্রাসীনোচ্চসংসদি।
হিরণ্যকশিপুস্তস্মাৎ কর্ম্মণা তেন স স্মৃতঃ॥ ৫১

বায়ুপুরাণ ৬৭ অঃ

‡ সুরভী কশ্যপাদ্রুদ্রানেকাদশ বিজজ্ঞিরে। ৬৮

বায়ুপুরাণ—৬৬ অঃ

দ্বিতীয় বিকল। বিলোহিত বংশ **যক্ষ** নামে এবং বিকল বংশ **রক্ষ** নামে কথিত হইয়াছে। *

৪। দেব ও অসুর।

আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুৎ, ভৃগু এবং অঙ্গিরা এই আটটি দেবগণ। ইহার মধ্যে আদিত্য, রুদ্র এবং মরুৎ কশ্যপ ঋষির পুত্র। সাধ্য, বসু ও বিশ্বদেব ধর্ম্মপুত্র আত্রেয়গণ। ভৃগু হইতে ভার্গব এবং অঙ্গিরা হইতে আঙ্গিরসগণ সমুদ্ভূত হন। †

দেবগণ ও ঋষিগণ একবংশেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই সময় দেবগণকে **অসুর** বলা হইত। ঋগ্বেদে বরুণ, সবিতা, ইন্দ্র, মরুৎগণ, ত্বষ্টা, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি অসুর নামে কথিত হইয়াছেন। ‡

---

* যক্ষ যত্তুক্তবান্ যস্মাত্তস্মাদ্ যক্ষো ভবত্যয়ম্ ॥
রক্ষ ইত্যেব ধাতুর্যঃ পালনে সম্বিভাব্যতে।
উক্তবাংশ্চৈব যস্মাত্ত্ব রক্ষ মে মাতরং খশাম্ ॥
নাম্নায়ং রাক্ষসস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি তবাত্মজঃ ॥ ১০০—১০১

বায়ুপুরাণ ৬৯ অঃ

† আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে মরুদ্গণাঃ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব হ্যষ্টৌ দেবগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২
আদিত্যা মরুতো রুদ্রা বিজ্ঞেয়াঃ কশ্যপাত্মজাঃ
সাধ্যাশ্চ বসবো বিশ্বে ধর্ম্মপুত্রাস্ত্রয়ো গণাঃ ॥ ৩

বায়ুপুরাণ ৬৪ অঃ

‡ "হে বরুণ! হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।"

১।২৪।১৪ ঋক।

"হিরণ্য হস্ত অসুর, সুনেতা, হর্ষদাতা, ও ধনবান সবিতা অভিমুখ হইয়া আসুন।"
১।৩৫।১০ ঋক।

এই সময় হিরণ্যকশিপু সুমেরু-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে দিকে যাইতেন, দেবগণ মহর্ষিগণসহ সেই সেই দিকের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। হিরণ্যকশিপুর এতই প্রভাব ছিল। * কশ্যপ ঋষির সন্তান মধ্যে হিরণকশিপুই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। †

হিরণ্যকশিপু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই তিনি মাতামহ অপুত্রক দক্ষের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি অত্যাচারী রাজা ছিলেন। এজন্য অদিতি-গর্ভজাত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইন্দ্র প্রভৃতির সহিত, তাঁহার বিশেষ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্দ্রপক্ষীয় দেবগণ ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ স্বীকার করিয়া লইয়া, দক্ষ সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিষ্ণুর শরণ লইয়াছিলেন। বিষ্ণু তাঁহার একজন যোদ্ধাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রেরিত যোদ্ধা প্রহ্লাদ প্রভৃতি হিরণ্যকশিপুনন্দনগণকে পরাজিত করিলে স্বয়ং হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করেন। নরসিংহ বিষ্ণু এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। প্রহ্লাদ

"কেননা তিনি (ইন্দ্র) প্রভূত যশশালী ও অসুর এবং শত্রুদিগকে দূর করেন।" ১।৫৪।৩ ঋক।

"অসুর ত্বষ্টার নির্ম্মিত সেই একটি সোমপাত্রকে চারখানি করিয়াছিলেন।" ১।১১০।৩ ঋক।

"আমি ও সেই দ্যুলোকের অসুরকে এবং তাহার অনুচর স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলবাসী মরুদ্গণকে স্তব করি।" ১।১২২।১ ঋক।

"যাঁহার গতি অপ্রতিহত, যিনি অসুর ও সুখদাতা, সেই বায়ু আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন।" ৫।৪২।১ ঋক।

* রাজা হিরণ্যকশিপুর্যাং যমাশাং নিষেবতে।
তস্মৈ তস্মৈ দিশে দেবা নমশ্চক্রুর্মহর্ষিভিঃ ॥ ৬৫
বায়ুপুরাণ ৬৭ অঃ

† বায়ুপুরাণ ৬৭।৫০

তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। অবশেষে হিরণ্য-কশিপু স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন এবং নরসিংহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত হইলেন। পিতার বধের কথা মনে করিয়া প্রহ্লাদ বিষ্ণুর সহিত ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ ঘোরযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। *

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—

অথ তস্য বলাদ্দেবাঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বাধিতাস্তাড়িতা জগ্মুর্দেবদেবং পিতামহম্॥ ২২
সর্ব্বদেবহিতার্থায় জগাম কমলাসনঃ॥ ২৪
সংস্তূয়মানঃ প্রণতৈর্ম্মুনীন্দ্রেরমরৈরপি।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং যত্রাস্তে হরিরীশ্বরঃ॥ ২৫ পূঃ। ১৬
দৃষ্ট্বা দেবং জগদ্‌যোনিং বিষ্ণুং বিশ্বগুরুং শিবম্
ববন্দে চরণৌ মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ২৬
হিরণ্যকশিপুর্নাম ব্রাহ্মণো বরদর্পিতঃ।
বাধতে ভগবন্ দৈত্যো দেবান্ সর্ব্বান্ মহর্ষিভিঃ॥ ৩২
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বামৃতে পুরুষোত্তমম্।
হন্তুমর্হসি সর্ব্বেষাং ত্রাতাসি ত্বং জগন্ময়॥ ৩৩
শ্রুত্বা তদ্দৈবতৈরুক্তং স বিষ্ণুর্লোকভাবনঃ।
বধায় দৈত্যমুখ্যস্য সোঽসৃজৎ পুরুষং স্বয়ম্॥ ৩৪
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং তং প্রাহ গরুড়ধ্বজঃ॥ ৩৫
হত্বা তং দৈত্যরাজানং হিরণ্যকশিপুং পুনঃ।
ইমং দেশং সমাগন্তুং ক্ষিপ্রমর্হসি পৌরুষাৎ॥ ৩৬
নিশম্য বৈষ্ণবং বাক্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্।
মহাপুরুষমব্যক্তং যযৌ দৈত্যমহাপুরম্॥ ৩৭
তদা হিরণ্যকশিপোশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ।
পুত্রা নারায়ণোদ্ভূতং যুযুধুর্মেঘ নিস্বনাঃ॥ ৪৫
প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্লাদো হ্লাদ এব চ॥ ৪৬
অথাসৌ চতুরঃ পুত্রান্ মহাবাহুর্মহাবলঃ।
প্রগৃহ্য পাদেষু করৈশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ৪৯
বিমুক্তেষ্বথ পুত্রেষু হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্।
পাদেন তাড়য়ামাস বেগোনারসি তং বলী॥ ৫০

ইন্দ্র রাজা হইলেন বটে, কিন্তু এই হইতে বৈমাত্র ভ্রাতাদিগের সহিত, রাজ্য লইয়া সতত তাঁহাকে বিবাদ করিতে হইত। এই সময় সমস্ত লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল সুর, আর একদল অসুর। যাঁহারা ইন্দ্রের পক্ষে থাকিলেন, তাঁহারা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য হইতে ঐশ্বর্য্যবান হইলেন, এবং অপর দল ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া অসুর নামে খ্যাত হইলেন। পরস্পর বিবাদে কখন সুরদল জয়ী হইত, কখন অসুর-দল জয়ী হইত। এই সময় হইতেই, যাঁহারা বেদে অসুর নামে কথিত হইতেন, তাঁহারা সুর নামে কথিত হইলেন। কিন্তু অপর দল অর্থাৎ অসুরদল তাহাদের আরাধ্য দেবতাকে অসুর নামেই উপাসনা করিতেন। অগ্নিই এই মহৎ অসুর বা অহুর মজ্‌দ বা অসুর প্রধান। * মহাদেব

সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবঃ সর্ব্বজ্ঞানময়োঽমলঃ।
নৃসিংহবপুরব্যগ্রো হিরণ্যকশিপোঃ পুরে॥ ৫৩
আবির্ব্ভুব সহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্। ৫৪
স তন্নিয়োগাদসুরঃ প্রহ্লাদো বিষ্ণুমব্যয়ম্।
যুযুধে সর্ব্বযত্নেন নরসিংহেন নির্জ্জিতঃ॥ ৫৮
ততঃ হিরণ্যকশিপুর্দুরাত্মা কালচোদিতঃ।
নিবারিতোঽপি পুত্রেণ যুযুধে হরিমব্যয়ম্। ৭১
সংরক্তনয়নোঽনন্তো হিরণ্যনয়নাগ্রজম্।
নখৈর্বিদারয়ামাস প্রহ্লাদস্যৈব পশ্যতঃ॥ ৭২
পিতুর্বধমনুস্মৃত্য ক্রোধং চক্রে হরিং প্রতি॥ ৮৯
তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্।
নারায়ণস্য দেবস্য প্রহ্লাদস্যামরদ্বিষঃ॥ ৯০
কৃত্বা স সুমহদ্‌যুদ্ধং বিষ্ণুনা তেন নির্জ্জিতঃ। ৯১

কূর্ম্ম পুরাণ ১৬ অঃ। পূঃ

ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহোদিবস্ত্বং শর্ধো মারুতং পৃক্ষইশিষে।
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসিশংগয়স্ত্বং পুষা বিধতঃ পাসিনুত্মনা॥

অর্থাৎ হে অগ্নি তুমি আকাশের মহৎ অসুর রুদ্র, তুমি মরুদ্‌গণের বল স্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধার স্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ু সদৃশ অশ্বে গমন কর। তুমি পুষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পরিচালক ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর।

ঋগ্বেদ ২।১।৬ ঋক।

অসুর দলেই ছিলেন, এইজন্য ইন্দ্রাদির সহিত যজ্ঞভাগ পাইতেন না। বৃহস্পতি সুরগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার যজমান হইলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"দেবগণ ইন্দ্রের জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, আপনি আমাকে **দ্বাদশাহ** দ্বারা যাজন করুন। বৃহস্পতি তাঁহাকে যাজন করিলেন। তখন দেবগণ তাহার জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন।" * তাহাতেই ইন্দ্র দক্ষের সিংহাসন পাইয়াছিলেন।

অতএব **অসুরগণ** আর্য্য এবং ইন্দ্রাদি দ্বাদশাদিত্যের বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন। সুমেরু প্রদেশের রাজসিংহাসন অর্থাৎ মাতামহ দক্ষের সিংহাসন লইয়া তাহাদের মধ্যে সতত বিবাদ হইত। কখন ইন্দ্র অসুরদিগকে তাড়াইয়া স্বরাজ্য দখল করিতেন, কখন বা অসুরদিগের দ্বারা তাড়িত হইতেন।

৫। সুমেরু প্রদেশ

সুমেরু প্রদেশের পূর্ব্বদিকে মন্দর পর্ব্বত, তৎপূর্ব্বে অরুণোদ সরোবর বা হ্রদ, পশ্চিম দিকে বিপুল পর্ব্বত এবং শীতোদ সরোবর বা হ্রদ, দক্ষিণদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত এবং মানস সরোবর, উত্তরে সুপার্শ্বগিরি এবং মহাভদ্র সরোবর অবস্থিত।

সাইবেরিয়ার দক্ষিণে মঙ্গোলিয়া প্রদেশের পশ্চিমে **আলটাই** নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখা যায়, ঐ প্রদেশকেই সুমেরু প্রদেশ বলে।

এই প্রদেশকেই আবেস্তামতে সুঘধ বলে। এই স্থানই চাক্ষুষ মনু ইলাবৃতবর্ষ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই ইলাবৃতবর্ষ হইতে

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪ প ১৯ অঃ ৩ খণ্ড।

ইলাম্বাশ্নী * বা আলটাই পর্ব্বত নাম হইয়া থাকিবে। এই সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে ইলাবৃতবর্ষে ব্রহ্মার মহাপুরী বিদ্যমান ছিল। সেখানে ভগবান ব্রহ্মা যোগীন্দ্র, মুণীন্দ্র, উপেন্দ্র ও শঙ্কর কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মপুরীর সম্মুখে দেবাদিদেব **শম্ভুর** স্থান বিরাজিত। শশি, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিন নেত্র বিশিষ্ট প্রমথাধিপ মহাদেব প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। এই পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে **অমরাবতী** নামে ইন্দ্রের পুরী অবস্থিত। সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধচারণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে বাস করেন। ইন্দ্রপুরীর দক্ষিণ দিকে **অগ্নির** তেজোবতী নাম্নী পুরী অবস্থিত।

সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে **যমের** সংযমনী নাম্নী পুরী ছিল। ঐ যমপুরীর পশ্চাৎভাগে নির্ঋতি দেবের রক্ষোবতী নাম্নী পুরী। ঐ পুরী রাক্ষস দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুমেরুর পশ্চিমদিকে **বরুণ** দেবের শুদ্ধবতী নাম্নী মহাপুরী। সেখানে অপ্সরা, সিদ্ধ ও দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া বরুণরাজ অবস্থিতি করিতেন।

বরুণ পুরীর উত্তরে **বায়ুর** গন্ধবতী নাম্নী পবিত্রা মহাপুরী অবস্থিত। তাহার পূর্ব্বদিকে শুভ্রবর্ণা কান্তিমতী নাম্নী **সোমের** মহাপুরী। সেখানে রাজা সোম বিরাজ করেন। তাহার পূর্ব্বদিকে **শঙ্করের** যশোবতী নাম্নী শোভনা মহাপুরী। সেখানে গণাধিপ ঈশ্বরের, রুদ্র কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সুবিশাল মন্দির বিদ্যমান।

পূর্ব্বদিকে শীতান্ত পর্ব্বতের উপর ইন্দ্রের এক ক্রীড়া কানন ছিল। কুমুঞ্জ পর্ব্বতের উপর দানবদিগের ৮টি পুরী ছিল। মহাশীল পর্ব্বতের উপর অশ্ববক্ত্র কিন্নরদিগের আবাস স্থল ছিল। বিকঙ্ক ও মনিশৈলের

* মানবের আদি জন্মভূমি ১০০ পৃষ্ঠা

মধ্যভাগে কশ্যপ প্রজাপতির আশ্রম ছিল। (মহাভারত উদ্যোগ ১০৭ অঃ।) সুনাম পর্ব্বতের উপর সহস্র সহস্র দৈত্যাবাস ছিল। বেণুমন্ত পর্ব্বতের উপর তিনটি বিদ্যাধর পুরী আছে। পূর্ব্বদিকে দেবকুট পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অসুরগণ বাস করিত।

দক্ষিণ দিকে করঞ্জশৈলে ভূতপতি বৃষবাহন মহাদেব শঙ্কর নিরন্তর বাস করিতেন। বসুধার পর্ব্বতে বসুগণের ৮টী পুরী ছিল। রত্নধাতু পর্ব্বতের উপর সপ্তর্ষিগণের ৭টী পুণ্যাশ্রম ছিল। হেমশৃঙ্গে চতুরানন ব্রহ্মার আশ্রম ছিল। গজশৈলে রুদ্রগণ নিত্যবাস করিতেন। হেমকক্ষ পর্ব্বতে বহুতর গন্ধর্ব্ব বাস করিতেন। পঞ্চকুটে দানবগণ াস করিত। শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যক্ষগণ বাস করিত। হরিকুট শৈলে হরি বিরাজ করিতেন। বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের মধ্যে আদিত্যগণের আবাস ছিল।

পশ্চিমদিকে কুমুদাচলে কিন্নরাবাস, অঞ্জন শৈলে মহোরগাবাস এবং কৃষ্ণাচলে গন্ধর্ব্বপুরী ছিল। দেবাপি ও জয় শৈলের মধ্যভাগে বৃহস্পতির এক মহা পবিত্র আশ্রম ছিল। সহস্রশৃঙ্গ পর্ব্বতে দৈত্যগণ বাস করিতেন। সুপক্ষ নামক পর্ব্বতে বিবস্বান্, সোম, বায়ু ও নাগাধিপতির চারিটী আবাস ছিল।

দক্ষিণে কৈলাশ পর্ব্বতে কুবেরের এক নগর ছিল। কুবেরের এক পুষ্পক বিমান ছিল। এখানে মন্দাকিনী নদী, অলকনন্দা ও নন্দা প্রভৃতি সদানীরা নদী প্রবাহিত হয়। কৈলাসের পূর্ব্বদিকের শৃঙ্গে দশটি গন্ধর্ব্ব নগর ছিল। এই পর্ব্বতে বিষ্ণুপদ নামক এক স্থান আছে।

৬। নদী।

সুমেরু পর্ব্বত হইতে প্রধানতঃ চারিটি **নদী** চারিদিকে গিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।* **সীতা** নামে একটী নদী পূর্ব্বাভিমুখে শীতান্ত পর্ব্বতের উপর দিয়া কুমুঞ্জ শৈল, মাল্যবান পর্ব্বত, বৈকঙ্ক পর্ব্বত, মনিশৈলের উপর দিয়া বৃষভাচলে উপনীত হইয়াছে।

এইরূপে এই নদী বহু পর্ব্বত বিদারিত করিয়া ক্রমশ জঠর পর্ব্বতে পতিত হইয়াছে। তথা হইতে দেবকুট পর্ব্বতে গমন করতঃ ভদ্রাশ্ববর্ষকে প্লাবিত করিয়া পূর্ব্বসাগরে মিলিত হইয়াছে।

এখন এই নদীর নাম আমুর নদী। ইহার আর এক নাম শিল্কা নদী। ইহার তীরে এখনও সীতা নামে একটী জনপদ আছে।

(২) **অলকনন্দা** নামে একটী নদী সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক হইতে বরাবর দক্ষিণ মুখে গিয়াছে। এই নদী গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রপাতরূপে পতিত হইয়া মানস সরোবরে পতিত হইয়াছে।

এই নদীর চিহ্ন স্বরূপ একটী নদী এখনও আল্‌টাই পর্ব্বতে বর্ত্তমান আছে, তাহার নাম **উলুকাম** নদী। উলুকাম শব্দ অলকনন্দারই অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) **স্বরক্ষু** নদী পশ্চিমে বিপুল পাদ দিয়া শীতোদ সরোবর আপ্লাবিত করতঃ কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।* এই নদীর বর্ত্তমান নাম "জাকজার্তিস্," ইহা স্বরক্ষু শব্দেরই অপভ্রংশ। এখন ইহাকে শির-দরিয়া বলে।

(৪) **সোমা** বা ভদ্রসোমা নদী সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া বহু পর্ব্বতের উপর দিয়া উত্তর কুরুদেশ প্লাবিত করতঃ

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ অঃ

উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। এই সোমানদী এক্ষণে লেনা নদী নামে অভিহিত।

এতদ্ব্যতিত আরও অনেক নদী আছে।

৭। জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

৪৭৯৪৭ স্বৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে **মেরু** প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ হিমশিলা পাতে তাড়িত হইয়া **সুমেরু** পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন ৬০ দণ্ডের মধ্যেই অহোরাত্রি শেষ হয়। ৭০° অক্ষাংশের ন্যায় এখানে ২ মাস সতত দিন এবং দুই মাস সতত রাত্রি হয় না। কিন্তু সব দিন সমান হয় না। কখন দিন বড়, রাত্রি ছোট, কখন বা রাত্রি বড় দিন ছোট হয়। মেরুপ্রদেশের ন্যায় মিথুন এখানে সুদীর্ঘ নহে, ৬০ দণ্ডেই মিথুন শেষ হয়। প্রতি **মিথুনেই** সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ একবার উদয় হয়। সূর্য্য আকাশের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে না, পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। মেরু প্রদেশের ন্যায় আকাশের চারিদিকে ঘুরেনা। তাই এখানে আদিত্য দ্বারা মেরু প্রদেশের ন্যায় দিন গণনা করা অসুবিধা হইল। সুতরাং সূর্য্যের উদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত এক দিন ধরিয়া এখানে **দিন** গণনা হইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ চন্দ্র দ্বারাও দিন গণনা আরম্ভ করিলেন। **চন্দ্রের** হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দিনের নাম হইতে লাগিল। যে দিন চন্দ্রের এক কলা মাত্র দেখা যায়, সেই দিন প্রতিপদ, দুই কলার দিন দ্বিতীয়া, তিন কলার দিন তৃতীয়া এইরূপে ১৫ কলা সম্পুর্ণ যে দিন হয়, সেই দিনের নাম পূর্ণিমা। আবার চন্দ্রের এক কলা করিয়া প্রতিদিন হ্রাস হইতে হইতে পুনরায় ১৫ দিনে চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, সেই দিনের নাম অমাবস্যা।

চন্দ্রের এই হ্রাস বৃদ্ধি নক্ষত্র দ্বারা নির্ণয় করা হয়। মেরু প্রদেশে আর্য্যগণ ১২টি নক্ষত্র মাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন প্রতি পূর্ণিমাই নির্দ্দিষ্ট একটি নক্ষত্রে হয় না। দুই নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও হয়। এজন্য দুই নক্ষত্রের মধ্যে আর ও একটি করিয়া ৯ স্থানে ৯টি নক্ষত্র স্থির করিলেন, যথা—(১) ভরণী, (২) রোহিণী, (৩) পুনর্ব্বসু, (৪) অশ্লেষা, (৫) হস্তা, (৬) স্বাতি, (৭) মুলা, (৮) শতভিষা, (৯) রেবতী। সমুদায়ে ২১টি নক্ষত্র হইল।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে—দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বরূপ পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি পরিধি নির্ম্মাণ করা হইল এবং তিনসপ্ত সংখ্যক যজ্ঞ কাষ্ঠ হইল।*

এই সাতটি পরিধি অর্থে ৭টি গ্রহ, যথা—(১) বুধ, (২) শুক্র, (৩) পৃথিবী (৪) চন্দ্র (৫) মঙ্গল, (৬) বৃহস্পতি, (৭) শনি। এই সময় আর্য্যগণ জানিতেন, সূর্য্য মধ্যে অচল † হইয়া থাকে এবং উপরে লিখিত ৭টি গ্রহ পরিধির ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন সপ্ত অর্থাৎ ২১টি যজ্ঞ কাষ্ঠ অর্থে একুশটি নক্ষত্র বুঝা যায়। এই সময় আর্য্যগণ ২১টি পর্য্যন্ত নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

চন্দ্রের ১৫ দিনে হ্রাস ও ১৫ দিনে বৃদ্ধি ধরিয়া ৩০ দিনে তাঁহারা একমাস গণনা করিলেন। মস্ অর্থ পরিমাণ করা। চন্দ্রের দ্বারা মাস পরিমিত হইতে লাগিল, এজন্য চন্দ্রের একনাম মাসা, ‡ এবং যাহা পরিমিত

---

* সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥
ঋগ্বেদ ১০।৯০।১৫ ঋক।

† পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়তত্ত্ব ৪ পৃষ্ঠা।

‡ ঋগ্বেদ ১০।৯২।২, ১০ ৯৩।৫ ঋক।

হইতে লাগিল, তাহার নাম **মাস** হইল। মাসরূপ উড়ন্ত পাখীর দুইটি পাখা কল্পনা করিয়া, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ গণনা করিলেন। এইরূপে আর্য্যগণের সুমেরু প্রদেশে বাসকালে চন্দ্রমস্ ও মাস নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সময় পূর্ণিমা তিথি দ্বারা মাস গণনা করা হইত, এই জন্য পূর্ণিমার একনাম **পৌর্ণমাসী** এবং পূর্ণিমার চন্দ্রকে **পূর্ণমস্** বলে।

মেরু প্রদেশে তাঁহারা "দশগ্ব" নামক যজ্ঞ করিয়া আসিয়াছেন। ৩০ × ১০ = ৩০০ অহনে এই যজ্ঞ শেষ হইত। এখানেও তাঁহারা ঐ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং ১০ মাসে বা ৩০০ দিনে যজ্ঞ শেষ করিয়া, আবার নূতন করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিতেন। এই জন্য এখানে ১০ চান্দ্র মাসে বা ৩০০দিনে বৎসর গণিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এই গণনা অধিকদিন নিরাপত্যে চলিল না। গবাময়ন নামক দশমাস ব্যাপী যজ্ঞ করিতে বসিয়া দুইটী দল হইয়া পড়িল। একদল চন্দ্রানুসারে দশমাসে বৎসর গণিতে আরম্ভ করিলেন। অপর দল আদিত্য অনুসারে, আর দুইটী আদিত্য বৃদ্ধি করিয়া, দ্বাদশ আদিত্যে দ্বাদশ মাস গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদের মতে ১২টী আদিত্যে ৩৬০ (৩০ × ১২) দিনে এক বৎসর হয়। একাদশ আদিত্যের নাম ত্বষ্টা ও দ্বাদশ আদিত্যের নাম বিষ্ণু হইল। অদিতিগর্ভে কশ্যপের আদিত্য নামে দ্বাদশটী সন্তান হইবার পূর্ব্বেই দ্বাদশ আদিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে সেই দ্বাদশ আদিত্যের নামে কশ্যপ, ১২টী অদিতি সন্তানের ঐরূপ নাম রাখিয়াছিলেন।

আদিত্যানুসারে দ্বাদশ আদিত্যে বৎসর গণনা প্রচলিত হইল না। দশ চান্দ্র মাসে বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ হইতে লাগিল। এই ঘটনাটী রূপকে বর্ণিত হইয়াছে—

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—পূর্ব্বকালে কতকগুলি বন্য পশু মিলিত হইয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। বন্য পশুর সাধারণ নাম গো। যাহারা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দশমাস পর্য্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গরুর শৃঙ্গ উঠিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, আমরা সকলেই যজ্ঞকালে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছি এবং আমাদের শৃঙ্গও উঠিয়াছে, অতএব আর যজ্ঞানুষ্ঠানের আবশ্যক নাই, এখন যজ্ঞের সমাধান করিব। তাহারা দশমাস পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিল বলিয়া এই যজ্ঞটি দশমাস মধ্যে হইয়াছে (তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ৪।১।১)। তাহাদের মধ্যে আর কতকগুলি পশু যাহারা ফললাভ করিতে পারে নাই, তাহারা বলিয়াছিল যে আমরা সংবৎসরের অবশিষ্ট আরও দুই মাস পর্য্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আরব্ধ যাগ সমাপন করিব। দ্বাদশ মাস যজ্ঞ করিলে তাহাদের শৃঙ্গ উঠিয়াছিল। কাহারও মতে শৃঙ্গ উঠিলে পরেও অশ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের শৃঙ্গ পুনর্ব্বার পতিত হইয়াছিল। (বিশ্বকোষে গবাময়ন শব্দ)।

দশ মাস ব্যাপী যজ্ঞ, চন্দ্র অনুসারে দশ মাসে বৎসর গণনা এবং দ্বাদশ মাস ব্যাপী যজ্ঞ আদিত্য অনুসারে দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা। শৃঙ্গ পতন অর্থ দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা প্রথা প্রচলিত না হওয়া। দশ মাসে বৎসর গণনা প্রথা গৃহীত এবং দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

চন্দ্রানুসারে এই ১০ মাস ব্যাপী বৎসর গণনার নাম পিত্র্য অব্দ। পা ধাতু পালন অর্থে অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়াই এই অব্দের নাম পিত্র্য হইয়াছে। ক্রমে এই অব্দ পূর্ব্বপুরুষাচরিত অব্দ বা পিতৃলোকের অব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ময় এবং তৎসাম্প্রদায়িক ঋষিগণ

আদিত্যানুসারে দ্বাদশ আদিত্যে এক বৎসর এবং বৃহস্পতি চক্রে অব্দ গণনা পরিত্যাগ করেন নাই, বরং গ্রন্থাকারে রক্ষা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম সূর্য্যসিদ্ধান্ত। প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথমে লিখিত আছে যে, "সত্য যুগ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে স্বয়ং সবিতা ময়কে গ্রহচরিত দান করেন।" আমাদের গণনানুসারে ৪৮৩৬১ সৃষ্টাব্দ বা খৃঃ পূঃ ৬১৬৬ অব্দে **ব্রহ্মাচক্রে** সত্য যুগ শেষ হইয়াছে। অতএব ৪৮৩০০ সৃষ্টাব্দে বা ৬২২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম সংস্করণ রচিত হইয়াছিল।

যিনি সূর্য্যানুসারে বৎসর গণনা করিতেন, তিনি এই সময় **ময়** নামে কথিত হইতেন। ম অর্থ চন্দ্র—যম্ অর্থ নিবৃত্ত হওয়া। অর্থাৎ চন্দ্রদ্বারা বৎসর গণনা হইতে যিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি মযম্ বা ময়। আর্য্যগণ সুমেরু প্রদেশে থাকা সময়ে, ময়ের বৎসর গণনা গৃহীত হইয়াছিল না। কিন্তু সকলে গ্রহণ না করিলেও, সম্প্রদায় বিশেষ আদিত্যানুসারে বৎসর গণনা ত্যাগ করিয়াছিলেন না। গ্রীকদিগের গ্রন্থে ময় "মউ" নামে কথিত হইয়াছে।*

চন্দ্রানুসারে বৎসর গণনার জন্য আর্য্যগণ একটি চক্র ব্যবহার করিতেন। **মিশর** দেশে মুশোঁ বিয়ঁাচিনি একটি ফলক পাইয়াছেন, তাহাতে রাশি চক্রের বহির্দ্দেশে **৩৬ ভাগে বিভক্ত** আর একটি বন্ধনী আছে।† ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত ৩৬টি গৃহে, ৩৬টি দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। উক্ত প্রত্যেক গৃহই ভগোলের ১০° ডিগ্রির সমান। আর্য্যগণ এই চক্রে ১০ ডিগ্রিতে ১০ মাস গণনা করিতেন। এই ১০ মাসে এক বৎসর ধরিয়া ৩৬ বৎসরে এই চক্র একবার গণনা শেষ

---

* আমাদের জ্যোতিষ ৮৮ পৃষ্ঠা।

† বিশ্বকোষ "রাশি চক্র" শব্দ।

হইত। শনি ৩০ বৎসরে একবার রাশি চক্র ঘুরিয়া আইসে। এই শনি দ্বারা পিত্র্য অব্দ গণনা করা হইত। যথা—

১।	১৫ চান্দ্র দিনে	১ পক্ষ।
২।	২ পক্ষে	১ পিত্র্য অহোরাত্রি (দিন)
৩।	৩০ পিত্রদিনে বা ৩০ চান্দ্রে মাসে বা আড়াই বৎসরে	১ পিত্র্য বা শনির মাস।
৪।	১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র বৎসরে	১ পিত্র্য বা শনির বৎসর।

শনি এই গণনানুসারে ৩০ চান্দ্র মাস বা আড়াই বৎসরে একরাশি ভ্রমণ করে, এই এক রাশি ভ্রমণ শনির একমাস, ১২ রাশি ভ্রমণ করিলেই ৩০ বৎসরে শনির এক বৎসর হয়। অতএব দেখা যাইতেছে শনির সাহায্যেই পিত্র্য অব্দ গণনা করা হইত। পিত্র্য অব্দ অর্থ পিতৃ লোকের অব্দ। সুমেরু প্রদেশই পরে পিতৃলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরে যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে।

সুমেরু প্রদেশে যখন ১০ চান্দ্র মাসে এক বৎসর গণনা করা হইত, তখন উক্ত চক্রের সাহায্যে পিত্র্য অব্দ গণিত হইত। চক্রের ১০ ডিগ্রি দশ চান্দ্র মাস। ৩৬টি চিত্র ৩৬ বৎসরের চিহ্ন। ৩০ বৎসরে ১২ মাস হিসাবে ৩৬০ মাস হয়। ১০ মাসের বৎসরে ঐ চক্রে ৩৬ বৎসর হয়। তাই ঐ চক্রটী ৩৬ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ আবার দশ ভাগে বিভক্ত।

জল প্লাবনের সময় পর্য্যন্ত চন্দ্রানুসারে দশ মাসে বৎসর গণনা চলিয়াছিল। বাইবলে নোয়ার সময় দশ মাসের অধিক গণনা দেখা যায় না। প্রথম (Gen. 8. 13), দ্বিতীয় (Gen. 7. 11.), সপ্তম (Gen. 8. 4) দশম (Gen. 8. 5.) ইত্যাদি রূপে মাস গণনা হইত।

একাদশ ও দ্বাদশ মাস গণনা তখন প্রচলিত থাকিলে বাইবলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত।

জল প্লাবনের বহু পরেও বাবিলনে এবং অন্যান্য স্থানে দশ মাসে বৎসর গণনা প্রচলিত ছিল। রোম দেশে ও প্রথমে দশমাসে বৎসর গণনা করা হইত। প্লুটার্ক (Plutarch) নুমার জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে নুমা আর দুইমাস যোগ করিয়া দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি দুই মাস যোগ করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বেই দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করা হইত। তিনি কেবল শেষের দুইমাস প্রথমে আনিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক রোমদেশে প্রথমে দশমাসেই বৎসর গণনা করা হইত। পরে **জানুয়ারী** ও **ফেব্রুয়ারী** এই দুই মাস যোগ করা হইয়াছিল। জানুস্ (L. Janus, the sun God) অর্থ সূর্য্য দেবতা। এই সময় সূর্য্যের দক্ষিণায়ন শেষ হইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ২৩ ডিসেম্বর সূর্য্যের দক্ষিণ গতি শেষ হয় এবং উত্তর গতি আরম্ভ হয়। এই সময় দিন অত্যন্ত ছোট হয়। সূর্য্য যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বা ঘুমাইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের আরম্ভ হইতে সূর্য্যকিরণ জাগিতে থাকে, সূর্য্য যেন বলবান হইতে থাকে। সূর্য্যের এইরূপ তেজবৃদ্ধি হইতে থাকে বলিয়া ঐ মাসটীকে সূর্য্য দেবতার মাস বলিত। ফেব্রুয়ারী (Februa, the festival of expiation) অর্থ প্রায়শ্চিত্তের মহোৎসবের মাস। এই মাস বৎসরের শেষ মাস। সুতরাং বৎসরের মধ্যে যত পাপ কার্য্য করা হইয়াছে, এই শেষ মাসে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা হইত। অতএব এই দুই মাস যে শেষে যোগ করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃঃ পূঃ ৭১৫—৬৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত নুমা রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তিনি শেষ দুই মাস অর্থাৎ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস প্রথমে আনিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। নুমা **উত্তরায়ণারম্ভ** হইতে বৎসর গণনা প্রথা রোমে প্রচলিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ হইয়া জানুয়ারী হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত।

যখন বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে মাস গণনা করা হইত, তখন **মার্চ্চ** মাস প্রথম মাস ছিল। মার্চ্চ অর্থ যাত্রা করা অর্থাৎ নূতন বৎসরে ভ্রমণ আরম্ভ করা অর্থে, প্রথম মাসের নাম মার্চ্চ মাস ছিল। অতি প্রাচীনকালে এমন কি জলপ্লাবনের সময়ও **প্রথম, দ্বিতীয়** ইত্যাদি মাসের নাম ছিল বলিয়াছি, মাসের নামই তাহার প্রমাণ। আগষ্ট অর্থ ষষ্ঠ, সেপ্টেম্বর সপ্তম, অক্টোবর অষ্টম, নবেম্বর নবম, ডিসেম্বর দশম ইত্যাদি, তাহা বেশ বুঝা যায়। দশমের পর **একাদশ** মাস নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, একাদশ ও দ্বাদশ মাস পরে যুক্ত হইয়াছিল। তৎপরে নুমার সময় একাদশ মাস প্রথম ও দশম মাস দ্বাদশ হইয়াছিল। তাই **জানুয়ারী** বৎসরের প্রথম মাস। সেই জন্যই এক্ষণে মার্চ্চ নামের সার্থকতা নাই।

আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বাবিলনে ৩৬ দিনে মাস গণনা করিয়া ১০ মাসে বৎসর গণনা করা হইত। * এই অনুমান ঠিক নহে। কোন কিছুর অবলম্বন ব্যতিত মাস গণনা হইতে পারে না। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র, কিছুরই সাহায্যে ৩৬ দিনে মাস গণনা হইতে পারে না। অতএব চন্দ্রের সাহায্যে তিথি অনুসারে ৩০ দিনে মাস এবং দশ মাসে বা ৩০০ দিনে বৎসর গণনা করা হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* ভারতী ১৩০১। ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

তাই রাশি চক্র ঘুরিতে ৩০ বৎসর স্থলে শনির ৩৬ বৎসর লাগিত। ঈজিপ্টেও এইরূপে মাস ও বৎসর গণনা হইত।

চন্দ্র **মস্**, হইতে মাস এবং **মূন্** হইতে **মন্থ** শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দশ মাসে বা ৩০০ দিনে এক বৎসর গণনা হওয়া অসম্ভব নহে। বাইবলে দশমাস পর্য্যন্ত গণনা, ডিসেম্বর মাস নাম এবং মুসোঁ বিয়াচিনির আবিষ্কৃত যন্ত্র এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। এই সময়ে নক্ষত্রগুলি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল না এবং নক্ষত্রানুসারে মাস গণনার চেষ্টাও হইয়াছিল না।

মেরুপ্রদেশে থাকিতে আর্য্যগণ বৃহস্পতির গতি অনুসারে ১২টি নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুমেরু প্রদেশে আসিয়া, যাঁহারা চন্দ্রানুসারে মাস গণনা আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা চন্দ্রকে পাইয়া নক্ষত্র সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু আদিত্য মতাবলম্বীগণ বৃহস্পতিচক্রে বৎসর গণনা করিতেন, এইজন্য নক্ষত্র গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদের প্রয়োজন হইত। বৎসরের মাস সংখ্যা লইয়া মতভেদ হইলে, তাঁহারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। ক্রমে চন্দ্রের গতি অনুসারে পূর্ণিমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা আরও ৩ নক্ষত্র আবিষ্কার করিলেন। সমুদায়ে ২৪টি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল।

তাঁহারা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, এক আদিত্যে যে নক্ষত্র পূর্ব্বদিকে দেখা যায়, অপর আদিত্যে তাহা আরও উর্দ্ধে উঠে, এবং তৎপরিবর্ত্তে অপর নক্ষত্র পূর্ব্বাকাশে উদয় হইতে দেখা যায়। এইরূপে একবৎসরে দ্বাদশ নক্ষত্র উদয় হইতে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ঐ ১২টি নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী পথ চন্দ্র একদিনে ভ্রমণ করিতে পারে না। প্রথম দিনে মাঝামাঝি গিয়া তৎপরদিনে পরবর্ত্তী নক্ষত্রের নিকট যায়। এইরূপ দেখিয়াই তাঁহারা ক্রমে ঐ ১২টি

নক্ষত্রের মধ্যে আরও ১২টি নক্ষত্র আবিষ্কার করিলেন। সুতরাং ১২টী স্থলে ২১টি, ক্রমে এক্ষণে ২৪টি নক্ষত্র হইল। (১) উত্তর ফাল্গুনী, (২) অনুরাধা ও (৩) উত্তরাষাঢ়া এই তিনটি নক্ষত্র নূতন আবিষ্কৃত হইল। এই ২৪টি নক্ষত্রে পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায়। সুতরাং এই সময় হইতে ২৪টি নক্ষত্র চন্দ্র পথে ২৪টি পূর্ণ চন্দ্রের ষ্টেসন স্বরূপে গণিত হইতে লাগিল। যথা (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪)রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) পুনর্বসু, (৭) পুষ্যা, (৮) অশ্লেষা, (৯) মঘা, (১০) পূর্ব্বফাল্গুনী, (১১) উত্তর ফাল্গুনী, (১২) হস্তা, (১৩) চিত্রা, (১৪) স্বাতি, (১৫) বিশাখা, (১৬) অনুরাধা, (১৭) জ্যেষ্ঠা, (১৮) মূলা, (১৯) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২০) উত্তরাষাঢ়া, (২১) শ্রবণা, (২২) শতভিষা, (২৩) ভাদ্রপদ, (২৪) রেবতী।

সৌর মতাবলম্বীগণ মেরু প্রদেশেই ৩৬০ অহন গণনা করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা আকাশকে ৩৬০ অহন দ্বারা ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিলেন। বৈদিক ঋষি গাহিলেন—

একচক্র, দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি। কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে? সেই সচল (চক্রে) ৩৬০টি শঙ্কুর ন্যায় সহগামী (অংশ) স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা চলাচল নহে। * (অর্থাৎ চক্রের গতিতেই তাহাদের গতি, এই জন্য সহগামী বলিয়া, আবার গতি নাই বলা আবশ্যক হইয়াছে)।

---

* দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নাভ্যানি কউ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ত্ সাকং ত্রিশতা ন শংকবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥
ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ৪৮ ঋক।
অর্থাৎ দ্বাদশ পরিধি, একচক্র ও তিন নাভি। এ কথা কে জানে? এই চক্রে ত্রিশত ষষ্টি সংখ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে। (রমেশ)। (সায়ণ নাভি অর্থ গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত এই তিন ঋতু ও শঙ্কু অর্থ (অর) বৎসরের ৩৬০ দিবস বলিয়াছেন)।

এই ঋকে লিখিত উক্তি দ্বারা জানা গেল ঋষিগণ (সৌর মতাবলম্বীগণ) এক চক্র, এক বৎসর ধরিয়াছেন। অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া ২৪ নক্ষত্র ভ্রমণ করতঃ পুনরায় অশ্বিনী নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিলে, এক চক্র ভ্রমণ শেষ হয় অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ণ হয়, স্থতরাং এক চক্র অর্থে এক বৎসর বুঝিতে হইবে। তিন নাভি অর্থ ঋতু বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু তিন চতুর্মাস বুঝাই সহজ। চারি মাসে এক ঋতু ধরিলে তিন ঋতু ধরা যাইতে পারে। চরক বলিয়াছেন—"সংবৎসরো ত্রিধা" সম্বৎসর তিনভাগে বিভক্ত। হেমন্তো গ্রীষ্মো বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণ বর্ষ লক্ষণাস্ত্রয় ঋতবো ভবন্তি" শীত, উষ্ণ ও বর্ষা এই তিন লক্ষণে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু হয়। * ৩৬০টি শঙ্কু অর্থ ৩৬০ দিন। ইহারা বর্ষচক্রে যেন আবদ্ধ, অচল; সচল বর্ষসহ ইহাদের গতি হয়।

আর একটি ঋকে বলিয়াছেন—

বিষ্ণু চারিটি (চারিগুণ) নব্বই অর্থাৎ ৩৬০ (৯০ × ৪) নাম বিশিষ্ট গমনশীল বৃত্তাভাষ চক্রে বিশেষ স্থরক্ষিত গতিতে গমন করেন। (সেই) বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট অকুমার যুবা (সূর্য্য) অংশ দ্বারা পরিমিত হইতে হইতে প্রতিদিন যজ্ঞে (কার্য্যে) আগমন করেন অর্থাৎ উদয় হন †। (১।১৫৫।৬ ঋক)।

* চরক বিমান স্থান ৮ অধ্যায়।

† চতুর্ভিঃ শাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভি র্যুবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং ?
ঋগ্বেদ ১। ১৫৫। ৬ ঋক।

বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাব বিশিষ্ট চতুর্নবতি (কালাবয়বকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতি দ্বারা পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন। (রমেশ)।

চারিটি নব্বই অর্থ—ভারত হইতে ৯০ ডিগ্রি দূরে যমকোটি, যমকোটি হইতে ৯০ ডিগ্রি দূরে সিদ্ধপুর বা কুরুবর্ষ, তথা হইতে ৯০ ডিগ্রি দূরে রোমক পত্তন অবস্থিত। রোমক পত্তন হইতে ৯০ ডিগ্রি দূরে ভারতবর্ষ। এই চারিটি নব্বই মিলিয়া ৩৬০ ডিগ্রি হয়। ৩৬০ দিনে আর্য্যগণ এইরূপে ৩৬০ অংশ ধরিয়া, আকাশকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই ৩৬০ অংশদ্বারা নক্ষত্র চক্র ও রাশি চক্র পরিমিত হইত, এবং এখনও সর্ব্বদেশে হইয়া থাকে।

যখন ২৪ নক্ষত্র স্থির হইল, তখন রাশিচক্রে ৩৬০ ডিগ্রি, ২৪ অংশে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক ভাগে ১৫° অংশ করিয়া পড়িল, সুতরাং এক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৫° অংশ হইল। ২৪ নক্ষত্রে ৩৬০° পূর্ণ হইল। দুই নক্ষত্রে বা ৩০ অংশে এক এক ভাগ ধরিয়া ১২ ভাগে ঐ চক্রটী বিভক্ত হইল। এইরূপে একটি চক্র ১২ আদিত্যানুসারে ১২ ভাগে এবং নক্ষত্রানুসারে ২৪ ভাগে বিভক্ত হইল।

পরে রাজা প্রাচীনবর্হীর সময় (৪৮২৯৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬২৩০ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ৪৮৩৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬১৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত) কণ্ডু ঋষি বিষুব বিন্দুর পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বিষুব বিন্দু প্রতি বৎসর ৫৪·৭১ বিকলা পিছাইয়া ৯৮৭।৬।৩ দিনে ১৫° অংশ বা নক্ষত্র গমন করে।

বিষ্ণু পুরাণে এই বিষয়টি রূপকে বর্ণিত হইয়াছে—সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থিত মন্দর পর্ব্বতবাসী কণ্ডু ঋষি ঘোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র, কণ্ডু ঋষিকে ভুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রম্লোচাকে দেখিয়া ঋষি ভুলিলেন। উভয়ে এক সঙ্গে কিছু অধিক শত বৎসর মন্দর পর্ব্বতের দ্রোণীতে বাস করা পরে, প্রম্লোচা যাইতে

চাহিলে মহর্ষি বলিলেন "ভদ্রে কিছুদিন থাক।" প্রম্লোচা আরও কিছু অধিক শত বৎসর থাকিয়া যাইতে চাহিলে, ঋষি আবার থাকিতে বলিলেন। আবার কিছু অধিক শত বৎসর থাকিয়া, প্রম্লোচা বিদায় চাহিলে, ঋষি বলিলেন আরও কিছুদিন থাক। প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রম্লোচা পুনরায় ঋষির নিকট বিদায় চাহিলে ঋষি আবার থাকিতে বলিলেন। অবশেষে একদিন ঋষি তাড়াতাড়ি কুটীর হইতে বহির্গত হইতেছেন দেখিয়া, প্রম্লোচা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাওয়া হইতেছে? ঋষি বলিলেন, দিন শেষ হইল, আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে।

প্রম্লোচা হাস্য করিয়া বলিল, অদ্যই কি তোমার দিন শেষ হইল? বহু বৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিস্ময় হয়? মুনি বলিলেন, তুমি প্রাতঃকালে এই শুভা নদী তীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন? প্রম্লোচা বলিল ৯৮৭ বৎসর ৬ মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে। ঋষি কহিলেন আমার বোধ হইতেছে, আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম। আমাকে ধিক্! তোমার দোষ কি? আমার নিতান্ত দোষ যে আমি অজিতেন্দ্রিয়। তুমি ইন্দ্রপ্রিয়ার্থিনী হইয়া আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ। যাও যাও। প্রম্লোচা চলিয়া গেল *। প্রম্লোচার গর্ভে মারিষা নামক এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ১ম প্রচেতা সহ তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

* কণ্ডুর্নাম মনিঃ পূর্ব্ব মাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ।
তৎ ক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরাঃ।
প্রযুক্তা ক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা॥ ১১
ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্মন্দর দ্রোণ্যাং বিষয়াসক্ত মানসঃ॥ ১৩

এই গল্পের দুইটি তাৎপর্য্য আছে—

(১) মন্দর পর্ব্বতবাসী কণ্ডু ঋষির ঔরষে প্রম্লোচার গর্ভে মারিষা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১ম প্রচেতাসহ সেই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্।
প্রসাদ সুমুখো ব্রহ্মন্ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥ ১৪
তয়ৈব মুক্তঃ সমুনিস্তস্যামাসক্ত মানসঃ।
দিনানি কতিবিদ্ ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৫
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তন্বী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥ ১৬
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ১৭
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যামীত্যাহদিবং ব্রহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥ ১৮
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহ্যায়তে ক্ষণাম্।
প্রাহাস্ত তাং ক্ষণং সুভ্রু চিরং কালং গমিষ্যসি ॥ ১৯
তচ্ছাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষানামন্বতিষ্ঠত ॥ ২০
গমনায় মহাভাগো দেবরাজ নিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তস্যা স্থীয়তামিত্যভাষত ॥ ২১
তং সা শাপভয়াদ্ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয় ভঙ্গার্ত্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥ ২২
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্মুনিঃ।
নিষ্ক্রামস্তঞ্চ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥ ২৪
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে।
সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথা ভবেৎ ॥ ২৫
ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্।
কিমদ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরিবৃত্তমহস্তব ॥ ২৬
বহূনাং বিপ্র বর্ষাণাং পরিণাম মহস্তব।
গতমেতন্ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতাম্ ॥ ২৭

(২) কণ্ডু ইন্দ্রের বা সুর্য্যের সূক্ষ্ম অংশ। কন্ সূক্ষ্ম অংশ—ড অগ্নি অর্থাৎ অগ্নি বা সূর্য্য বা ইন্দ্রের সূক্ষ্ম অংশ বা বিষুব বিন্দু। প্রম্লোচা অর্থ প্র আরম্ভ—ম্লুচ গমন করা অর্থাৎ যে স্থান হইতে গতি আরম্ভ হয়। অথবা মুচ ত্যাগ করা অর্থে আরম্ভ হইতে ত্যাগ করা পর্য্যন্ত যে স্থান তাহার নাম প্রম্লোচা। অথবা প্র সর্ব্বতোভাবে—মা পরিমাণ করা+ লোচ দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ যাহাতে দীপ্তি পরিমিত হয়। অতএব কণ্ডু বিষুব বিন্দু এবং প্রম্লোচা নক্ষত্র বা গৃহ। বিষুব বিন্দু অর্থাৎ কণ্ডু ৯৮৭।৬।৩ দিন বিলোমভাবে ভ্রমণ করতঃ এক নক্ষত্র শেষ করিয়া অস্ত

মুনিরুবাচ।
প্রাতস্ত্বমাগতাভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়াদৃষ্টাসি তন্বঙ্গি প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্॥ ২৮
ইয়ঞ্চ বর্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্।
উপহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম॥ ২৯
প্রম্লোচোবাচ।
প্রত্যুষস্যাগতা ব্রহ্মণ্ সত্যমেতন্নতে মৃষা।
কিন্ত্বদ্য তস্য কালস্য গতান্যব্দশতানিতে॥ ৩০
সোম উবাচ।
ততঃ সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্।
কথ্যতাং ভীরু কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সহ॥ ৩১
প্রম্লোচোবাচ।
সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষ শতানি তে।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্॥ ৩২
ঋষিরুবাচ।
সত্যং ভীরু বদস্যেতৎ পরিহাসোঽথ বা শুভে।
দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহাসিতম্॥ ৩২
ধিঙ্ মাং ধিঙমামতীবেত্থং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা॥ ৩৫
মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪২
প্রবেপমানাং সততং স্বিন্ন গাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধম্ উবাচ মুনি সত্তমঃ॥ ৪৫
বিষ্ণু পুরাণ ১। ১৫ অঃ

নক্ষত্রে গমন করিল। যে রাশি ভ্রমণ করা হইল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষুববিন্দু অপর রাশিতে ভ্রমণ আরম্ভ করিল।

বায়ু পুরাণ মতে, নভঃ মাসের (শ্রাবণ মাস) আদিত্য ইন্দ্র এবং অপ্সরা প্রম্লোচা। ইহাতে জানা যায় যে ৪৮৩৬০।৮।১১৪।২৪ দণ্ড স্বষ্টাব্দ বা ৬১৩৬ খৃঃ পূঃ অব্দের শেষে বিষুববিন্দু শ্রাবণ মাস বা কর্কট রাশি ভ্রমণ শেষ করিয়া মিথুন রাশিতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময় সত্যযুগ (ব্রহ্মচক্রমতে) শেষ হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। প্রথম প্রচেতা এই সময় রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং বিষুববিন্দু পুনর্ব্বসুর ৩।২০´ ছাড়াইয়া মিথুন ভুক্ত **পুনর্ব্বসুতে** ভ্রমণ করিতেছিল। * এই সময় আর্য্যগণ সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশেই বাস করিতেন। তাহারও এটী একটি অকাট্য প্রমাণ।

এই গণনা দ্বারা প্রথম প্রচেতার রাজত্ব কাল, ঐ সময় কোথায় বিষুব সংক্রমণ হইতেছিল, কোন সময় হইতেছিল, তাহা নির্ভুল ভাবে জানা গেল। জ্যোতিষের সাহায্যে অঙ্ক দ্বারা ইহা পাওয়া গেল, অতএব ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

৯৮৭।৬।৩ দিন বিষুববিন্দু এক নক্ষত্রে ভ্রমণ করিলে প্রতি বৎসর ৫৪.৭১´´ বিকলা ভ্রমণ হয়। রাশি চক্রে ২৪ নক্ষত্র ধরিলে, এক এক নক্ষত্রে ১৫° অংশ করিয়া পড়ে। ৩৬০° ডিগ্রিকে ২৪ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগে ১৫° অংশ পড়ে। এই ১৫° অংশকে ৯৮৭ দিয়া ভাগ করিলে, এক বৎসরের বিষুব সংক্রমণের গতির পরিমাণ পাওয়া যাইবে। ১৫° × ৬০´ কলা = ৯০০´ কলা × ৬০´´ বিকলা = ৫৪০০০´´ কলা হয়। ইহাকে ৯৮৭ বৎসর দিয়া ভাগ করিলে ৫৪.৭১´´ বিকলা পাওয়া যায়।

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়তত্ত্ব ৪২ পৃষ্ঠা।

ইহাই বিষুব বিন্দুর এক বৎসরের গতি। অতএব কণ্ব ঋষির সময়, বিষুব বিন্দুর গতি ৫৪' ৭১" বিকলা এবং ২৪ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১২ আদিত্য অনুসারে নক্ষত্র চক্র ১২ ভাগে বিভক্তও হইয়াছিল। প্রতি নক্ষত্রের পরিমাণ এই সময় ১৫° ডিগ্রি ছিল। জল প্লাবন পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়াছে; কারণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বাবিলনে এক সময় ২৪ নক্ষত্র গণনা প্রচলিত ছিল। এই বাবিলন নগর জল প্লাবনের পরে স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং তৎপূর্ব্বে কোন স্থানে ঐরূপ গণনা প্রচলিত ছিল, তথা হইতে লোক আসিয়া, বাবিলনে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাই তথায় ২৪ নক্ষত্র গণনা করা হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে—এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র মদোন্মত্ত হইয়া আচার্য্য বৃহস্পতির সমাদর করেন নাই। অনাদৃত বৃহস্পতি আপনার মায়াবলে অদৃশ্য হইলেন। তখন স্বয়ম্ভুর পরামর্শে দেবগণ বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বরণ করিলেন। ত্বষ্টা প্রজাপতি দৈত্যকন্যা রচনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ তাঁহাদের সন্তান। বিশ্বরূপের ৩টি মুণ্ড ছিল। তিনি যজ্ঞ করিতে করিতে মাতৃকুলের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অসুরদিগকেও হবির ভাগ দিতেন। এই কারণে ইন্দ্র বিশ্বরূপের ৩টি মুণ্ডই ছেদন করিলেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে—"শিষ্ট পালন কর্ত্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্ব্বতোব্যাপি তেজবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে আহ্বান করিতে করিতে, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন করিলেন।" (রমেশ) *।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্র এক সময়ে বৃহস্পতি দ্বারা বৎসর গণনা ত্যাগ করিয়া মৃগ নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থান হইতে বৎসর গণনা

* ১০। ৮। ৯ ঋক।

আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত, তিনি বৃহস্পতি গ্রহ দ্বারা বৎসর গণনাও করিতেন। ইন্দ্র অন্যরূপ গণনা ইচ্ছা করিলেন। পুরোহিত বৃহস্পতি, বিরক্ত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। দেবগণ বিশ্বরূপকে পুরোহিত অর্থাৎ অব্দ গণনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মৃগ নক্ষত্র বা কালপুরুষ হইতে বিশ্বরূপ বৎসর গণনা আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ কাল বৎসরের প্রথম হইল।* পূর্ব্বে বসন্তকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত যতদিন সূর্য্য বিষুব রেখার উপরে থাকিত, ততদিন দেবতাদিগের দিন বা উত্তরায়ণ এবং অসুরদিগের রাত্রি ধরা হইত, তৎপরে বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ পর্য্যন্ত দেবতাদিগের রাত্রি এবং অসুরদিগের দিন ধরা হইত। মৃগ নক্ষত্রে উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ণারম্ভ ধৃত হওয়ায়, উত্তরায়ণের অর্দ্ধেক দেবতাদিগের রাত্রি এবং অর্দ্ধেক দিন পড়িল। ইহাই বিশ্বরূপের বা মৃগ নক্ষত্রের মাতৃকুলের পক্ষপাতী হইয়া হবির ভাগ দেওয়া। অর্থাৎ আমরা যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দেখি, তাহাতে দেবতাদিগের অর্দ্ধেক দিন ও রাত্রি পড়ে। ইন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, তাই তিনি বিশ্বরূপ বা মৃগনক্ষত্রের মস্তক ছেদন করিলেন এবং বৃহস্পতিকে আবার পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে —"ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, তুমি আমাকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাজন কর। বৃহস্পতি তাঁহাকে যাজন করিলেন।†" এই দ্বাদশাহ দেবগণের অহ, অর্থাৎ ৬ মাসে একদিন ছয় মাসে এক রাত্রি, ইহাতে বিষুব রেখার উত্তরে সূর্য্যের অবস্থান পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ ও তন্নিম্নে ছয় মাস দক্ষিণায়ণ ধৃত হয়। এই দ্বাদশাহ আমাদের দ্বাদশ বৎসর।

---

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়তত্ত্ব ৪২ পৃষ্ঠা।

† ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪ পঞ্চ, ১৯ অঃ ৩ খণ্ড।

বৃহস্পতি গ্রহ এই দ্বাদশ বৎসরে একবার রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া আইসে।

বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণাগ্নি হইতে ভীষণ অসুর বৃত্রকে সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ ত্বষ্টা স্পষ্ট দেখাইয়া দিলেন, দক্ষিণায়ণের আরম্ভ হইতে সূর্য্যতেজ কম হইতে থাকে, বৃত্র যেন সূর্য্যতেজ নষ্ট করিতে থাকে। সূর্য্যের নামান্তর ইন্দ্র, সুতরাং ইন্দ্র ও বৃত্রে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, দক্ষিণাগ্নি বা দক্ষিণায়ণের শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্র বৃত্রের নিকট হীনতেজ হইতে থাকে। যেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, অমনি সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানেই ইন্দ্র বা সূর্য্য কর্ত্তৃক বৃত্র হত হয়। বৃ ধাতুর অর্থ আবরণ। সূর্য্যতেজ দক্ষিণায়নে যেন বৃত্র কর্ত্তৃক আবরিত হয়। বৃত্র হত হইলে সেই তেজ [illegible] আবার সূর্য্য ক্রমে ফিরিয়া পায়। এই বৃত্র বধ ব্যাপার রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃত্তের সহিত ইন্দ্র যুদ্ধে পারিলেন না, শেষে ঋষিগণ উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিলেন। বৃত্র সন্ধিতে সম্মত হইয়া বলিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার নিকট যদি এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিবাভাগে কিম্বা রাত্রিকালে আমাকে বধ করিবেন না, তাহা হইলে আমি আপনাদের বাক্য রক্ষা করি। ঋষিগণ তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

ইন্দ্র সন্ধি সংঘটনে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা বৃত্রাসুরের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ তাহাকে বধ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা নিদারুণ মূহূর্ত্ত সমন্বিত সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ঐ মহাসুরকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, এই ভীষণ সন্ধ্যাকালে দিবাও নয় রাত্রিও নয়, এই সময় বৃত্রকে বধ করিলে মহাত্মাদত্ত বরের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না; দেবরাজ এইরূপ মনে

করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন সমুদ্র সলিলোপরি পর্ব্বতসম ফেন রাশি ভাসিয়া আসিতেছে। ফেন শুষ্ক, আর্দ্র বা শস্ত্র নয়, ইহা নিক্ষেপ করিলে ক্ষণমাত্রে বৃত্রের প্রাণ বিনষ্ট হইবে মনে করিয়া, ইন্দ্র সবজ্র ফেনরাশি দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিলেন। *

সকলেই জানেন যে সমুদ্র ফেণার আঘাতে কেহ মরে না। অতএব এই গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি?

দক্ষিণ ছায়াপথ আকাশ সমুদ্রে ফেণের ন্যায় অবস্থিতি করে। যখন উত্তর ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়, তখন দক্ষিণ ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ শেষ হয়। দক্ষিণায়ণ শেষই বৃত্রবধ। ঐ স্থানটি না শুষ্ক না আর্দ্র অর্থাৎ তখন গ্রীষ্মও নয় বর্ষাও নয়, আবার দিবাও নয়, রাত্রিও নয়, অর্থাৎ দেবতাদিগের উত্তরায়ণ দিন নহে এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রিও নহে। সুতরাং ঐ সময় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের সন্ধি স্থান, অর্থাৎ রাত্রিও নয় দিবাও নয়; দক্ষিণায়ণ শেষ, উত্তরায়ণ আরম্ভ এমন সময় বৃত্র বধ হইল, অর্থাৎ দক্ষিণ গতি শেষ হইল, উত্তর গতি আরম্ভ হইল, সূর্য্য বৃত্র কর্ত্তৃক আবৃত তেজ আবার পাইতে লাগিল।

এই গল্পের গৌণ তাৎপর্য্য এই যে—ইন্দ্র ৪৮৮৯৭ সৃষ্টাব্দ বা ৫৬৩০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৮৯২৯ সৃষ্টাব্দ বা ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত সুমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময় তিনি বৃহস্পতি দ্বারা বৎসর গণনার পরিবর্ত্তে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দ্বারা বৎসর গণনা প্রণালী আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে দুই ছায়াপথ তাহার প্রধান অবলম্বন। উত্তর ছায়াপথে উত্তরায়ণে শেষ দক্ষিণায়ণ আরম্ভ, এবং দক্ষিণ ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ শেষ উত্তরায়ণারম্ভ ধরিয়া গণিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এই সময় পুনর্ব্বসু

---

* মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৯ম অধ্যায়।

নক্ষত্রের প্রথমে বাসন্তিক বিষুব সংক্রমণ হইত, হস্তা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ এবং রেবতী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ণ শেষ ও উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সুতরাং ইন্দ্র এই গণনা ভুল দেখিয়া রহিত করিলেন। ইহাই বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদ নামে কথিত। ত্বষ্টা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই গণনাই স্থির করিয়া প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এক সম্প্রদায় আর্য্যঋষি এই মতেই গণনা করিতে লাগিলেন। মহাকাল অর্থাৎ মহাদেবও দক্ষ বা রাশিচক্রে এই গণনা করিতে দিলেন না, অগ্রাহ্য করিলেন। এই ঘটনা দক্ষযজ্ঞ নামে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—

মহাদেব অতি প্রাচীন কালে সুমেরু পর্ব্বতের সাবিত্র নামক শৃঙ্গে পার্ব্বতীসহ বাস করিতেন। ঐ সময় একদা দক্ষ প্রজাপতি একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিমানারোহণে ঐ যজ্ঞে গমন করিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ কোথায় যাইতেছেন? মহাদেব কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছেন। পার্ব্বতী বলিলেন, আপনি কেন সেই যজ্ঞে গমন করিলেন না? মহাদেব কহিলেন, পূর্ব্বকালে যজ্ঞ ভাগ কল্পনার সময় দেবগণ আমার ভাগ নির্দ্দেশ করেন নাই। সেই পূর্ব্বরীতি অনুসারে অদ্যাপি তাঁহারা আমাকে যজ্ঞ ভাগ দেন না। পার্ব্বতী কহিলেন, আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ ও প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনাকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব আপনার যজ্ঞ ভাগ কল্পিত হয় নাই বলিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। মহাদেব স্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিয়া নন্দীকে তথায় রাখিয়া দক্ষের যজ্ঞ স্থলে গমন করিলেন, এবং যজ্ঞ ধ্বংশে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞ নিতান্ত নিপীড়িত

হইয়া মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মহাদেব ক্রোধে মৃগরূপী যজ্ঞকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা নিরূপায় দেখিয়া মহাদেবকে ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এবং বলিলেন অদ্যাবধি দেবগণ আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ প্রদান করিবেন *।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে মৃগরূপী যজ্ঞ অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রকে ভস্ম করিলেন অর্থাৎ ঐ গণনা অপ্রচলিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা অপ্রচলিত হইয়াছিল না। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-তত্ত্বে ৪১ পৃষ্ঠায় যে অব্দ গণনা তালিকা দিয়াছি তাহা এই মতানুসারে গণিত অব্দ তালিকা। ঐ তালিকার সাহায্যে যে কোন পুরাতন তারিখ অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। উক্ত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত তালিকায় দেখা যাইবে মৃগশিরা নক্ষত্রে, ইন্দ্রের রাজত্ব সময়ে অব্দ গণনা চলিতেছিল।

এইরূপে দেখা গেল আর্য্যগণ সুমেরু প্রদেশে বাস কালে পাঁচ প্রকারে অব্দগণনা করিতেন—

(১) বৃহস্পতি গ্রহদ্বারা অব্দ গণনা—১২ সৌর বৎসরে বৃহস্পতি একবার রাশি চক্রে ঘুরিয়া আইসে, অতএব ১২ সৌর বৎসরে ১ বার্হস্পত্য বৎসর। ইহারই নাম দৈব বৎসর বা একযুগ।

(২) চন্দ্র দ্বারা ৩০ দিনে মাস ধরিয়া দশ পূর্ণ মাসে এক বৎসর গণনা। এই মতে পূর্ণিমান্ত মাস ধরা হইত।

(৩) গবাময়ন যজ্ঞ দ্বারা বৎসর গণনা। এই মতে একদল দশমাসে এবং অপর দল দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করিতেন। গণনার নিয়ম—

* মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২৮৩ অধ্যায়।

বিষুব দিবস সংবৎসরকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে; তৎপূর্ব্বে ১৮০ দিন ও তৎপরে ১৮০ দিন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮০ দিনে যে প্রথানুসারে সোম প্রয়োগ হয়, পরবর্ত্তী ১৮০ দিনে তাহার বিপরীত ক্রমে সোম প্রয়োগ বিহিত। অর্থাৎ সংবৎসরের শেষার্দ্ধ যেন প্রথমার্দ্ধের অনুরূপ দর্পণগত প্রতিবিম্ব স্বরূপ। যথা—

অনুষ্ঠান	দিন সংখ্যা
প্রথন দিনে বিহিত অতিরাত্র	১
দ্বিতীয় দিনে চতুর্ব্বিংশ (আরম্ভনীয়)	১
তৎপরে পাঁচ মাস ব্যাপিয়া ২৫টি ষড়হ প্রতি মাসে পাঁচ ষড়হ ৪টি অভিপ্লব ষড়হ ও ১টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ এইরূপে পাঁচ মাসে	১৫০
তৎপরে তিনটি অভিপ্লব ষড়হ ও একটি পৃষ্ঠ্য ষড়হ এক যোগে ৪ ষড়হ	২৪
তৎপরে অভিজিৎ	১
তৎপরে তিন দিন স্বরসাম	৩
তৎপরে মধ্যবর্ত্তী বিষুব দিবস (এই দিন ৩৬০ দিনের অন্তর্গত নহে)	-
পুনরায় তিনদিন স্বরসাম	৩
তৎপরে বিশ্বজিৎ (অভিদিতের অনুরূপ)	১
তৎপরে ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হ ও ৩ অভিপ্লব ষড়হ একযোগে ৪ ষড়হ	২৪
তৎপরে চারি মাস ব্যাপিয়া ২০ ষড়হ, প্রতি মাসে ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হ ও চারি অবিপ্লব ষড়হ, এইরূপে চারি মাসে	১২০

তৎপরে ৩ অভিপ্লব ষড়হ	১৮	
গোষ্টোম	১	৩০
আয়ুষ্টোম	১	
দশ রাত্র	১০	
তৎপরে মহাব্রত (চতুর্ব্বিংশের অনুরূপ)		১
শেষ দিনে অতিরাত্র		১
		৩৬০ দিন।

(৪) মৃগ নক্ষত্র হইতে বৎসর গণনারম্ভ।

(৫) পিত্র্যঅব্দ গণনা—শুক্লপক্ষ চন্দ্রের দিন, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের রাত্রি। সুতরাং এক চন্দ্রে এক দিন হয়, ইহার নাম পিত্র্য দিন। ৩০ পিত্র্যদিনে বা ৩০ চান্দ্র মাসে শনির ১ মাস হয়। ১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র বৎসরে শনির এক বৎসর হয়, ইহার নাম **পিত্র্য** বৎসর।

এই প্রদেশে আর্য্যগণের বাস কালে ত্র্যহ, এবং ষড়হ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সপ্তাহ এই সময় প্রচলিত ছিল না, সুতরাং এই সময় মাস তিন প্রকারে বিভক্ত হইত যথা—ত্র্যহ অনুসারে ১০ ত্র্যহে একমাস। ষড়হ অনুসারে ৫ ষড়হে এক মাস। পক্ষানুসারে দুই পক্ষে এক মাস।

সুমেরু প্রদেশে অভিজিৎ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল না। তখন গবাময়নে দুই **বিষুব দিবস** ধৃত হইত।

৮। ভাষাতত্ত্ব

সুমেরু প্রদেশে আসিয়া আর্য্যগণ চিত্রলিপির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে মাস গণনা আরম্ভ করিলে, এই হ্রাস বৃদ্ধির চিত্র দ্বারা তিথি লিখিতেন। তখন রবি সোম প্রভৃতি বারের নাম প্রচলিত হইয়াছিল না, সুতরাং তিথি দ্বারাই দিনের নাম করণ করা হইত, এবং কোন দিন লিখিতে হইলে তিথির চিত্র দ্বারাই তাহা লিখা হইত। এইরূপে এক একটী চিত্র দ্বারা এক একটী বিষয় বা বস্তু চিত্রিত-বা লিখিত হইত।

ক্রমে ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রকার অক্ষরের অভাব বোধ হইতে লাগিল। যাহার অভাব যখন বোধ হয়, তখন তাহা পূরণ করিতে আগ্রহও জন্মে, চেষ্টার ও ত্রুটী হয় না; সুতরাং অভিলষিত ফলও অবিলম্বে লাভ করা যায়। এই চেষ্টার ফলেই চিত্রলিপি হইতে চিত্রাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, লিখিবার বিষয় ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তাড়াতাড়ি লিখিবার প্রয়োজন হইল। তখন চিত্রলিপির সংক্ষিপ্ত সংস্করণরূপ এক একটী অক্ষর নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু এই প্রথা সাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল না। চিত্র লিপিই সাধারণে সুবিধা বোধ করিয়াছিল। কারণ এক একটী চিত্র দ্বারা চিত্র লিপি লিখিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, চিত্রটী অঙ্কিত করিলেই হইল। কিন্তু চিত্রাক্ষরে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, যথা—অশ্বিনী নক্ষত্র লিখিতে চিত্রলিপিতে একটী অশ্ব বা অশ্বমুখ চিত্র করিলেই হয়, কিন্তু চিত্রাক্ষরে লিখিতে হইলে "অ, শ, ব, ই, ন, ঈ" এতগুলি অক্ষর লিখিতে হয়। বিনা পরিশ্রমে উন্নতি হয় না, অধিক পরিশ্রম করিতে সকলে ইচ্ছা করে না। ভাষা তত্ত্বে ক্রমে ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়া

যাইবে। এইরূপে এই সময় দুই প্রকারের অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছিল—(১) **চিত্র লিপি**, (২) **চিত্রাক্ষর**।

৯। সমাজতত্ত্ব

মানুষ একাকী থাকিতে পারে না। কেবল মানুষ বলিয়া কি, জীব মাত্রেই একাকী বাস করিতে পারে না। ইতর প্রাণীর দিকে দেখিলেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই—দেখিতে পাই, তাহারা ক্ষুদ্রই হউক, আর বড়ই হউক, পাঁচ জনেই হউক আর দশ জনেই হউক, আর শত জনেই হউক, দল বদ্ধ হইয়া বাস করে। একাকী থাকিতে পারে না। সংসারে এমন কোন জাতীয় জীব দেখিনা, যাহারা দলবদ্ধ না হইয়া পৃথক পৃথক বাস করে।

সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু, যাহারা অন্য জীব দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বধ করে, তাহারাও নিজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহাদের যে কয়েকটীতে দল, সেই কয়টীর ভালমন্দের দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকে। হস্তী, মৃগ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি যে কোন বন্য বা গৃহ পালিত জন্তুর প্রতি দৃষ্টি করা যায়, সকলকেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়।

এই দলকেই আমরা **সমাজ** বলি। মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না, একাকী বাসে নানা বিপদ ঘটে। বহুজন একসঙ্গে বাস করিলে বিপদ কম ঘটে, যদি ঘটে তবে সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারে। সুধু বিপদ বলিয়া নহে, পশ্বাদির সহিত মানুষের প্রভেদ এই যে, পশ্বাদির কেবল বিপদেই অপরের সাহায্য আবশ্যক, কিন্তু মানুষের প্রতি পদবিক্ষেপেই সাহায্য আবশ্যক। অপরের সাহায্য

ব্যতিত মানুষের একদিনও চলে না। সংসারে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা যদি প্রত্যেক মানুষকে করিয়া লইতে হইত, তবে প্রত্যেক মানুষকে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু একজনের পক্ষে তাহা অসম্ভব এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ। তাই কার্য্য বিভাগ করা হয়। একজন কৃষিকার্য্য করিয়া শস্যাদি উৎপাদন করিতেছে, কেহ বা শিল্প লইয়াই আছে, কেহ কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, কেহ গোপালন করিয়া দুগ্ধ যোগাইতেছে। কেহ বা শান্তিরক্ষার কার্য্য করিতেছে, কেহ বা সেবার কার্য্য করিতেছে। এইরূপে বহু লোক বিবিধ কার্য্য করিয়া সমাজকে স্বীয় পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে দিয়া সাহায্য করিতেছে। এই জন্যই মানুষকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। এই দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নাম সমাজ।

এই সমাজের প্রধান নেতা **রাজা**। তিনি শান্তিরক্ষা করেন। সমাজের অসুবিধা দূর করিয়া সমাজকে শৃঙ্খলার সহিত চলিবার বিধান করিয়া দেন। রাজশক্তি ব্যতিত সমাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। রাজা নানা উপায়ে সমাজস্থ লোকদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করেন। যে সমাজ কোন রাজার অধীন নহে, সে সমাজ টিকিতেই পারে না।

তাই সুমেরু প্রদেশের শ্বেতবর্ণ মানবগণের মধ্যে রাজা দেখিতে পাই এবং রাজার অধীনে সমাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে দেখা যায়। সূর্য্য নামক রাজা এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম **সূর্য্যলোক**। চন্দ্র নামক রাজা এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম **চন্দ্র-লোক**। এইরূপ **বরুণলোক, বায়ুলোক** প্রভৃতিও ছিল। সর্ব্বোপরি ইন্দ্র ছিলেন সার্ব্বভৌম রাজা। ইনি সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। **বৈমাত্রেয়** ভ্রাতা দিতিপুত্র **দৈত্যগণ** এবং দনুপুত্র **দানবগণ** সহ রাজ্য লইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার বিবাদ হইত।

হিরণ্যকশিপু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হইয়াও স্বীয় কার্য্য গুণে মাতামহ **দক্ষের** সিংহাসনে স্থায়ী হইতে পারিলেন না। পক্ষপাত দোষে দূষিত হইলেন, প্রবল প্রজাপক্ষ **ইন্দ্রের** পক্ষ অবলম্বন করিল। ইন্দ্র প্রজাবলে বলীয়ান হইয়া মাতামহ সিংহাসন অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সময় সময় সুবিধা পাইয়া দৈত্যদানবগণ দৌরাত্ম্য করিত বটে কিন্তু প্রবল প্রজা এবং সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত রাজাগণ ইন্দ্রকে সাহায্য করায় স্থায়ী ক্ষতি কিছু করিতে পারিত না। দিতিপুত্র **মরুৎগণ** ইন্দ্রের বাধ্য ও অনুগত ছিল, এ জন্য তাহারা যজ্ঞভাগ পাইত।

সুমেরু সমাজে **বিবাহ** প্রচলিত ছিল। রাজা পৃথু সর্ব্ব প্রথম **কৃষিকার্য্য** দ্বারা শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখন সকলেই কৃষিকার্য্য করিত, সকলেই কাপড় বুনিত, সকলেই সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্য করিত। এ সময় ইঁহারা কোন প্রকার **ধাতু** ব্যবহার করিতেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে **প্রস্তর** নির্ম্মিত পালিস অস্ত্র এবং অস্থি বা শৃঙ্গ নির্ম্মিত সূচ ইত্যাদি এবং তৎসঙ্গে **কাপড়** বুনিবার, **সুতা** কাটিবার যন্ত্র এবং **চক্রের** সাহায্যে মাটীর পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিবার নিদর্শন মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রাপ্ত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সুমেরু প্রদেশে আর্য্যগণ আগমন করিলে পর, পৃথু রাজা কর্ত্তৃক কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে, তাঁহাদের অনেকে দলবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাই **সুইজারল্যাণ্ডে** যে প্রকারের অস্ত্র শস্ত্রের চিহ্ন ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, **মান্দ্রাজের** দক্ষিণ সীমা হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে সেই প্রকারের প্রস্তরাস্ত্র, মৃৎ পাত্র, কাপড় বুনিবার নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত লি মেস্থুরিয়ার (Le

Mesurier) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঐ চিহ্ন আবিষ্কার করেন। তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত (Bruce Foote) ব্রুস ফুট, (Medlicott) মেডলিকট প্রভৃতি নর্ম্মদাকুল হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ভূভাগ হইতে, অনেক প্রস্তর রচিত অস্ত্র, প্রাচীন গৃহসজ্জার উপকরণ প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর ভারতে কুত্রাপি এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহা না পাইবারই কথা, কারণ এই প্রদেশে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সমুদ্র গর্ভে ছিল, কিন্তু নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণদিকে বহুস্থান তখন হইতেই বাসযোগ্য ছিল। তাই এখানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ বাস করিত। যে স্থান হইতে যে জাতীয় মানব প্রস্তরাস্ত্র লইয়া স্থইজারল্যাণ্ডে গিয়াছে, সেই স্থান হইতেই সেই জাতীয় মানব নর্ম্মদা নদী হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ভুভাগেও আসিয়া বাস করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যদি কেহ বলেন স্থইজারল্যাণ্ড হইতেই যে দাক্ষিণাত্যে প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহারকারী মানব আইসে নাই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ব বলিয়া দিবে, বিবিধ নৈসর্গিক বিপ্লব ইউরোপে যেমন ঘন ঘন সংঘটিত হইয়া প্রাণী সমূহকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে স্থইজারল্যাণ্ড হইতে প্রস্তরাস্ত্র লইয়া লোক দাক্ষিণাত্যে আইসা অসম্ভব। মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশও তেমনি মানবের আদি জন্মভূমি নহে, স্থতরাং তথা হইতেও স্থইজারল্যাণ্ডে প্রস্তরাস্ত্রধারী মানবের গমন অসম্ভব। অতএব স্থমেরু প্রদেশে বাসকালে আর্য্যগণ প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহার করিতেন, কাপড় বুনিতেন, কৃষিকার্য্য করিতেন, মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

স্থমেরু প্রদেশে এখনকার মত জাতিভেদ প্রচলিত ছিল না। কার্য্যের স্থবিধার জন্য বর্ণভেদ করিয়া নামকরণ করিতেছিলেন মাত্র।

কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ প্রকৃতির মনুষ্য সমূহের চরিত্র ও কার্য্যাদির অনুকরণ করিয়া মেরুবাসী আর্য্যগণ নিজসমাজের লোক-দিগকেও প্রকৃতি ও গুণভেদে উক্ত চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন। সুমেরু বাসীগণও তদ্রূপ সত্ত্বগুণ প্রধান আর্য্যগণকে **শ্বেতবর্ণ** বলিতেন, রক্তবর্ণ মনুষ্যের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির আর্য্যগণকে **রক্তবর্ণ** বলিতেন। পীতবর্ণ মানুষের ন্যায় কৃষি-কার্য্যে পারগ আর্য্যগণকে তাঁহারা **পীতবর্ণ** শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন, এবং অশিক্ষিত ক্রুর প্রকৃতি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট আর্য্যগণকে **কৃষ্ণবর্ণ** ভুক্ত করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ এখানে বাসকালে **মৃতদেহ** দাহ করিতেন না বা কবর দিতেন না। কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া দিতেন। শকুনিতে আহার করিয়া অস্থি অবশেষ করিত। এখনও তিব্বতে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের পার্শি সম্প্রদায়ও এইরূপে মৃতদেহ সৎকার করেন, তবে প্রণালী একটু উন্নত হইয়াছে মাত্র।

যে সমস্ত পীতবর্ণ জাতি এই সময় মঙ্গোলিয়া প্রদেশে বাস করিত, তাঁহারা আর্য্যগণের সংশ্রবে আসিয়া সভ্য হইয়াছিলেন। আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে **গন্ধর্ব্ব** বলিতেন।

১০। ধর্ম্মতত্ত্ব

এই সময়ে দ্যৌপিতা এবং পৃথিবী মাতারূপে পূজিতা হইতেন। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি পূজিত হইতেন। ইহাঁদিগকে তখন **সুর** বলিত। সুর অর্থ সু উত্তমরূপে—রাজ দীপ্তি পাওয়া, অর্থাৎ যাহারা উত্তমরূপে দীপ্তি পায় তাহারাই সুর। এইজন্য সুমেরু প্রদেশবাসিগণ এই সময়ে **অসুর**

নামে কথিত হইতেন। অসুর অর্থ দীপ্তিহীন। এখানে আর্য্যগণ গবাময়ন, দর্শপৌর্ণমাস ইত্যাদি যজ্ঞ করিতেন এবং যজ্ঞে পশুবলি দিতেন।

বেদে অতি অল্পস্থলেই দ্যৌ স্ত্রীলিঙ্গ-বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে পূজার কথা সেখানেই পিতারূপে পূজিত হইয়াছে। প্রাচীন মিশরবাসীগণ দ্যৌকে মাতা এবং পৃথিবীকে পিতা বলিত। তথায় দ্যৌ ও পৃথিবীর বিবাহ লইয়া অনেক পৌরাণিক কাহিনী রচিত হইয়াছে। আর্য্যগণ দ্যৌকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলিয়াই পূজা করিতেন।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো 'টিসিয়াস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, দ্যৌ পৃথিবীর স্বামী। হোমর পৃথিবীকে আকাশের পত্নী ও দেবজননী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইউরিপিডিসের গ্রন্থে পৃথিবীকে মাতা এবং দ্যৌকে পিতা বলা হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ রেভিন সাহেব বলিয়াছেন, দ্যৌ ও পৃথিবীর বিবাহ হইতে শত শত পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

আর্য্যগণ সুমেরু প্রদেশে বাসকালে সূর্য্যের পূজাও করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জলপ্লাবন।

৪৮৯২৯ সৃষ্টাব্দ বা ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দে ইন্দ্রের সুমেরু প্রদেশে রাজত্বকালে এসিয়ার দক্ষিণাংশে এক **মহাবিপ্লব** হইয়াছিল। এই বিপ্লবে সুমেরু পর্ব্বত ও হিমালয় পর্ব্বত মধ্যস্থিত **গোবি** উপসাগর হইতে জলোচ্ছাস হইয়া হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। তৎকালে নাভিবংশীয় রাজা **বিশ্বজ্যোতি** হিমালয় প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাগণসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবি উপসাগরের জলোচ্ছাস পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান তুর্কিস্থান ও পারস্যদেশের উপর দিয়া আফ্রিকার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। গোবিসাগর মরুভূমিতে পরিণত এবং হিমালয় ও তিব্বত বর্ত্তমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিম সমুদ্রতলের গভীরতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ককেশশ পর্ব্বত শ্রেণী অনেক উচ্চ হইয়াছিল। উত্তর আফ্রিকার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থিত সমুদ্র ভরাট হইয়া সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। আরারট পর্ব্বতও এই সময় বর্ত্তমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয়ের দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান সমুদ্র ছিল। এই জলপ্লাবনে সেই স্থানের সমস্ত সমুদ্রতল আরও গভীর হইয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত, অগ্নিপুরাণ মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র-

গ্রন্থে এই জল প্লাবনের বর্ণনা লিখিত আছে। তাহাতে জানা যায়, বৈবস্বত মনু একদিন নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী মৎস্য আসিয়া তাঁহার অঞ্জলীতে পতিত হইল। মনু প্রথমে তাহাকে এক কলস মধ্যে রক্ষা করিলেন। মৎস্যের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জলাশয়ে পরে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মৎস্য সমুদ্রে পতিত হইয়া মনুকে কহিল—"আজ হইতে সাতদিন মধ্যে এই নিখিল জগৎ সাগর জলে প্লাবিত হইবে, সেই সময় একখানি নৌকা তোমার নিকট আসিবে। তুমি তাহাতে সকল জীবের এক এক দম্পতী স্থাপন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিবে। তখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব। তুমি নৌকাখানি আমার সহিত বাঁধিয়া দিও।" যথাসময়ে সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে সমস্ত প্রদেশ জলে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই সময় বৈবস্বত মনুর নিকট একখানি নৌকা আসিল, তিনি সকল জীবের এক এক জোড়া লইয়া সেই নৌকায় উঠিলেন এবং মৎস্যকে নিকটে দেখিয়া তাহার শৃঙ্গে নৌকাখানি বাঁধিয়া দিলেন। নৌকা হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল। তৎকালে কোন দিকেই ভূমি দেখা গেল না। ক্রমে তাহার একটি শৃঙ্গ দেখা গেল এবং নৌকা ঐ শৃঙ্গের নিকট উপস্থিত হইল। মনু তাহাতে নৌকা বাঁধিয়া ফেলিলেন। মৎস্য কহিলেন, "আমি বিধাতা, তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই মৎস্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি।" মনু জীবগুলিকে লইয়া সেই শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। এইস্থান এখনও নৌবন্ধন তীর্থনামে প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের কৌঁস নাগ (কংস নাগ) নামক অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে এই নৌবন্ধন শৃঙ্গ অবস্থিত। এখনও অনেক যাত্রী হিমরাশির মধ্য দিয়া তীর্থজ্ঞানে ঐ স্থানে গিয়া দর্শন করিয়া আইসে। এই প্রদেশের নাম কারাকোরাম।

বাইবলে লিখিত আছে—যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক কন্যা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা (sons of God) মনুষ্যদিগের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, "আমার আত্মা মনুষ্যদিগের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না। তাহাদের পরমায়ু ১২০ বৎসর মাত্র হইবে। তিনি মনুষ্যদিগকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তৎসহ সমস্ত পশু, সরিসৃপ, ও খেচর পক্ষীদিগকেও ধ্বংস করিব। নোহ তাৎকালিক লোকদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ ছিলেন এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, এই সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কারণ তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমি পৃথিবীসহ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি গোফর্ কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিবে এবং ভিতরে ও বাহিরে ধূপ দিয়া লেপন করিবে। জাহাজখানি দীর্ঘে তিনশত হস্ত, প্রস্থে পঞ্চাশ হস্ত ও ত্রিশ হস্ত উচ্চ হইবে। তাহার ছাদের একহাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিবে এবং জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখিবে। তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ করিবে। আমি জলপ্লাবন দ্বারা প্রাণবায়ু বিশিষ্ট সমস্ত জীবকে নষ্ট করিব বটে, কিন্তু তোমার সহিত আমার নিয়ম রহিল, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধুদিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিবে এবং মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব জন্তুর স্ত্রী পুরুষ জোড়া জোড়া তোমার সঙ্গে জাহাজে লইবে। সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর সরিসৃপ মধ্যে শুচি পশুর সাত সাত জোড়া দম্পতী ও অশুচি পশুর এক এক যোড়া দম্পতী এবং

খেচরদিগের সাত সাত জোড়া দম্পতীকে, তাহাদের বংশরক্ষার জন্য, তোমার সঙ্গে লইবা। অদ্য হইতে সপ্তাহ পরে আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা রাত্রি বৃষ্টি বর্ষাইয়া আমার সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীকে ধ্বংস করিব।” নোহ ঈশ্বরের আদেশ মত সমস্ত উদ্যোগ করিলেন। নোহের বয়সের ৬০০ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে পৃথিবীতে মহাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল। জাহাজ জলে ভাসিয়া চলিল। ক্রমে পর্ব্বতসমূহ ডুবিয়া গিয়া তাহার উপরে পনর হাত জল হইল। তাহাতে যাবতীয় ভূচর, খেচর প্রাণীসমূহ, গ্রাম্য ও বন্য পশু, সরিসৃপ এবং মনুষ্য মরিয়া গেল। একশত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত জল পৃথিবীর উপরে প্রবল থাকিল। তৎপরে হ্রাস পাইতে লাগিল। সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে আরারট পর্ব্বতের উপর জাহাজ লাগিল।

বিভিন্ন প্রাচীন জাতির নিকট নোয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঐ সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবলের নোয়া, মুসলমানদিগের নিকট “নু” নামে পরিচিত। বাবিলন বা কালদীয়ার অধিবাসীগণের বেরোসাস্‌বাসী জিশুথ্রস (Xisuthros) অথবা শিশুথ্রসের (Sisuthros) সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত নোয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মনুর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে। ইনিই লিডিয়ানদিগের নিকট মৌস্ (Maus), ফিজিয়ানদিগের নিকট নোএ (Noe), গ্রীকদিগের নিকট দেউকলীয়ন (Deucalion) এবং মিশরদিগের নিকট মেনেস (Manes) নামে প্রসিদ্ধ। জলপ্লাবনের বিষয়ও সকল শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে, অতএব মনুষ্য এই জলপ্লাবনের সাক্ষী।

পৃথিবীর শাস্ত্রসমূহে এ পর্য্যন্ত জলপ্লাবনের যে প্রমাণ পাওয়া গেল,

তাহাতে এবং ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রমাণে * জলপ্লাবন যে হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায়। এই জলপ্লাবনে যে কেহ জাহাজে আরোহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে পশু পক্ষী আদির কতক কতক রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত বৃত্তান্ত এবং বাইবলের লিখিত বৃত্তান্তই প্রধান। কিন্তু এই দুই শাস্ত্রে অবতরণ সম্বন্ধে একটু বিরোধ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্র মতে বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা নৌবন্ধন শৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ আছে। বাইবল মতে নোয়া আরারট পর্ব্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তথায় একটী স্থানের নাম নৌবন্ধন নামে প্রসিদ্ধ। এই দুই শাস্ত্রোল্লিখিত বর্ণনার কোনটী সত্য অথবা দুইটিই সত্য বা একটি মিথ্যা, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে প্রাচেতস্ দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে কশ্যপ ঋষির ঔরসে ১২টি সন্তান জন্মিয়াছিল। তাহাতে ১২টি আদিত্যের অর্থাৎ ১২ মাসের সূর্য্যের ১২টি নাম অনুসারে তাঁহারা এই ১২টি সন্তানের নাম রাখিয়াছিলেন—ইন্দ্র, বিষ্ণু, অর্য্যমা, দক্ষ (ধাতা), ত্বষ্টা, পুষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ। অদিতির পুত্র বলিয়া ইহারা আদিত্য নামে খ্যাত। সূর্য্যের এক নাম আদিত্য। শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ কশ্যপ-পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের সহিত ১২ মাসের ১২টি সূর্য্যের বড়ই গোলোযোগ করিয়াছেন। ১২ মাসের ১২টি সূর্য্য জ্যোতিষ্ক পদার্থ এবং একই সূর্য্যের অবস্থা ভেদে ১২টি নাম। কিন্তু অদিতি পুত্র দ্বাদশাদিত্য সংখ্যায় পৃথক পৃথক ১২টি। ইঁহারা একজন নহেন, অর্থাৎ এক অদিতি পুত্রেরই ১২ নাম নহে, ১২টি সহোদর ভ্রাতা। আকাশের সূর্য্য দীপ্ত পদার্থ, আর ইহারা রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট মনুষ্য।

* পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তত্ত্ব ১১০ পৃষ্ঠা।

অদিতিপুত্র **বিবস্বানের** সহিত বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা ও ছায়া নাম্নী দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সংজ্ঞার গর্ভে **বৈবস্বত** নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছায়ার গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম **সাবর্ণি**। এই দুই পুত্রই মনু হইয়াছিলেন। মনুষ্য জাতির আদি পুরুষকে মনু বলে। এ অর্থে ইহাঁরা অবশ্যই আদি মানব নহেন, কিন্তু মনু নাম হইতে জানা যায়, ইহারা কোন মনুষ্যশূন্য স্থানে প্রথম গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বংশ পরম্পরা দ্বারা কালে ঐ প্রদেশ পূর্ণ হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহারা ঐ মনুষ্যশূন্য প্রদেশের **মনু** নামে কথিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈবস্বত এক প্রদেশের মনু হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাও এক প্রদেশের মনু হইয়াছিলেন এবং একই সময়ে হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার সাবর্ণি (অর্থাৎ সমান বর্ণ বিশিষ্ট বা সমান ধর্ম্মী) মনু হইয়াছিল। * বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য, সুতরাং ইহারা উভয়েই সূর্য্যের পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল। ইহাদের বংশের নামই সূর্য্য বংশ। শাস্ত্র কর্ত্তাগণ বিবস্বানকে **সূর্য্য** মনে করিয়া এমন ভাবে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, তাঁহারা বিবস্বানকে প্রকৃত সূর্য্যই মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। কশ্যপ ঋষির ঔরসে প্রাচেতস্ দক্ষের কন্যা অদিতির গর্ভে, এই বিবস্বানের জন্ম হইয়াছিল, তাই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবস্বত (বিবস্বান হইতে জাত) মনু এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সাবর্ণি (অর্থাৎ বৈবস্বত সহ সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট) মনু হইয়াছিল। এই বৈবস্বত মনুর বংশই ভারতে **সূর্য্য বংশ** নামে প্রসিদ্ধ। এই ভ্রমটী এক্ষণে এতই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী ঋষিগণ ইহাকে “**অপৌরুষেয়** বাক্য” বলিয়া বর্ণন করতঃ সকল কৈফিয়তের হাত এড়াইয়াছেন।

---

* ঋগ্বেদ ১০।৬২।৮, ৯, ১০ ঋক।

যাহা হউক হিন্দুশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা একই সময়ে দুই মনু পাইলাম, একজনের নাম **বৈবস্বত**, দ্বিতীয় **সাবর্ণি***। ইহাঁরা একই সময়ে ছিলেন। ইন্দ্র ইহাদিগের **খুল্লতাত**। ইন্দ্রের সুমেরু প্রদেশে রাজত্বকালেই জলপ্লাবন হইয়াছিল, সুতরাং ইহাঁরা উভয়ে সে সময় বর্ত্তমান ছিলেন। জলপ্লাবনকালে বৈবস্বত মনু নৌকায় আরোহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সাবর্ণি মনু গেল **কোথায়**? মনু শব্দের "নু" ক্রমে "নু" "নোয়া" "নোএ" প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, আমরা অনায়াসে ইহাকে "নোয়া" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এখন আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, **জলপ্লাবনের সময় দুই ভ্রাতা দুই খানি জাহাজে আরোহণ করিয়া** আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন **হিমালয়** পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর একজন **আরারট** পর্ব্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা উভয়ে গোবি উপসাগরে নৌকারোহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে বৈবস্বত মনু মৎস্য জাতীয় কোন জলজীবের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া তৎসাহায্যে সহজেই হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জানা যায়। কিন্তু বাইবলে দেখা যায় নোয়া এইরূপ কোন সাহায্য পান নাই। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার জাহাজ স্রোতোবেগে গোবিসাগর হইতে বাহির হইয়া ১৫০ দিন অর্থাৎ ৫ মাস পর্য্যন্ত পশ্চিম সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, তৎপরে **আরারট** পর্ব্বতে গিয়া লাগিয়াছিল।

---

* বৈবস্বতেঽন্তরে রাজা দ্বৌ মনু তু বিবস্বতঃ ॥৫৫
বৈবস্বতো মনুর্যশ্চ সাবর্ণো যশ্চ বিশ্রুতঃ।
জ্যেষ্ঠঃ সংজ্ঞাসুতো বিদ্বান্মনুর্বৈবস্বতঃ প্রভু।
সবর্ণায়াঃ সুতশ্চান্যো স্মৃতো বৈবস্বতো মনুঃ ॥৫৬। বায়ুপুরাণ ১০০ অধ্যায়।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রোক্ত **সাবর্ণি** যে বাইবলোক্ত "**নোয়া**" এবং মুসলমান শাস্ত্রোক্ত "**নু**" তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে এবং বাইবলে লিখিত আছে, সমস্ত পৃথিবী এই জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল। এ কথা ঠিক নহে। জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী একেবারে এ পর্য্যন্ত কখন প্লাবিত হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই জলপ্লাবনে এসিয়ার দক্ষিণাংশে গোবি উপসাগর হইতে হিমালয় পার্ব্বত্যপ্রদেশ, এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, আরব এবং আফ্রিকার উত্তরার্দ্ধ, ইউরোপের দক্ষিণাংশ প্লাবিত হইয়াছিল মাত্র। সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশ প্লাবিত হইয়াছিল না, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে। কেবল বৈবস্বতের সংযমনী পুরী প্লাবিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে, নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ৫৭ ও ৫৯ সুক্তে জলপ্লাবনের আভাস পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই ঋকগুলি ও তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহামেরু প্রদেশ।

বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতের যে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ঐ স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন **মহামেরু**। পুরাণে এই মহামেরুর উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের সময়ও এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। "পূর্ব্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে আমাদের এই মহামেরু স্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্তরাত্রির পর ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই নিয়ম পালন করেন, কিন্তু এক বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন *।" এই বৈশম্পায়নই ব্যাস দেবের শিষ্য, মহাভারতের বক্তা। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তর দিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিক্ষা করিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিকে বলিয়া খ্যাত †।" এই উত্তর দিক ঐ **মহামেরু সমাজ**।

---

* ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্ত রাত্রান্তু ব্রহ্ম হত্যা ভবিষ্যতি॥ ৩
পূর্ব্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োঽভূৎ কৃতোদ্বিজ।
বৈশম্পায়ন একস্তু তৎ ব্যতিক্রান্তবাং স্তদা॥ ৪।৩।৫ অঃ

† "পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাম দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এবযন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতিস্মাহ। এষা হি বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা।" ৭।৬।

অবস্তা মতে এই প্রদেশের নাম "মৌরু"। ইহা অহুর মজ্দ কর্ত্তৃক স্থাপিত তৃতীয় প্রদেশ *। আর্য্যমতে মহামেরুও **তৃতীয়** প্রদেশ †। প্রথম **মেরু** প্রদেশ, দ্বিতীয় **সুমেরু** প্রদেশ, তৃতীয় **মহামেরু** প্রদেশ।

জল শুষ্ক হইলে সুমেরু প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ আসিয়া, এই বৈবস্বত মনুর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু ভাষ্যাদির দোষে এখন সে তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইয়াছে, প্রকৃত অর্থ লোপ পাইয়াছে, বিকৃত ব্যাখ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

১। স্থানদাতা বৈবস্বত মনু যে সুদূর দেশে গিয়াছেন আমরাও তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

২। সেই সুদূর স্বর্গতুল্য পৃথিবী, যেখানে মনু গিয়াছেন তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

---

* 6 [17]. "The third of the good lands and countries which I, Ahura Mazda, created, was the strong, holy Mouru." অনুবাদক ডারমেষ্টেটার সাহেব বলেন মার্গু (Margu), মার্জিয়ানা (Margiana) অথবা মার্ভ (Merv) মৌরু নামে কথিত হইয়াছে। এ কথা ঠিক নহে। মহামেরুই মৌরু নামে কথিত হইয়াছে। † ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৯ ঋক। ১৮০ পৃষ্ঠা দেখ।

১। যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকং।
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥ ১। ৫৮ ঋক ১০ম।

রমেশবাবুর অর্থ—"তোমার যে মন অতিদূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।" এই অর্থ ঠিক হয় নাই।

যম অর্থ এখানে যমরাজ বা কৃতান্ত নহে। যম অর্থ এখানে নিবাস স্থানদাতা, অর্থাৎ রাজা। অবস্তার যিম ও এই যম শব্দের একই অর্থ।

২। যত্তে দিবং যৎ পৃথিবীং মনো জগাম দূরকং। তত্ত্বে ইত্যাদি।২
তোমার যে মন অতিদূরে স্বর্গে অথবা পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। (রমেশ)

৩। চারিদিকে জনশূন্য উদ্যান-বিশিষ্ট যে সুদূর দেশে মনু গিয়াছেন তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৪। যে প্রার্থিত সুদূর মধ্যদেশে (অর্থাৎ স্বর্গ ও পাতাল মধ্যবর্ত্তী মহামেরু প্রদেশে) মনু গিয়াছেন তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৫। যে জলপূর্ণ সমুদ্রযুক্ত সুদূর দেশে মনু গিয়াছেন তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৬। চতুর্দ্দিকে সূর্য্যকিরণ বিকিরিত যে সুদূর স্থানে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৭। যে জল ও বৃক্ষ লতাদিযুক্ত সুদূর স্থানে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৮। সূর্য্য ও উষাযুক্ত যে সুদূর স্থানে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

৩। যত্তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং মনো জগাম ইত্যাদি। চতুর্দ্দিকে ভ্রষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ খসিয়া খসিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরদেশে তোমার যে মন গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)। ভৃষ্টি অর্থ জনশূন্য উদ্যান হইবে।

৪। যত্তে চতস্র প্রদিশো মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি

তোমার যে মন চতুর্দ্দিকের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)। চত্—প্রার্থনা করা। অস্র অর্থ স্থান। প্রদিশো অর্থ দুইদিকের মধ্যভাগে।

৫। যত্তে সমুদ্রমর্ণবং মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি।

তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জল পরিপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

৬। যত্তে মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি।

তোমার যে মন চতুর্দ্দিকে বিকীর্য্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইত্যাদি (রমেশ)।

৭। যত্তে অপো যদোষধীর্মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি।

তোমার যে মন দূরবর্ত্তী জলের মধ্যে কি বৃক্ষ লতাদির মধ্যে গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

৮। যত্তে সূর্য্যং যদুষসং মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি

৯। যে সুদূর বৃহৎ পর্ব্বতমালার উপরে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

১০। এই জগতের মধ্যস্থিত যে সুদূর প্রদেশে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

১১। অতি দূর দেশ হইতেও যে সুদূর দেশে মনু গিয়াছেন, তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব।

১২। যে স্থান পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, সেই দূর দেশে মনু গিয়াছেন, তথায় আমরাও এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব অর্থাৎ আজীবন বাস করিব।

এই সূক্ত দ্বারা, বৈবস্বত মনু কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেই দেশ পৃথিবীতেই অবস্থিত এবং স্বর্গতুল্য উৎকৃষ্ট, জনশূন্য উদ্যান বিশিষ্ট, স্বর্গ ও পাতালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে,

---

তোমার যে মন দূরবর্ত্তী সূর্য্য কি উষার মধ্যে গিয়াছে ইত্যাদি। (রমেশ)।

৯। যত্তে পর্বতান্ হতো মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি

তোমার যে মন দূরস্থিত পর্ব্বতমালার উপর চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

১০। যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি।

তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

১১। যত্তে পরা পরাবতো মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি

তোমার যে মন দূরের দূর, তাহারও দূর কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

১২। যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি।

তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)।

রমেশবাবুর অর্থ পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। তিনি মনকে যমের বাড়ী যাইবার কথা বলিলেন (১), আবার, তাহাকে পৃথিবীতে লইয়া গেলেন (২), সমুদ্রের মধ্যেও লইয়া গেলেন, কিরণ মণ্ডলের মধ্যে (৬) এবং বৃক্ষলতার মধ্যে (৭) প্রবেশ করাইলেন, আবার বিশ্বজগতের মধ্যেই অতি দূরে ভবিষ্যৎ কোন দূরদেশে লইয়া গেলেন! এ সকলের কিছুই বুঝা যায় না। সুতরাং তাঁহার অর্থ ঠিক হয় নাই।

জলপূর্ণ সমুদ্রতীরে, বৃহৎ পর্ব্বতমালার উপরে অবস্থিত। এই বর্ণনা মহামেরু প্রদেশের সহিত অনৈক্য নহে।

বৈবস্বত মনুর পিতামহ কশ্যপ ঋষি জলপ্লাবনের পরে পৌত্রের দেশে যাইবার সময় ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ১১৩ সূক্তের নিম্নলিখিত ঋকগুলি রচনা করিয়াছেন—

হে অমৃতক্ষরণশীল (সোম)! যেখানে প্রচুর আলোক, যে প্রদেশে আত্মীয়গণ আছেন, সেই হিংসাশূন্য প্রদেশে আমাকে লইয়া চল। হে ইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও। ৭ *

যে স্থানে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ৮ (রমেশ)। †

যে তৃতীয় সুখময় স্থানে, তৃতীয় ক্রীড়ার স্থানে, কামীগণ বিচরণ করে, যে প্রদেশ সমূহ আলোকযুক্ত, তথায় আমাকে দীর্ঘজীবী কর। ৯ ‡

যেখানে কামী ও অকামী (আছে) যেখানে (আমার) পৌত্রের

---

* যত্রজ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং।
তস্মিন্মাং ধেহি পবমানামৃতে লোকে অক্ষিত ইংন্দ্রায়েংদো পরিস্রব ॥৭

রমেশ বাবুর অর্থ—যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও ॥৭

† যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধীংন্দ্রায়েংদো পরিস্রব ॥৮

‡ যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকাযত্র জ্যোতিষ্মন্তস্তত্র মামমৃতং কৃধীংন্দ্রায়েংদো পরিস্রব ॥৯

সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময় তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (রমেশ)।

রাজ্য, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি (লাভ হয়), তথায় আমাকে দীর্ঘায়ু লাভ করাও। হে ইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও। ১০ *

যেখানে আনন্দ, আমোদ, প্রীতি ও আহ্লাদ বিরাজ করিতেছে, কামীর কামনা যেখানে পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে দীর্ঘায়ু লাভ করাও। হে ইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও। ১১ †

নিম্নলিখিত, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তের ঋকগুলিতে জলপ্লাবন সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায় ‡—

কর্ম্মকুশল রথারোহীর ন্যায়, অধঃপতিতের জলের উপর উত্থানের ন্যায়, তরণীয় আয়ুকাল যেন নবীনভাবে অর্থাৎ নবোৎসাহে পার হই। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দূরে থাকি। ১

---

* যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংন্দ্রায়েংদো পরিস্রব ॥১০

যথায় কামনা সকল নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।১০ (রমেশ)।

† যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধীংন্দ্রায়েংদো পরিস্রব ॥১১

যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।১১ (রমেশ)।

‡ প্রতার্যায়ুঃ প্রতরং নবীয়ঃ স্থাতারেব ক্রতুমতা রথস্য।
অধ চ্যবান উত্তরীত্যর্থং পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥১

সুবন্ধুর পরমায়ু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালনা করেন, তিনি যদি কর্ম্মকুশল হয়েন, তবে রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ সুবন্ধু সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হউন। যাহার পরমায়ুর হ্রাস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর বিষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে। নির্ঋতি অতিদূরে গমন করুন।১ (রমেশ)।

ক্লেশনাশ হেতু, ভক্ষ্যদ্রব্যের সংস্থান হেতু, বহুপ্রকার উত্তম কার্য্য করিতেছি, সেই সমস্তের মায়াতে যেন জড়িত না হই। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দূরে থাকি। ২

আকাশ যেমন পৃথিবীর উপরে থাকে, অজ যেমন পর্ব্বত সমূহে থাকে, তদ্রূপ (যেন) কৃষিকার্য্যে অনুরাগ যুক্ত হই। সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতে যেন অশক্ত না হই। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দূরে থাকি ৩।

হে সোম! আমাদিগকে অনাদরে মৃত্যুর হস্তে দিও না, উর্দ্ধে বিচরণশীল সূর্য্যকে যেন আমরা দেখিতে পাই। বৃদ্ধাবস্থা সচ্ছন্দে গত হউক, পীড়া উৎপাদন করিও না। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দূরে থাকি। ৪

সামন্নু রায়ে নিধিমন্নন্নং করামহে সু পুরুধ শ্রবাংসি।
তা নো বিশ্বানি জরিতা মমত্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥২

আমরা পরমায়ু স্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সামগান সহকারে অন্ন স্তূপাকার করিতেছি, নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য রাশি করিতেছি। আমরা নির্ঋতিকে স্তব করিয়াছি, তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতিলাভ করুন ইত্যাদি। (রমেশ)

অভির্ষ্যঃ পৌংস্যৈর্ভবেম দ্যৌর্ন ভূমিং গিরয়ো নাজ্রান্।
তা নো বিশ্বানি জরিতা চিকেত পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥৩

আমরা যেন নিজ পুরস্কার দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুদিগের উপরে স্থান লাভ করি। যেরূপ মেঘের গতি পর্ব্বত দ্বারা রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আমরা যেন শত্রুর গতি রোধ করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নির্ঋতি যেন কর্ণপাত করেন। নির্ঋতি ইত্যাদি। (রমেশ) ৩

মো ষুণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পশ্যেম নু সূর্যমুচ্চরংতং।
দ্যুভির্হিতো জরিমা সু নো অস্তু পরাতরং সু নির্ঋতির্জিহীতাং ॥৪

হে সোম! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা যেন সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, নির্ঋতি ইত্যাদি।৪ (রমেশ)

হে হিতাহিত চিন্তাশীল **মনু**! আমাদিগকে স্থাপন কর। আমরা যেন আয়ুকাল অতি উৎকৃষ্ট জীবিকা দ্বারা কাটাইতে পারি। সূর্য্যের দৃষ্টির মধ্যে রাখ, অন্ধকারে নহে। আমাদের প্রদত্ত **ধন** (অর্থাৎ কর) দ্বারা তোমার শরীর বর্দ্ধন কর। ৫

হে হিতাহিত চিন্তাশীল! **আবার** আমাদের চক্ষুকে, **আবার** আমাদের প্রাণকে ভোগ হইতে **বঞ্চিত** করিও না, আমরা যেন **গৃহে** থাকিয়া সূর্য্যকে উর্দ্ধে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই। হে সমদর্শী! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আবাসে মরিতে পারি। ৬

আবার পৃথিবী, আকাশস্থ নক্ষত্রগণ এবং অতিদূরস্থিত নক্ষত্রগণ যেন ক্লেশ না দেন, **আবার** চন্দ্র পূর্ব্ববৎ (কিরণ) বিস্তার করুন, **আবার** সূর্য্য হিতকারী (এবং) শ্রেষ্ঠ কল্যাণপ্রদ হউন। ৭

অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতবে সু প্রতিরা ন আয়ুঃ।
রারংধিনঃ সূর্য্যস্য সংদৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥৫

হে অসুনীতি! আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমায়ুঃ প্রদান কর। যতদূর সূর্য্যের দৃষ্টি, তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীর পুষ্টি কর।৫ (রমেশ)।

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগং।
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরংতমনুমতে মৃলয়া নঃ স্বস্তিঃ ॥৬

হে অসুনীতি! আমাদিগকে আবার চক্ষুদান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ আমাদের নিকট আনিয়া উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন চিরকাল সূর্য্যোদয় দেখিতে পাই। হে অনুমতি! যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না হয়, তদ্রূপ আমাদিগকে সুখী কর। (রমেশ)।

পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরংতরিক্ষং।
পুনর্ন সোমস্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ ॥৭

পৃথিবী পুনর্ব্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্ব্বার দ্যুলোকদেবী ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্ব্বার শরীর দান করুন। আর পূষা আমাদিগকে এরূপ হিতকর বাক্য প্রদান করুন, যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়।৭ (রমেশ)

পথ ভুলিয়া বিপথে না যান; এইজন্য ঋষিগণ নিম্নলিখিত ঋকটী রচনা করিয়াছিলেন *—

হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দূরে না যাই। শত্রুগণ যেন আমাদিগের মধ্যে না আসে। ১০।৫৭।১ ঋক (রমেশ)।

উপরে যে সমস্ত ঋক উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে জলপ্লাবনের পরে **বৈবস্বত মনু** যে দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামহ **কশ্যপ** ঋষি এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও সেই দেশে গমন করিয়াছিলেন। এবং **আবার** জলপ্লাবন না হয় বা অন্য কোন উৎপাত না হয় তজ্জন্যই বিশেষরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১।৫৮ সূক্তে যে স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা যে মহামেরু প্রদেশের বর্ণনা তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ এবং পৌরাণিক প্রমাণাদি দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, জলপ্লাবনের পরে বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতে, মহামেরু প্রদেশে (**পামির**) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধু তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। রমেশ বাবুর অনুবাদে বা সায়ণের ভাষ্যে এই তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

---

* মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিংদ্র সোমিনঃ।
মাং তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥১

সপ্তম অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।*

১। মেরুপ্রদেশ।

আর্য্যমানবজাতির আদি পুরুষ পৃথিবীর কোন্‌স্থানে জন্মগ্রহণ এবং কোথায় বাস করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন লইয়া বহু গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। অনেকেই আলোচনা করিয়া এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহে আর্য্যজাতির আদিজন্ম ও নিবাস স্থির করিয়াছেন—

(১) ককেশশ্ পার্ব্বত্য প্রদেশ।
(২) ইউফ্রেটিস নদীতীর।
(৩) বালটিক সমুদ্র তট।
(৪) মিশর বা ইজিপ্ট।
(৫) মিডিয়া (পারস্যের পশ্চিমোত্তর)।
(৬) ইরাণ বা পারস্য।
(৭) মধ্য এসিয়া।
(৮) বারিণ দ্বীপ (পারস্যোপসাগরে)।
(৯) ভারতবর্ষ।
(১০) মঙ্গোলিয়া (সুমেরু প্রদেশ)।
(১১) উত্তর কুরুদেশ (উত্তর মেরুর দক্ষিণে)।
(১২) **উত্তর মেরু প্রদেশ।**

---

* এই অধ্যায়ে লিখিত প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণ, পূর্ব্ব ছয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যস্থানের নাম নাভি। উত্তর-মেরু প্রদেশ পৃথিবীর **নাভি**। বিষুব রেখা হইতে মেরু প্রদেশ ৯০ ডিগ্রি দূরে ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। বিষুব রেখায় হিমবর্ষে সূর্য্যোদয় হইলে ভদ্রাশ্ব বর্ষে যমকোটিতে দুই প্রহর দিবা, কুরু বর্ষে (আমেরিকা) সিদ্ধপুরে তখন সন্ধ্যা এবং কেতুমাল বর্ষে তখন দুই প্রহর রাত্রি। এই সময় উত্তর-মেরুতে কেবল সূর্য্যোদয় হয়। তখন হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্য মেরু প্রদেশের চারিদিকে অনবরত চক্রাকারে ভ্রমণ করে, তৎপরে বিষুব রেখার নিম্নে অবতরণ করিলে, মেরু প্রদেশ হইতে সূর্য্যকে আর দেখা যায় না। অতএব এই প্রদেশ সূর্য্য-চক্রের এবং পৃথিবীর নাভি। এই নাভির নাম একদিন ইলাবৃত বর্ষ ছিল। ঐর্যানবয়েজো এই প্রদেশেরই নামছিল।

পৃথিবীর নাভিই অনন্ত শয্যাশায়ী ভগবান বিষ্ণুর **নাভিপদ্ম** (১ম চিত্র)। এই নাভিপদ্মরূপ মেরুপ্রদেশে ৪৭৩৭৩ স্বষ্টাব্দে বা ৭১৫৪ খৃঃ পূঃ অব্দে **আর্য্য** লোক-পিতামহ **ব্রহ্মা** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাইবল এবং কোরাণে ইনিই **আদম** নামে কথিত। আদম সভ্য মানবের আদি পুরুষ, তাই মানবের এক নাম আদ্‌মি।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আপন দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে স্ত্রী হইলেন। এই স্ত্রীর নাম গায়ত্রী, সুতরাং গায়ত্রী ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাইবলেও এই জন্মবৃত্তান্ত রূপকে বর্ণিত হইয়াছে—

"মহাপ্রভু ঈশ্বর আদমের একখানি পঞ্জরাস্থি লইয়া এক স্ত্রী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আদমের নিকট আনিলেন। আদম বলিলেন, ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। নর হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম নারী হইবে।" সুতরাং হবা আদমের কন্যা। আদম সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই সময় এই সভ্য নর নারী ব্যতিত আর কেহ ছিলেন না, তাই পিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মার এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাঁহার নাম মনস বা স্বয়ম্ভুব।

ভৃগু, পুল্যস্ত, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং স্বায়ম্ভুব নামে মনসের ১০টী পুত্র ও শতরূপা নামে এক কন্যা হইয়াছিল। পুত্র মনসের, পুত্র বলিয়া, ইহাদিগকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে। মনসের বংশই মনুষ্য নামে কথিত হইয়াছে। আদমের ১৩০ বৎসর বয়সে শেথ নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল। স্বয়ম্ভুব শব্দ সংস্কৃত, ইহা আদি ভাষার নাম নহে, শেথের অনুরূপ কোন শব্দ হইতেই স্বয়ম্ভুব শব্দ হইয়াছে। শেথ ও স্বয়ম্ভুব সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

৪৭৬১৬ সৃষ্টাব্দে বা ৬৯১০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্বায়ম্ভুব মনু মেরু প্রদেশের প্রথম মনু (রাজা) হইয়াছিলেন। শতরূপার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র এবং প্রসূতি নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হইয়াছিল। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের কতকগুলি কন্যা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে ভৃগুর সহিত খ্যাতি নাম্নী কন্যার, মরীচি সহ সম্ভূতির, অঙ্গিরা সহ স্মৃতির, পুল্যস্ত সহ প্রীতির, পুলহ সহ ক্ষমার, ক্রতু সহ সন্নীতির, অত্রি সহ প্রীতির, বশিষ্ঠ সহ উর্জ্জার বিবাহ হইয়াছিল। ইহাঁদের সন্তান সন্ততি দ্বারাই পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু ৪৭৬৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৮৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত রাজা হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্স্ ডঙ্কার ইহাকে স্পেতাম্বাস নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি ৬৭৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস এবং রৈবত নামক চারিজন রাজা স্বায়ম্ভুব মনুর পরে মনু হইয়াছিলেন।

ইহাঁরা সকলেই প্রিয়ব্রতের পুত্র। পৃথিবীর ৪টী স্বতন্ত্র প্রদেশে ইহাঁরা রাজত্ব করিতেন। স্বারোচিষ মনু জম্বুদ্বীপে মনু হইয়াছিলেন। ইনি দ্বিতীয় মনু, ইহাঁর নাম আগ্নীধ্র।

জার্ম্মনি, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইটালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া এক দ্বীপ এই সময় ছিল, প্রিয়ব্রত-পুত্র উত্তমি ঐ দ্বীপের মনু হইয়াছিলেন। ইনি তৃতীয় মনু।

আফ্রিকা মহাদেশে প্রিয়ব্রত-পুত্র তামস, মনু হইয়াছিলেন। ইহাঁকে তমাহু (Tamahu) বলে, ইনি চতুর্থ মনু।

এসিয়া মাইনর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ লইয়া আর একটী দ্বীপ ছিল। এখানে প্রিয়ব্রত-পুত্র রৈবত মনু হইয়াছিলেন। ইনি পঞ্চম মনু।

ঔত্তমি মনুর বংশ হিমশিলা বিপ্লবে ধংস হইয়াছিল। স্বারোচিষ, তামস ও রৈবত মনুর বংশ জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়াছিল।

প্রিয়ব্রত-পুত্র আগ্নীধ্র তাঁহার পরে মেরুসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি মেরু প্রদেশকে ৯টি বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২চিত্র) যথা—হিম-বর্ষ, কিম্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত-বর্ষ, রম্যক-বর্ষ, হিরণ্ময়-বর্ষ, কুরু-বর্ষ, ভদ্রাশ্ব-বর্ষ ও কেতুমাল-বর্ষ।

৪৭৭৫০ সৃষ্টাব্দ বা ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত আগ্নীধ্র মেরুপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপরে উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব তাঁহার হস্ত হইতে মেরু-সিংহাসন জয় করিয়া মেরুপ্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। এখানে ধ্রুববংশ ৪৭৯৪৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ রাজা চাক্ষুষ মনুর সময় ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ তে হিমশিলাপাতে মেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল। রাজা চাক্ষুষ তৎপূর্ব্বেই সুমেরু প্রদেশে একটী সুরক্ষিত স্থানে নগর (বর) নির্ম্মাণ করিয়া বহুতর প্রজাকে রক্ষা

করিয়াছিলেন। সুমেরু প্রদেশে তিনিই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে মনু বলে। ইনি ষষ্ঠ মনু।

রাজা আগ্নীধ্র মেরুপ্রদেশ হইতে ধ্রুব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া হিম বর্ষে আগমন করিয়া স্বারোচিষ মনু নাম গ্রহণ করতঃ ৪৭৭৫০ সৃষ্টাব্দ বা ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ তে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে একটী লৌকিক অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এক হইতে এক শত পর্য্যন্ত গণনা করিয়া, আবার এক হইতে গণনা আরম্ভ করা হইত। নক্ষত্র দ্বারা এক এক শতাব্দী ঠিক রাখা হইত, এখনও কাশ্মীরে এই অব্দ গণনা প্রচলিত আছে। আগ্নীধ্র বংশ এখানে ৬৭৭৬ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ১১৭৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৫৫৯৮ খৃঃ পূঃ মহাজলপ্লাবনে এই প্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল।

মেরুপ্রদেশে অবস্থানকালে আর্য্যগণ ৩০ অহনে এক আদিত্য গণনা করিয়া প্রথমে ছয় আদিত্য, পরে ক্রমে দশ আদিত্য পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছিলেন। তখনও মাস নাম হইয়াছিল না। তাঁহারা ১২টি নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়া বৃহস্পতির সাহায্যে বৎসর গণনা করিতেন। মেরু-প্রদেশের এক মিথুনে অর্থাৎ আমাদের এক সৌর বৎসরে বৃহস্পতি গ্রহ এক নক্ষত্র পর্য্যন্ত গমন করিত। এইরূপে ১২ মিথুনে বা ১২ সৌরবৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর গণনা করা হইত। এই গণনা অনুসারেই ১২ বৎসরে একযুগ ধরা হয়। এখানেই চিত্রলিপির আবিষ্কার আরম্ভ হইয়াছিল।

২। সুমেরু প্রদেশ।

৪৭৯৪৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে মেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বেই রাজা চাক্ষুষ সুমেরু প্রদেশে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

মেরুপ্রদেশ হইতে উত্তম প্রদেশে আসিলেন, তাই এই প্রদেশের **সুমেরু** নাম রাখিলেন। অবস্তামতে এই স্থানের নাম সুঘধ।

চাক্ষুষ মনু এই প্রদেশকে মেরুপ্রদেশের ন্যায় ৯টী বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুমেরু পার্ব্বত্য প্রদেশকে ইলাবৃত বর্ষ করিয়া তাহার উত্তরে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ এবং দক্ষিণে হরি, কিম্পুরুষ ও হিমবর্ষ নাম রাখিয়াছিলেন। পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ ও পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ নাম রাখিয়াছিলেন। এই বিভাগ মতে মেরু প্রদেশের বিভাগের সহিত কেবল হিমবর্ষই ঐক্য ছিল, অন্য সমস্ত বর্ষই নূতন স্থানে পড়িয়াছিল (৩য় চিত্র)। কুরুবর্ষ মেরু প্রদেশের উত্তরে ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ মনুর বর্ত্তমান বিভাগ মতে মেরুপ্রদেশের দক্ষিণের স্থানের নাম কুরুবর্ষ হইল। ইহা সুমেরু প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত, তজ্জন্য ইহার নাম উত্তর কুরুবর্ষ।

রাজা চাক্ষুষ মনু ৪৭৯৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৫৩১ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত সুমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র **উরু** রাজা হইয়া ৪৮০৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৪৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র অঙ্গ ৪৮০৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৪৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বেণ রাজা হইয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং দান করিতে পাইবে না। তিনি নিজে সর্ব্ব যজ্ঞপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্র পৃথুকে রাজা করিয়াছিলেন।

রাজা পৃথু অতি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মভীরু রাজা ছিলেন। রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ সূত ও মাগধ নামক দুই সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজার স্তবগান করাই ইহাঁদের

কার্য্য। রাজা যেরূপ কার্য্য করিবেন, তাঁহার যেরূপ গুণ হওয়া উচিত, তাহা ইহাঁরা সতত রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। রাজা পৃথুও তাঁহাদের বর্ণিত গুণানুসারে কার্য্য করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইতেন। সুতরাং রাজাকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত রাখিবার ইহা একটা উত্তম উপায়।

রাজা পৃথু সহস্র সহস্র পর্ব্বত কাটিয়া সমভূমি করতঃ গ্রাম, নগর, গোরক্ষার স্থান, বাণিজ্য স্থান প্রভৃতির পত্তন করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ৪৮১৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬৩৩১ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র অন্তর্দ্ধান ৪৮২৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬২৮১ খৃঃ পূঃ রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র হবির্দ্ধান ৪৮২৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬২৩১ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র প্রাচীনবর্হি ৪৮৩৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৬১৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইহাঁর সময়ে কণ্ডু ঋষি ৫৪.৭১ বিকলা ক্রান্তি-পাতের পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাজা প্রাচীনবর্হির পুত্র ১ম প্রচেতার সহিত এই ঋষির কন্যা মারিষার বিবাহ হইয়াছিল। এই প্রথম প্রচেতার সময় ৪৮৩৪৭ সৃষ্টাব্দ বা ৬১৮০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪৮৮৪৬ সৃষ্টাব্দ বা ৫৬৮১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে দশ জন রাজা প্রচেতা নাম গ্রহণ করিয়া সুমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দশ প্রচেতার মহিষীই মারিষা নামে কথিতা হইয়াছেন। দশম প্রচেতার পুত্র দক্ষ ৪৮৮৯৬ সৃষ্টাব্দ বা ৫৬৩১ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত সুমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার দৌহিত্রগণ মধ্যে কশ্যপ ঋষির পুত্র দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ বিধায়, সুমেরু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুমেরু প্রদেশের কতকগুলি প্রজা এবং ইন্দ্রের একাদশ ভ্রাতা, ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপু-সহ যুদ্ধ করতঃ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ইন্দ্রকে রাজা করিয়া-

ছিলেন। প্রধানতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর সাহায্যেই ইন্দ্র এই যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। এই হইতেই ইন্দ্রের সহিত বৈমাত্র ভ্রাতা দিতিপুত্র দৈত্য এবং দনুপুত্র দানবগণসহ, সুমেরু সিংহাসন লইয়া সতত বিবাদ হইত। মধ্যে মধ্যে দৈত্য ও দানবগণ জয়ী হইত, ইন্দ্র পুনরায় বল সংগ্রহ করিয়া কখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সাহায্যে, কখন বা অন্যের সাহায্যে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিতেন। এই যুদ্ধের নামই দেবাসুর যুদ্ধ।

পূর্ব্বে যেমন দশজন রাজা **প্রচেতা** নাম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইন্দ্রের পরে হইতেও তেমনি প্রত্যেক রাজা **ইন্দ্র** নাম গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহাদের মহিষী **মারিষার** ন্যায় **শচী** নামে অভিহিত হইতেন।

৩। মহামেরু প্রদেশ।

১ম ইন্দ্রের রাজত্বকালেই **মহাজলপ্লাবন** হইয়া হিমালয় প্রদেশ প্রভৃতি ধ্বংস হইলে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বিবস্বানের পুত্র **বৈবস্বত** নৌকায় আরোহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তথায় রাজ্য স্থাপন করতঃ তথাকার **মনু** হইয়াছিলেন। ইনি সপ্তম মনু। ঋগ্বেদে ইনি **বৈবস্বত যম** এবং পুরাণে বৈবস্বত মনু নামে কথিত হইয়াছেন। যম অর্থ স্থানদাতা বা রাজা। অবস্তা মতে যমকে **যিম** বলে। এই বৈবস্বত মনুর এক বৈমাত্র ভ্রাতাও নৌকারোহণে ভাসিয়া গিয়া, পশ্চিম সমুদ্র পারে **আরারট** পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনু ও ইনি এক পিতার সন্তান এবং উভয়েই একই সময় মহাজলপ্লাবন পরে দুই প্রদেশের মনু হইয়াছিলেন, তাই ইঁহার নাম সাবর্ণি অর্থাৎ সমান বর্ণের মনু।

ইহাঁরা উভয়ে সুমেরু প্রদেশের দক্ষিণে **সংযমনীপুরে** বাস করিতেন। ইহাঁদের দেশ মহাজলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়াছিল।

রাজা বৈবস্বত মনু হিমালয় পর্ব্বতে রাজ্য স্থাপন করিলে তাঁহার বহু আত্মীয় বন্ধু সুমেরু প্রদেশ হইতে তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি সুমেরু প্রদেশ হইতে আসিয়া, এই প্রদেশের নাম **মহামেরু** রাখিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ মতে ইহা **তৃতীয়** প্রদেশ। অবস্তা মতেও ইহা **তৃতীয়** স্থান এবং ইহার নাম মৌরু।

এই প্রদেশে অবস্থান কালে আর্য্যগণ চন্দ্রের সাহায্যে, ১০ চান্দ্র পৌর্ণমাসীতে একবৎসর গণনা করিতেন। এক সম্প্রদায় ৩৬০ দিনে, ১২ সৌর মাসে বা ১২ আদিত্যে একবৎসর গণনা করিতেন বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল না। তাঁহারা এই প্রদেশে আসিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য পথে ২১টী নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরে ২৪ নক্ষত্র পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহারা ক্রান্তিপাতের গতি অনুসারে ব্রহ্মচক্রে অব্দ গণনা করিতেন। মেরুপ্রদেশে বৃহস্পতির গতি অনুসারে যে ভাবে বৎসর গণনা করা হইত, এখানে সে ভাবেও অব্দ গণনা হইত। আর এক সম্প্রদায় চান্দ্র ১০ মাসের বৎসরানুসারে অব্দ গণনা করিতেন। এই গণনাকার্য্যে একটী চক্র ব্যবহৃত হইত। মুসো বিয়াচিনী মিশরে এই চক্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এই চক্রটী ব্যবহৃত হইত তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারেন নাই। **চান্দ্র** ১০ মাসে বৎসর গণনার জন্যই এই চক্রটী ব্যবহৃত হইত।

এখানে তাঁহারা ভাষার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন এবং **চিত্রাক্ষর** আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নির্ঘণ্ট

ঋগ্বেদের সূচী

৫৯। ২-৪	১৮২	৮৫। ৯	৩৭
৫৯। ৫-৭	১৮৩	৯০। ১৫	১৩৮
৬২। ৬	৫৯	৯২। ২	১৩৮
৬২। ৮-১০	১৭৩	৯৩। ৫	১৩৮

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন—বিনোদবাবু আমাদিগকে একটী সম্পূর্ণ নূতন জিনিস দেখাইলেন। তিনি ঋগ্বেদ হইতে যে প্রাচীন অব্দ [illegible] উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ ঋগ্বেদে আছে, তাহা অনেকের জানা ছিল না। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স ১৩১৮ সালে ৫৬৪৩৭ ছিল। তাঁহার কৃত কক্ষা পরিবর্ত্তন গতি অনুসারে অব্দ গণনা চক্র এবং ক্রান্তিপাত গতি অনুসারে ব্রহ্মচক্র সম্পূর্ণ নূতন। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নক্ষত্র সাহায্যে যে বৎসর গণনার উল্লেখ আছে, এই চক্রানুসারে সহজেই তাহার সময় ঠিক করা যায়।

বিনোদবাবুর একটী বাহাদুরী এই যে, তিনি তাঁহার গণনা জ্যোতিষিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে গণনা করিয়া ও শাস্ত্রোক্ত বর্ত্তমান কল্যব্দ সহ একেবারে মিল করিয়া দিয়াছেন। যুগ বিভাগের যুক্তি ও অর্থ অতি অপূর্ব্ব এবং সম্পূর্ণ নূতন। ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সহ মিল করিয়া পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ নূতন, এরূপভাবে আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করেন নাই। সৌর কেন্দ্রিক জ্যোতিষ বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। কিরূপে তাহা পৌরাণিক কালে ভৌমকেন্দ্রিক হইয়া গিয়াছে, তাহা বিনোদ বাবু উত্তমরূপে দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন।

এই পুরাতত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া এই সমস্ত আলোচিত হইয়াছে, ইহাও এই গ্রন্থের একটী বিশেসত্ব।

রিপণকলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সকল বিষয়ের আলোচনা যতই হয় ততই সাহিত্যের উপকার, আপনার গ্রন্থ এজন্য আদৃত হইবে আশা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক বিবরণীতে সভাপতি ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী রায় আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য একখানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—আপনার প্রণীত পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব পড়িয়া একান্ত প্রীত হইয়াছি। আপনার এই প্রযত্ন প্রশংসনীয়, আশা করি এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে।

ভারতী পত্রিকার মত—গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের চতুর্দ্দশ বৎসরের পরিশ্রমের ফল, বঙ্গ সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছে। জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া ভূতত্ত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর এই পুরাতত্ত্ব সংগৃহীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, ইহাতে কোন অপ্রামাণিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখিত হয় নাই; প্রত্যেক বিষয় তিনি প্রমাণসহ লিখিয়াছেন, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত

ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক—প্রত্নতত্ত্বের নিতান্ত নীরস আলোচনা নহে। অভিনব বিষয়সমূহ যুক্তি তর্কের সমাবেশে ও প্রমাণাদির সংযোগে উপাখ্যানের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার নানা গবেষণা ও আলোচনান্তে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স এখন ৫৬৪৩৬ (১৩১৭ সাল পর্য্যন্ত) বৎসর। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অদ্ভুত গবেষণা ও অনুশীলনশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকায় আপনার ভাষা সম্বন্ধে একটু সসঙ্কোচ হইয়াছেন কিন্তু এ সসঙ্কোচের কোন কারণ নাই। তাঁহার ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাগ্ ঐতিহাসিক কালের সুযুক্তিপূর্ণ ও সুদক্ষ আলোচনা। বিশেষজ্ঞগণ ইহা পাঠ করিয়া এক বিরাট অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। —পৌষ, ১৩১৮ সাল।

প্রবাসী পত্রিকার মত—অমুক সময় হইতে তৎপূর্ব্বের ইতিহাস পাওয়া যায় না, এই সাধারণ বিশ্বাস খণ্ডন করিবার ইচ্ছায় লেখক ১৫ বৎসর কঠোর পরিশ্রম সহকারে ভূতত্ত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া পৃথিবীর প্রাগ্ ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই খণ্ডে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। জ্যোতিষের সাহায্যে কাল নির্ণয় ও প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা পত্রে পত্রে বিদ্যমান। কিন্তু সে সকলের যথার্থ মীমাংসা বা যাচাই করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই, সুতরাং সে ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়া আমরা কেবল মাত্র এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় দিলাম। এই গ্রন্থের মতে পৃথিবীর বয়স ৫৬৪৩৭ বৎসর।—১৩১৮ সাল, মাঘ।

নব্যভারত পত্রিকার মত—অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য গভীরতত্ত্ব সুন্দর ভাষায় এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অসাধারণ গবেষণার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এ পুস্তক স্থান পাইবার যোগ্য।—১৩১৮ সাল, চৈত্র।

উপাসনা পত্রিকার মত—গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় তত্ত্বের একটী মনোজ্ঞ মঞ্জুষা। বেদ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থকার পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব সঙ্কলিত করিয়া পৃথিবীর বয়স এবং সেই সঙ্গে বিবিধ প্রাগ্‌ঐহিতাসিক ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাপার অতিশয় বিরাট ও বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ। গ্রন্থকার স্বমুখে ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন—প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক কালের সম্পূর্ণ পুরাতত্ত্ব এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দরিদ্রতা বশতঃ তাহা পারিলাম না। সম্পূর্ণ মুদ্রাঙ্কন ব্যয় চিত্র সহ পাঁচ ছয় হাজার টাকার কম নহে। আমার অর্থের সংস্থান কিছুমাত্রও নাই, কাহারও সাহায্যও পাই নাই, তজ্জন্য ঋণ করিয়া উপক্রমণিকা স্বরূপ প্রথম খণ্ড সংক্ষেপে সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম।" পাশ্চাত্য দেশ হইলে অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনকুবের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিনোদ বাবুর সাহিত্য সাধনায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। তাহা হইলে তাঁহাকে এই নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস আর ফেলিতে হইত না। গ্রন্থখানি সূচী সমেত দুইশত ষোল পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিশাল গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার উপক্রমণিকা মাত্র। এই উপক্রমণিকার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে তিনি প্রতিপাদ্য ও মূল গ্রন্থের সকল তত্ত্বই বীজভাবে নিহিত করিয়াছেন। সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি, গ্রহগণের রাশিভ্রমণ, কাল, অব্দগণনা, ঋতু গণনা, ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এই কয়টী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রন্থকার

উপক্রমণিকা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানের সংকীর্ণতা জন্য অনেক বিষয় তাঁহাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইয়াছে, তথাপি ইহাতে তাঁহার গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার মৌলিকতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি সর্ব্বসমেত পাঁচটী তত্ত্বে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন। আমরা অবশিষ্ট তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সুচারু সমাধান জন্য বিনোদ বাবুর মুখ চাহিয়া রহিলাম। —১৩১৯, চৈত্র।

কায়স্থ পত্রিকার মত—পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রাগ্ ঐতিহাসিক কালের ইতিহাস। ইহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লাপ্লাসের থিওরী যে বৈদিককালের ঋষিগণ জানিতেন, এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। সায়ণের সময় বিজ্ঞানের চর্চ্চা এদেশে একেবারে না থাকায়, যে সকল ঋকের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই, গ্রন্থকার সেই সমস্ত ঋকের প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া বেশ বুঝা যায়। হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ঋগ্বেদের সহিত মিল করিয়া সৃষ্টাব্দ গণনা এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। আর্য্যগণ যে ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব অবগত ছিলেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তা রাশি ও নক্ষত্রের অর্থ, মধুকৈটভ বধ, শঙ্খাসুর বধ, হিরণ্যকশিপু বধ ইত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত ব্যাপার দ্বারা বেশ বুঝাইয়াছেন এভাব সম্পূর্ণ নূতন, কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; গ্রন্থকর্ত্তা যে ভাবে ডারউইনের থিওরীর প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব। বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই বিশ্বাস সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে—এ তত্ত্ব আর্য্যগণ জানিতেন না, কিন্তু বিনোদ বাবু দেখাইয়াছেন ঋগ্বেদেও ঋষিগণ বৈদিককালের আদিতেই এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। পরে কিরূপে পৃথিবী মধ্যে পড়িয়াছে এবং সূর্য্যকে তাহার চারিদিকে ঘুরাণ হইয়াছে তাহাও এই

গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। রাহুর অর্থ বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের; ইহার সবই নূতন, সবই সঙ্গত। শাস্ত্রের বিষয় বিশেষের অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা করিয়া লেখক হিন্দু সমাজের বিজ্ঞানের দিকটা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন, ইহাতে বহু অহিন্দু, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রকে আদর করিতে বাধ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতায় আর কাহার সন্দেহ থাকিবে না। * * *।—১৩২০, আশ্বিন।